মাসিক
আত-তাহরীক

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘ধনিক শ্রেণী ক্বিয়ামতের দিন সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে। কিন্তু যারা নিজেদের মাল আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে এবং হালাল পথে উপার্জন করে, তারা ব্যতীত’ *(ইবনু মাজাহ হা/৪১৩০, সনদ হাসান)*।

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
www.at-tahreek.com
২৭ তম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা
মার্চ ২০২৪

সূচীপত্র

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০

"التحريك" مجلة شهريـــة علميـــة دينيـــة وأدبيـــة
جلد : ٢٧ ، عدد : ٦، شعبان ورمضان ١٤٤٥ ه/ مارس ٢٠٢٤م
رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/محمد أسد الله الغالب
تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

প্রচ্ছদ পরিচিতি : সিনান পাশা মসজিদ, প্রিজরেন, কসোভো। ১৬১৫ সালে ওছমানীয় খেলাফতকালে মসজিদটি নির্মিত হয়।

পূর্ব
নাটোর রোড
উত্তর
নওগাঁ রোড
আম চত্বর
দক্ষিণ
বিমান বন্দর রোড
পশ্চিম
চাঁপাই রোড-এর ১০০ গজ পশ্চিমে
সনি এন্টারপ্রাইজ

Sony Enterprise

সনি এন্টারপ্রাইজ

প্রোঃ মুহাম্মাদ সাইম আলী (সনি)
মোবাইল : ০১৭১২-০১৫৩৭০

এখানে জমি ও প্লট সহজ ও সূদ বিহীন কিস্তিতে ক্রয় বিক্রয় করা হয়।

এখানে রড, এঙ্গেল, বার, সীট এবং যাবতীয় স্টীল সামগ্রী ও সিমেন্ট পাইকারী ও খুচরা মূল্যে পাওয়া যায়।

নওদাপাড়া, আমচত্বর থেকে ১০০ গজ পশ্চিমে, পারিবারিক স্বাস্থ্য ক্লিনিক (তিলোত্তমা) এর পার্শ্বে
পোঃ সপুরা, থানা : শাহমখদুম, রাজশাহী। ম্যানেজার : ০১৯২৬-৩৫৭৩৩৫, ০১৯১০-৭২৪৬৬৬।

গোলাপ ডেকোরেটর

প্রোঃ মুহাম্মাদ গোলাপ হোসেন

এখানে বিভিন্ন সম্মেলন, ইফতার মাহফিল, ওয়ায মাহফিল, বিবাহ, ওয়ালীমা সহ যে কোন অনুষ্ঠানের জন্য গেইট, প্যাণ্ডেল, মাইক, লাইটিং ও ডেকোরেটর দ্রব্যাদি ভাড়া পাওয়া যায়।

নাড়ুয়ামালা, গাবতলী, বগুড়া। মোবাইল : ০১৭১৮-৬৫৮০৭৪

TEW

তাজুল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ

সব ধরনের মেকানিক্যাল কাজের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

প্রোপ্রাইটর ও স্পেশালিস্ট মুহাম্মাদ তাজুল ইসলাম

◆ এখানে সব ধরনের প্লাস্টিক ইনজেকশন মোল্ড ও ব্লুমোল্ড ডাইস তৈরি ও মেরামত করা হয়।
◆ গার্মেন্টস ও টেক্সটাইল রোলিং মিল সহ সকল প্রকার মেশিনারী এক্সেসরিজ ও পার্টস তৈরি ও মেরামত করা হয়।
◆ 4 Axis CNC ও EDM ইলেকট্রিক ডিসচার্জ মেশিন দ্বারা যে কোন লোহার প্লেটের মধ্যে খোদাই করে ডিজাইন এবং লোগোর এমবুশ-ডিবুশের ছাচ কিংবা ডাইস তৈরি সহ সকল প্রকার হাই প্রেসিশোন গিয়ারবক্স পিনিয়ন নতুন তৈরি করে হার্ডেনিং ও হীট ট্রিটমেন্ট করা হয়।

"Metal Hardness Testing Machine"

"Plastic Injection Mould"

যোগাযোগ : হোল্ডিং নং ৪৮২, মতিয়ার পুল, কমার্স কলেজ রোড, চট্টগ্রাম।
মোবাইল : ০১৭৭৫-৮৬৪৬৭৮, Email: mstewctg@mail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজি: নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية و أدبية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২৭তম বর্ষ **৬ষ্ঠ সংখ্যা**

শা'বান-রামাযান ১৪৪৫ হি.
ফাল্গুন-চৈত্র ১৪৩০ বাং
মার্চ ২০২৪ খৃ.

। সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

। সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

। সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া
(আমচত্বর) পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ই-মেইল : tahreek@ymail.com

◆ সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
◆ সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
◆ বই বিক্রয় বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
◆ ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০
(বিকাল ৪.৩০ থেকে ৫.৩০ পর্যন্ত)

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
রাজশাহী অফিস : ০১৭৯৭-৯০০১২৩
ঢাকা অফিস : ০১৭৯৫-৯৪৬৮১৩

হাদিয়া : ৩০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক/রেজিঃ ডাক	
বাংলাদেশ		৪৫০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	১০৫০/-	২২৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১৩০০/-	২৫০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৯০০/-	৩১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	২৩০০/-	৩৫০০/-

সূচীপত্র

◆ **সম্পাদকীয়** ০২
◆ **প্রবন্ধ :**
  ▶ হেদায়াতের পথে প্রতিবন্ধকতা *-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* ০৩
  ▶ হাদীছ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পরিক্রমা *(৬ষ্ঠ কিস্তি)* *-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব* ০৯
  ▶ মহামনীষীদের পিছনে মায়েদের ভূমিকা *(৬ষ্ঠ কিস্তি)* *-মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক* ১২
  ▶ গোপন ইবাদতে অভ্যস্ত হওয়ার উপায় (পূর্ব প্রকাশিতের পর) *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* ১৯
  ▶ রামাযানকে আমরা কিভাবে অতিবাহিত করব? *-ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম* ২৩
  ▶ ছিয়ামের ফাযায়েল ও মাসায়েল *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ২৮
  ▶ যাকাত ও ছাদাক্বাহ *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ৩০
◆ **বিজ্ঞানচিন্তা :**
  ▶ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পদ্ধতিতে পানি পান এবং আধুনিক বিজ্ঞান *-ইঞ্জিনিয়ার আসীফুল ইসলাম চৌধুরী* ৩১
◆ **অমর বাণী :** *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* ৩৩
◆ **ইতিহাসের পাতা থেকে :**
  ▶ স্ত্রী নির্বাচনে নিয়তের গুরুত্ব *-আব্দুত তাওয়াব* ৩৪
◆ **স্বাস্থ্যকথা :**
  ▶ দুধ চায়ের বদলে পান করতে পারেন যেসব স্বাস্থ্যকর চা ৩৫
◆ **সাময়িক প্রসঙ্গ :**
  ▶ নতুন শিক্ষা কারিকুলাম : মুসলিম জাতিসত্তা ধ্বংসের নীল নকশা *-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন* ৩৭
◆ **কবিতা :** ৪০
  ▶ খুলে দাও মনের বাঁধন
  ▶ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
  ▶ আজব কৃতি
  ▶ দুনিয়ার পাগল
◆ **স্বদেশ-বিদেশ** ৪১
◆ **মুসলিম জাহান** ৪২
◆ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪২
◆ **সংগঠন সংবাদ** ৪৫
◆ **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সম্পাদকীয়

আহলেহাদীছের বৈশিষ্ট্য

এটি প্রচলিত অর্থে কোন ব্যক্তি ভিত্তিক মাযহাব, মতবাদ বা ইজম-এর নাম নয়। বরং এটি একটি পথের নাম। যে পথ আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র পথ। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পথ। এপথের শেষ ঠিকানা হ'ল জান্নাত। মানুষের আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক জীবনের সমস্ত হেদায়াত এপথেই মওজুদ রয়েছে। ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম ও সালাফে ছালেহীন সর্বদা এপথেই মানুষকে আহ্বান জানিয়ে গেছেন। আহলেহাদীছ তাই চরিত্রগত দিক দিয়ে একটি দাওয়াত, একটি 'আন্দোলন' এর নাম। এ আন্দোলন ইসলামের নির্ভেজাল আদিরূপ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। এ আন্দোলন দুনিয়ার সকল মানুষকে বিশেষ করে বিভিন্ন মাযহাব ও তরীকায় বিভক্ত শতধা বিচ্ছিন্ন মুসলিম উম্মাহকে সকল প্রকারের সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামী ছেড়ে এবং সকল দিক হ'তে মুখ ফিরিয়ে চিরশান্তির গ্যারান্টি আল্লাহ্র কিতাব ও শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সুন্নাতের মর্মকেন্দ্রে জমায়েত হবার আহ্বান জানায়। কিতাব ও সুন্নাতের অভ্রান্ত পথনির্দেশকে কেন্দ্র করেই এ আন্দোলন গতি লাভ করেছে। উম্মতের কোন ফক্বীহ, মুজতাহিদ, অলি-আউলিয়া, ইমাম বা ইসলামী চিন্তাবিদের দেওয়া কোন নিজস্ব চিন্তাধারাকে কেন্দ্র করে এ আন্দোলন গড়ে উঠেনি। তারা হুকূমত প্রতিষ্ঠাকে 'বড় ইবাদত' এবং ছালাত-ছিয়াম, হজ্জ-যাকাত ইত্যাদি ফরয ইবাদত সমূহকে উক্ত বড় ইবাদত প্রতিষ্ঠার জন্য 'ট্রেনিং কোর্স' মনে করেন না। তারা বুলেট বা ব্যালট নয়, বরং নির্ভেজাল তাওহীদের প্রতি দাওয়াত এবং শিরকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধকে দ্বীন প্রতিষ্ঠার সঠিক পথ বলে বিশ্বাস করেন। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ব্যতীত এ আন্দোলনের কর্মীদের অন্য কোন 'গাইড বুক' নেই। মুহাম্মাদ (ছাঃ) ব্যতীত তাদের অন্য কোন অভ্রান্ত ইমাম নেই। ইসলাম ব্যতীত তাদের অন্য কোন 'মাযহাব' বা চলার পথ নেই। তাদের জন্য নির্দিষ্ট কোন ফিক্বহ গ্রন্থ নেই। প্রচলিত চার মাযহাবের ইমামদেরকে তারা যথাযোগ্য সম্মান করে থাকেন। কিন্তু ভুল ও শুদ্ধ সবকিছু মিলিয়ে কোন একটি নির্দিষ্ট মাযহাবের অন্ধ অনুসরণ বা তাক্বলীদ করাকে তারা অন্যায় ও অযৌক্তিক বলে মনে করেন।

খালেছ তাওহীদে বিশ্বাসী আহলেহাদীছগণ দুঃখে ও বিপদে কেবলমাত্র আল্লাহ্রই সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাঁরই নিকটে আশ্রয় ভিক্ষা করেন। তাঁরই নিকটে কাঁদেন, তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য ছাদাক্বা করেন। 'তাক্বদীরের' ভাল-মন্দের উপর বিশ্বাস রেখে যথাসাধ্য 'তদবীর' করে চলেন। পরকালীন মুক্তির জন্য তারা শিরক ও বিদ'আতমুক্ত এবং শরী'আত অনুমোদিত নেক আমলকেই একমাত্র 'অসীলা' হিসাবে মনে করেন। যে সকল কথায় ও কর্মে শিরক ও বিদ'আতের সামান্যতম ছিটে–ফোঁটা থাকে, তা হ'তে তারা দূরে থাকেন। কোন মানুষকে 'ইলমে গায়েব' বা অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী বলে তারা বিশ্বাস করেন না। নবী ব্যতীত অন্য কাউকে তারা মা'ছূম বা নিষ্পাপ বলে মনে করেন না।

শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে তারা নূরের সৃষ্টি বা 'নূরনবী' নয় বরং মাটির সৃষ্টি বা 'মানুষ নবী' বলে বিশ্বাস করেন। তারা কোন মৃত ব্যক্তিকে কোনরূপ মঙ্গলামঙ্গলের অধিকারী মনে করেন না। এমনকি কোন জীবিত ব্যক্তিও আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতীত অপরের কোন উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না। কবরে সিজদা করা, সেখানে মানত করা, ফুল দেওয়া, বাতি দেওয়া, গেলাফ চড়ানো, গোসল করানো, নযর-নেয়ায পাঠানো, মোরগ বা খাসি যবেহ করে 'হাজত' দেওয়া, কবরবাসীর অসীলায় মুক্তি কামনা করা, তার নিকটে ফরিয়াদ পেশ করা ইত্যাদিকে তারা প্রকাশ্য শিরক মনে করেন। এমনিভাবে একই সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের লাখো মীলাদের মাহফিলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রূহ মুবারক হাযির হওয়ার অলীক ধারণা ও তাঁর সম্মানে সকলে দাঁড়িয়ে (ক্বিয়াম করে) সালাম জানানোকে সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টার গুণ কল্পনার মতই ঘৃণ্যতম পাপ বলে মনে করেন। তাঁর নামে 'জশনে জুলূস' ও র‍্যালী করাকে স্রেফ 'রিয়া' ও ভক্তির নামে ভান করা বলে মনে করেন। যা নিকৃষ্টতম বিদ'আত সমূহের অন্তর্ভুক্ত। এমনিভাবে কোন মৃত মানুষের সম্মানে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা, নিজেদের বানানো স্মৃতিসৌধে বা কথিত শহীদ মিনারে ফুল দেওয়া, মঙ্গল প্রদীপ জ্বালানো, শিখা অনির্বাণ, শিখা চিরন্তন, বিভিন্ন মানুষের তৈলচিত্র, ছবি-মূর্তি, প্রতিকৃতি ও ভাস্কর্য নির্মাণ ও সেখানে শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন ইত্যাদি সবকিছু জাহেলী যুগের ফেলে আসা অগ্নিপূজা ও মূর্তিপূজার আধুনিক রূপ বলে মনে করেন।

আহলেহাদীছগণ মনে-প্রাণে একথা বিশ্বাস করেন যে, শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ইসলামের কোন হুকুম গোপন করে যাননি। বরং বিশ্ব ইতিহাসে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হিসাবে এবং ইসলামী চরিত্রের নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ রূপকার হিসাবে দীর্ঘ তেইশ বছরের নবুঅতী জীবনে স্বীয় কথায়, কর্মে ও আচরণে ইসলামী শরী'আতের ভিতর-বাহির ও খুঁটি-নাটি সব কিছুই তিনি স্বীয় উম্মতের জন্য স্পষ্ট করে গিয়েছেন এবং 'অহিয়ে এলাহীর' সবটুকু উম্মতের নিকট পূর্ণ সততার সাথে যথাযথভাবে পৌঁছে দিয়েছেন। অতঃপর জীবন সায়াহ্নে বিদায় হজ্জে আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত লক্ষাধিক ছাহাবীর নিকট হ'তে সাক্ষ্য নিয়ে আল্লাহ্র নিকট হ'তে সরাসরি ইসলামের পূর্ণাঙ্গতার নিশ্চয়তাও লাভ করেছেন। অতএব আহলেহাদীছগণ মনে করেন যে, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে ইসলামী জীবন বিধানের পূর্ণাঙ্গ চিত্র লাভ করার পর নিজেদের আবিষ্কৃত হাক্বীক্বত, তরীক্বত ও মা'রেফাত তত্ত্বের তথাকথিত সীনা ব-সীনা বাত্বেনী ইলমের তালাশে অযথা সময় নষ্ট করা ইসলামের সহজ-সরল ও পরিচ্ছন্ন জীবন বিধান হ'তে দূরে সরে যাওয়ারই নামান্তর। সঙ্গে সঙ্গে এটা শেষনবী (ছাঃ)-এর শরী'আত সংক্রান্ত আমানতদারীর ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি করে, যা ঈমানের প্রকাশ্য বিরোধী।

আহলেহাদীছগণ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে শেষনবী হিসাবে বিশ্বাস করেন এবং এই বিশ্বাসকে ঈমানের অন্যতম প্রধান রুকন বা স্তম্ভ বলে মনে করেন। এই রুকনকে অস্বীকার বা অমান্যকারী কিংবা এতে সন্দেহ পোষণকারী ব্যক্তি কখনোই মুসলমান হ'তে পারে না। তাঁর পরে আর কোন নবী নেই। অতএব তিনি মুসলিম-অমুসলিম, জিন-ইনসান ও সৃষ্টিজগতের একমাত্র নবী। তাঁর অনুসারী বিশ্বের সকল মুসলমান একই মিল্লাতভুক্ত একটি মহাজাতি। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' মুসলিম মিল্লাতকে আপোষে সকল দলাদলি ভুলে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর একক নেতৃত্বে শুধুমাত্র পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ মহাজাতিতে পরিণত করতে চায়।

[বাকী অংশ ৮ পৃষ্ঠা দ্রঃ]

হেদায়াতের পথে প্রতিবন্ধকতা

-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

ভূমিকা :

পৃথিবীর মানুষের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ যুগে যুগে নবী-রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন। তাঁরা এসে মানুষকে হেদায়াতের পথে পরিচালনার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সবাই হেদায়াত লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেনি। নানা কারণে হেদায়াতের আলোকিত রাজপথে চলা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন বাধা-প্রতিবন্ধকতা তাদেরকে হেদায়াত থেকে দূরে রেখেছে। নিম্নে হেদায়াতের পথে প্রতিবন্ধকতা সমূহ উল্লেখ করা হ’ল।-

১. জ্ঞানের স্বল্পতা :

হক-বাতিল তথা সঠিক-বেঠিক অবগত হওয়া এবং বাতিলের উপরে হকের প্রভাব জানলে পরিপূর্ণ মানুষ হওয়া যায়। কেননা জ্ঞান না থাকলে সঠিক পথে চলা বা হক লাভ করা সম্ভব হয় না। অজ্ঞতার কারণেই অনেকে হক থেকে ছিটকে পড়ে, অনেকে হকের নিকটবর্তী হয়েও হক গ্রহণ করতে পারে না। ইবাদতও সঠিকভাবে আদায় করতে পারে না। যেমন আল্লাহ বলেন, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، ‘লোকদের মধ্যে কেউ কেউ (অর্থাৎ কপট বিশ্বাসী ও সুবিধাবাদীরা) আল্লাহ্‌র ইবাদত করে দ্বিধার সাথে। তাকে কল্যাণ স্পর্শ করলে শান্ত হয় এবং বিপর্যয় স্পর্শ করলে মুখ ফিরিয়ে নেয়। সে দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর সেটাই হ’ল তার সুস্পষ্ট ক্ষতি’ *(হজ্জ ২২/১১)*। তাই জ্ঞানার্জন করা যরূরী। আর অজ্ঞতার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। অজ্ঞতার পরিণতি সম্পর্কে হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا، يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوا، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا-

‘আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আছ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের অন্তর থেকে ইলম ছিনিয়ে নেয়ার মত তুলে নিবেন না, বরং আলেমদের উঠিয়ে নেয়ার মাধ্যমে ইলমকে উঠিয়ে নিবেন। এমনকি যখন কোন আলেম অবশিষ্ট থাকবে না তখন লোকেরা মূর্খদেরকেই নেতা বানিয়ে নিবে। তারা তাদেরকে (দ্বীনের বিষয়ে) জিজ্ঞেস করবে। অতঃপর তারা অজ্ঞতা সত্ত্বেও ফৎওয়া প্রদান করবে। ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যকেও পথভ্রষ্ট করবে’।[১]

২. হেদায়াতের যোগ্য না হওয়া :

হেদায়াত মানব জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান বিষয়। হেদায়াতের যথাযথ হকদার না হ’লে কেউ তা লাভ করতে পারে না। যেমন কাফের, মুশরিক, যালেম ও মুনাফিকদেরকে আল্লাহ হেদায়াত দান করেন না। আল্লাহ বলেন, وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، ‘বস্তুতঃ আল্লাহ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না’ *(বাক্বারাহ ২/২৬৪)*। তিনি আরো বলেন, وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ‘বস্তুতঃ আল্লাহ যালেম সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না’ *(বাক্বারাহ ২/২৬৪; আলে ইমরান ৩/৮৬)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، ‘আর আল্লাহ পাপিষ্ঠদের সুপথ প্রদর্শন করেন না’ *(মায়েদাহ ৫/১০৮)*। অর্থাৎ যারা শিরক, কুফরী, যুলম ও পাপাচারের মধ্যে অব্যাহত থাকে, আল্লাহ তাদের হেদায়াত করেন না।[২] অনুরূপভাবে যার মৃত্যু কাফের-মুশরিক অবস্থায় হবে বলে আল্লাহ্‌র ইলমে আছে, তাদেরকে আল্লাহ হেদায়াত দান করেন না।[৩] আল্লাহ বলেন, وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، ‘যদি আল্লাহ তাদের মধ্যে কিছু কল্যাণ আছে বলে জানতেন, তাহ’লে অবশ্যই তিনি তাদের শুনাতেন। আর যদি তিনি তাদের শুনাতেন, তবুও তারা মুখ ফিরিয়ে নিত ও এড়িয়ে যেত’ *(আনফাল ৭/২৩)*। তাদের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ আরো বলেন, وَإِذَا ذُكِرَ اللهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، ‘যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না, তাদের সামনে যখন কেবল আল্লাহ্‌র কথা বলা হয়, তখন তাদের অন্তরগুলো সংকুচিত হয়ে যায়। আর যখন তাকে বাদ দিয়ে অন্যদের কথা বলা হয়, তখন তারা উল্লসিত হয়’ *(যুমার ৩৯/৪৫)*। অতএব হেদায়াতের যোগ্য না হ’লে সে হেদায়াতের উপরে টিকে থাকতে পারে না। এ মর্মে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضى الله عنهما أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الإِسْلاَمِ، فَأَصَابَهُ وَعْكٌ فَقَالَ أَقِلْنِى بَيْعَتِى. فَأَبَى، ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ أَقِلْنِى بَيْعَتِى. فَأَبَى، فَخَرَجَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ، تَنْفِى خَبَثَهَا، وَيَنْصَعُ طِيبُهَا.

‘জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট ইসলামের বায়‘আত করল।

---

[১] *বুখারী হা/১০০; মুসলিম হা/২৬৭৩; মিশকাত হা/২০৬।*

[২] *ইসলাম ওয়েব. নেট, ফৎওয়া নং ১১৯০২।*

[৩] *ইসলাম ওয়েব. নেট, ফৎওয়া নং ৩৬৯৬৩।*

তারপর সে জ্বরে আক্রান্ত হ'ল। তখন সে বলল, আমার বায়'আত ফিরিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তা অস্বীকৃতি জানালেন। সে আবার তাঁর কাছে আসল। তিনি আবার অস্বীকৃতি জানালেন। সে আবার তাঁর কাছে এসে বলল, আমার বায়'আত ফিরিয়ে দিন। তিনি আবারও অস্বীকার করলেন। তখন সে বেরিয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, মদীনা হাপরের মত, সে তার আবর্জনাকে দূর করে দেয় এবং ভালোটাকে ধরে রাখে'।[৪] অতএব প্রতীয়মান হয় যে, হেদায়াতের হকদার না হ'লে যেমন তা লাভ করা যায় না, তেমনি হেদায়াতের উপরে টিকেও থাকা যায় না।

৩. হিংসা ও অহংকার :

হিংসা-অহংকার হেদায়াত লাভের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। কারণ আল্লাহ অহংকারীদের হেদায়াত দান করেন না। তিনি বলেন, سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، 'এ পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে দম্ভ করে আমি তাদেরকে আমার আয়াতসমূহ থেকে ফিরিয়ে রাখব। তারা আমার সমস্ত নিদর্শন দেখলেও তাতে বিশ্বাস স্থাপন করবে না। তারা হেদায়াতের পথ দেখলেও সে পথে যাবে না। কিন্তু যদি ভ্রষ্টতার পথ দেখে তাহ'লে তারা সেটাই গ্রহণ করবে। এটা এ কারণে যে, তারা আমাদের আয়াত সমূহে মিথ্যারোপ করে এবং তারা এ থেকে উদাসীন' *(আ'রাফ ৭/১৪৬)*।

কুরাইশ নেতাদের মন্দ প্রতিক্রিয়ার অন্যতম কারণ ছিল গোত্রীয় হিংসা এবং ভালোর প্রতি বিদ্বেষ। যেমন কুরাইশের অন্যতম নেতা আখনাস বিন শারীক্ব-এর প্রশ্নের উত্তরে আবু জাহ্ল বলেছিল, ...تَنَازَعْنَا نَحْنُ وَبَنُو عَبْدِ مَنَافٍ الشَّرَفَ قَالُوا: مِنَّا نَبِيٌّ يَأْتِيهِ الْوَحْيُ مِنَ السَّمَاءِ، فَمَتَى نُدْرِكُ مِثْلَ هَذِهِ؟ وَاللهِ لاَ نُؤْمِنُ بِهِ أَبَدًا وَلاَ نُصَدِّقُهُ، 'বনু 'আব্দে মানাফের সাথে আমাদের বংশমর্যাদাগত ঝগড়া আছে'।... তারা বলবে, আমাদের বংশে একজন নবী আছেন, যার নিকটে আসমান থেকে 'অহি' আসে। আমরা কিভাবে ঐ মর্যাদায় পৌঁছব? অতএব আল্লাহ্র কসম! আমরা কখনোই তার উপর ঈমান আনব না বা তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করব না'।[৫] কুরাইশরা নবী করীম (ছাঃ)-কে নবী হিসাবে চেনা-জানার পরও কেবল হিংসা-অহংকার বশত মানতে অস্বীকৃতি জানায়। যেমন আল্লাহ বলেন, الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 'আমরা যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে (মুহাম্মাদকে) ভালভাবে চেনে, যেমন তারা তাদের সন্তানদের চেনে। নিশ্চয়ই তাদের একটি দল জেনে-শুনে সত্যকে গোপন করে' *(বাক্বারাহ ২/১৪৬)*।

রাসূল (ছাঃ) হিংসা-বিদ্বেষকে দ্বীনের মুণ্ডনকারী হিসাবে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, :دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الأُمَمِ قَبْلَكُمْ الحَسَدُ وَالبَغْضَاءُ، هِيَ الحَالِقَةُ، لَا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعَرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا الجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَفَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِمَا يُثَبِّتُ ذَلِكَ لَكُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ، 'তোমাদের আগেকার উম্মাতদের রোগ তোমাদের মধ্যেও সংক্রমিত হয়েছে। তা হ'ল পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ ও ঘৃণা। আর এটা মুণ্ডনকারী। আমি বলছি না যে, চুল মুণ্ডন করে দেয়, বরং এটা দ্বীনকে মুণ্ডন করে দেয়। সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার জীবন! তোমরা ঈমানদার না হওয়া পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর তোমরা পরস্পরকে ভাল না বাসলে ঈমানদার হ'তে পারবে না। আমি কি তোমাদেরকে বলবো না যে, পারস্পরিক ভালবাসা কোন্ কাজের মাধ্যমে মযবূত হয়? তোমরা পরস্পর সালামের বিস্তার ঘটাও'।[৬] এ হাদীছের ব্যাখ্যায় আল্লামা ত্বীবী বলেন, الْبَغْضَاءُ تَذْهَبُ بِالدِّينِ كَالْمُوسى تَذْهَبُ بِالشَّعْرِ 'বিদ্বেষ দ্বীনকে বিদূরিত করে যেমন খুর চুলকে দূর করে দেয়'।[৭]

হিংসা-অহংকারই উবাই ইবনে সালূলকে ঈমান আনতে বাধা দিয়েছিল। অনুরূপভাবে আবু জাহল ও অন্যান্য কুরাইশ নেতাকে ঈমান আনা থেকে বিরত রেখেছিল তাদের অহংকার, আভিজাত্য ও হিংসা। বর্তমানেও বহু মানুষ হক জেনেও তা গ্রহণ করতে পারে না তাদের মিথ্যা অহংকার ও হিংসা বশত।

৪. নেতৃত্ব বা পদমর্যাদা লাভ :

নেতৃত্ব বা পদ মর্যাদার লোভ হেদায়াত লাভের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে হিরাকলের অবস্থা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাসূল (ছাঃ)-এর দূত দাহিয়া বিন খলীফা আল-কালবী (রাঃ) হিরাকলের নিকটে গেলে তিনি পত্র পাঠ ও আবু সুফিয়ান (রাঃ)-এর কাছে রাসূলের অবস্থা জানার পর বলেন,

فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، لَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ، فَلَوْ أَنِّى أَعْلَمُ أَنِّى أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمِهِ ... ثُمَّ اطَّلَعَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الرُّومِ، هَلْ لَكُمْ فِى الْفَلاَحِ وَالرُّشْدِ وَأَنْ يَثْبُتَ مُلْكُكُمْ فَتُبَايِعُوا هَذَا النَّبِىَّ،

---

[৪] বুখারী হা/৭২০৯, ১৮৮৩; মুসলিম হা/১৩৮৩; মিশকাত হা/২৭৩৯।

[৫] ইবনু হিশাম ১/৩১৫-১৬; সনদ মুনক্বাতি' বা যঈফ (তাহকীক ইবনু হিশাম ক্রমিক ৩০৪); বায়হাক্বী, দালায়েলুন নবুঅত ২/২০৬; আল-বিদায়াহ ৩/৬৪।

[৬] তিরমিযী হা/২৫১০; ইরওয়া হা/২৩৮; মিশকাত হা/৫০৩৯; গাইয়াতুল মারাম হা/৪১৪।

[৭] মোল্লা আলী ক্বারী, মিরক্বাতুল মাফাতীহ, ৮/৩১৫৪।

فَحَاصُوا حَيْصَةَ حُمُرِ الْوَحْشِ إِلَى الأَبْوَابِ، فَوَجَدُوهَا قَدْ غُلِّقَتْ، فَلَمَّا رَأَى هِرَقْلُ نَفْرَتَهُمْ، وَأَيِسَ مِنَ الإِيمَانِ قَالَ رُدُّوهُمْ عَلَىَّ. وَقَالَ إِنِّى قُلْتُ مَقَالَتِى آنِفًا أَخْتَبِرُ بِهَا شِدَّتَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ، فَقَدْ رَأَيْتُ. فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ، فَكَانَ ذَلِكَ آخِرَ شَأْنِ هِرَقْلَ–

‘তুমি যা বলেছ তা যদি সত্য হয়, তবে শীঘ্রই তিনি আমার এ দু’পায়ের নীচের জায়গার অধিকারী হবেন। আমি নিশ্চিত জানতাম, তাঁর আবির্ভাব হবে; কিন্তু তিনি যে তোমাদের মধ্য হ’তে হবেন, এ কথা ভাবতে পারিনি। যদি জানতাম, আমি তাঁর নিকট পৌঁছতে পারব, তাহ’লে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আমি যে কোন কষ্ট সহ্য করতাম। আর আমি যদি তাঁর নিকট থাকতাম তবে অবশ্যই তাঁর পা দু’খানা ধৌত করে দিতাম। ...অতঃপর তিনি সম্মুখে এসে বললেন, হে রোমের অধিবাসী! তোমরা কি মঙ্গল, হেদায়াত এবং তোমাদের রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব চাও? তাহ’লে এই নবীর নিকটে বায়‘আত গ্রহণ কর। এ কথা শুনে তারা বন্য গাধার ন্যায় দ্রুত নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে দরজার দিকে ছুটল, কিন্তু তারা তা বন্ধ দেখতে পেল। হিরাক্লিয়াস যখন তাদের অনীহা লক্ষ্য করলেন এবং তাদের ঈমান থেকে নিরাশ হয়ে গেলেন, তখন বললেন, ওদের আমার নিকট ফিরিয়ে আন। তিনি বললেন, আমি অব্যবহিত পূর্বে যে কথা বলেছি, তা দ্বারা তোমাদের দ্বীনের উপরে তোমাদের দৃঢ়তার পরীক্ষা করছিলাম। এখন তা দেখে নিলাম। একথা শুনে তারা তাঁকে সিজদা করল এবং তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হ’ল। এটাই ছিল হিরাক্লিয়াসের সর্বশেষ অবস্থা’।[৮]

এই ব্যাধিই ফেরাঊন ও তার সম্প্রদায়ের ঈমানের পথে বাধা হয়েছিল। যেমন আল্লাহ বলেন, فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، ‘তারা বলল, আমরা কি আমাদের মত দু’ব্যক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করব? অথচ তাদের সম্প্রদায় (বনু ইস্রাঈল) আমাদের দাসত্ব করে’ *(মুমিনূন ২৩/৪৭)*। বর্তমানেও বহু মানুষ হক জেনেও তা গ্রহণ করতে পারছে না পদমর্যাদা বা নেতৃত্ব হারানোর ভয়ে।

৫. প্রবৃত্তির অনুসরণ ও সম্পদের লোভ :

প্রবৃত্তির পূজা ও সম্পদের লোভ বহু আহলে কিতাবকে ঈমান থেকে দূরে রেখেছিল। তাদের আশংকা ছিল যে, তারা ঈমান আনলে তাদের সম্প্রদায় তাদের পানাহার ও সম্পদ থেকে বঞ্চিত করবে। কারণ কুরাইশরা কোন লোককে ঈমান থেকে ফিরিয়ে রাখতো এভাবে যে, তার প্রিয় বস্তু বা প্রবৃত্তির চাহিদা থেকে বাধা দিত। যেমন মদ পানকারীকে তা থেকে নিষেধ করা এবং নারী আসক্তকে প্রতিহত করার ভয় দেখিয়ে তারা মানুষকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে রাখার চেষ্টা করত। তৎকালীন বিখ্যাত কবি আ‘শা বিন ক্বায়েস ইবনে ছা‘লাবার ক্ষেত্রে যেমনটি ঘটেছিল।

সে ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য ইয়ামন থেকে রওয়ানা হয়। সে মক্কা অথবা মক্কার নিকটবর্তী পৌঁছার পর আবু জাহল এসে বলল, হে আবূ বাছীর! ঐ মুহাম্মাদ তো ব্যভিচার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। আ‘শা বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমার তো ব্যভিচারের আদৌ কোন প্রয়োজন নেই। সে বলল, হে আবূ বাছীর! তিনি তো মদ্যপান নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। আ‘শা বললেন, আল্লাহ্র কসম! মদের প্রতি তো আমার চরম দুর্বলতা রয়েছে। ঠিক আছে আমি তাহ’লে এবারকার মত ফিরে যাব এবং এই এক বছর তৃপ্তি সহকারে মদ পান করে নেব। তারপর মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নিকট ফিরে এসে ইসলাম গ্রহণ করব। এ যাত্রা তিনি ফিরে যান। ঐ বছরেই তাঁর মৃত্যু হয়। পুনরায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট ফিরে আসার সুযোগ তাঁর হয়ে উঠেনি।[৯] এভাবে প্রবৃত্তি পুজা মানুষকে হেদায়াত থেকে ফিরিয়ে রাখে। আর এরূপ মানুষের পরিণতি হবে ভয়াবহ। আল্লাহ বলেন, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، ‘তুমি কি দেখেছ তাকে, যে তার খেয়াল-খুশীকে তার উপাস্য বানিয়েছে? আর আল্লাহ তাকে জেনে-শুনেই পথভ্রষ্ট করেছেন। তার কানে ও অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তার চোখের উপর আবরণ টেনে দিয়েছেন। অতএব আল্লাহ্র পরে কে তাকে সুপথ প্রদর্শন করবে? এরপরেও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না’? *(জাছিয়া ৪৫/২৩)*। অন্যত্র আল্লাহ আরো বলেন, وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ‘আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিবে না, সে পৃথিবীতে আল্লাহকে (প্রতিশোধ গ্রহণে) অক্ষম করতে পারবে না এবং আল্লাহ ছাড়া তাদের কোন সাহায্যকারীও থাকবে না। ওরা স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে’ *(আহকাফ ৪৬/৩২)*।

প্রবৃত্তির অনুসরণ মানুষকে হক থেকে বিচ্যুত করে দেয়। আল্লাহ বলেন, وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ‘আর তুমি প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। তাহ’লে তা তোমাকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করবে’ *(ছোয়াদ ৩৮/২৬)*। অন্যত্র রাসূলকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ‘আর তুমি ঐ ব্যক্তির আনুগত্য করোনা যার অন্তরকে আমরা আমাদের স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি এবং সে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে ও তার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে গেছে’ *(কাহফ ১৮/২৮)*।

---

[৮] *বুখারী হা/৭, ২৯৪১; ছহীহাহ হা৩৬০৭।*

[৯] *আবুল ফিদা ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৪০৭ হিঃ/১৯৮৬ খ্রিঃ), ৩/১০২।*

প্রবৃত্তির অনুসারী হ'লে যে সে হক গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখে না এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন,

تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوب كَالْحَصِير عُودًا عُودًا، فَأَيُّ قَلْب أُشْرِبَهَا، نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْب أَنْكَرَهَا، نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ، حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ، عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَالْآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًّا كَالْكُوزِ، مُجَخِّيًا لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا، وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا، إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ،

'মানুষের হৃদয়ে ফিৎনাসমূহ এমনভাবে প্রবেশ করে, যেমন আঁশ একটির পর আরেকটি বিছানো হয়ে থাকে এবং যেই হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তা প্রবেশ করে তাতে একটি কালো দাগ পড়ে। আর যে অন্তর তাকে জায়গা দেয় না, তাতে একটি সাদা দাগ পড়ে। ফলে মানুষের অন্তরসমূহ পৃথক পৃথক দু'ভাগে আলাদা হয়ে যায়। একপ্রকার অন্তর হয় মর্মর পাথরের ন্যায় শুভ্র-সাদা। যাকে আসমান ও যমীন বহাল থাকা পর্যন্ত (ক্বিয়ামত পর্যন্ত) কোন ফিৎনাই ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে না। অপরদিকে দ্বিতীয় প্রকার অন্তর হয় কয়লার মতো কালো। যেমন উপুড় হওয়া পাত্রের মতো, যাতে কিছুই ধারণ করার ক্ষমতা থাকে না। তা ভালোকে ভালো জানার এবং মন্দকে মন্দ জানার ক্ষমতা রাখে না, ফলে শুধুমাত্র তাই গ্রহণ করে যা তার প্রবৃত্তির চাহিদা হয়'।[১০]

আলী (রাঃ) বলেন, إِنَّمَا أَخَافُ عَلَيْكُمَ اثْنَتَيْنِ: طُولَ الأَمَلِ، وَاتِّبَاعَ الْهَوَى؛ فَإِنَّ طُولَ الأَمَلِ يُنْسِي الآخِرَةَ، وَإِنَّ اتِّبَاعَ الْهَوَى يَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ، 'নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য দু'টি বস্তুর ভয় করছি- দীর্ঘ আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তির পূজা। কেননা দীর্ঘ আশা আখিরাত ভুলিয়ে দেয় এবং প্রবৃত্তির পূজা মানুষকে হক থেকে বাধা দেয়'।[১১]

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, وصاحِبُ الهوى يُعمِيه الهوى ويُصِمُّه، فلا يستحضر ما لله ورسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولا يطلبه، ولا يرضى لرضا الله ورسوله، ولا يغضب لغضب الله ورسوله؛ بل يرضى إذا حصل ما يرضاه بهواه، ويغضب إذا حصل ما يغضب له بهواه، 'প্রবৃত্তিপূজারীকে তার খেয়াল-খুশি অন্ধ ও বধির করে দেয়। ফলে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য তার করণীয় বিস্মৃত হয় ও তা সে অনুসন্ধান করে না। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের রাযী-খুশির প্রতি সে সন্তুষ্ট হয় না এবং তাঁদের অসন্তোষের জন্য সে ক্ষুব্ধ হয় না। বরং তার প্রবৃত্তির চাহিদায় সে খুশি হয় এবং নিজের খেয়াল-খুশির বিরোধিতায় সে ক্রোধোন্মত্ত হয়'।[১২]

অতএব প্রবৃত্তির অনুসারী কখনও হেদায়াত লাভ করতে পারে না। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 'আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র হেদায়াতকে অগ্রাহ্য করে নিজের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে, তার চাইতে বড় পথভ্রষ্ট আর কে আছে? নিশ্চয়ই আল্লাহ যালেম সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না' *(ক্বাছাছ ২৮/৫০)*।

৬. আত্মীয়-স্বজন, ঘর-বাড়ি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের মহব্বত :

কোন ব্যক্তি যখন হকের অনুসারী হয় কিন্তু তার পরিবার ও আত্মীয়-স্বজন তার বিরোধিতা করে, তখন সে হক থেকে দূরে সরে যায়। তাদের আশংকা ছিল ঘর-বাড়ী, ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার। বহু ইহুদী-নাছারা ও অবিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে এরূপ ঘটনা ঘটেছে। দ্বীনে হক অপেক্ষা আপনজনের ভালবাসাই তাদের কাছে অগ্রগণ্য হয়েছে। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، 'তুমি বল, যদি তোমাদের নিকট তোমাদের পিতা, পুত্র, ভাই, স্ত্রী, স্বগোত্র ও ধন-সম্পদ যা তোমরা উপার্জন কর, ব্যবসা-বাণিজ্য যা তোমরা বন্ধ হবার আশংকা কর এবং বাড়ী-ঘর যা তোমরা পসন্দ কর- আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর রাস্তায় জিহাদ করার চাইতে অধিক প্রিয় হয়; তাহ'লে তোমরা অপেক্ষা কর আল্লাহ্‌র নির্দেশ (আযাব) আসা পর্যন্ত। বস্তুতঃ আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না' *(তওবা ৯/২৪)*।

আর যখন তারা দেখল যে, রাসূল (ছাঃ) বা যারা হকের অনুসরণ করে তাদেরকে ঘর-বাড়ী ও দেশ ছেড়ে ভিন দেশে হিজরত করতে হয় তখন অনেকেই ইসলাম গ্রহণ কিংবা হক গ্রহণ থেকে দূরে সরে যায়। অথচ ছাহাবায়ে কেরাম তাদের ঘর-বাড়ী, আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে মদীনায় হিজরত করেছেন, কেবল দ্বীনের জন্য আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনায়। ফলে আল্লাহ তাদের সাহায্য করেছেন এবং তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন।

৮. পূর্বপুরুষের অনুসরণ :

কেউ কেউ ধারণা করে যে, ইসলাম গ্রহণ ও রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ করলে বাপ-দাদা ও পূর্বপুরুষের অবমাননা ও তাদের অবজ্ঞা করা হয়। এ কারণেই আবু তালেব সহ বহু কুরাইশ নেতা ইসলাম থেকে দূরে থেকেছে। আবু তালেব সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে,

---

১০. মুসলিম হা/১৪৪; ছহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব হা/২৩১৯; ছহীহুল জামে' হা/২৯৬০।

১১. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৭/৩৪২।

১২. ইমাম ইবনে তায়মিয়া (রহঃ), মিনহাজুস সুন্নাহ, (সঊদী আরব : মুহাম্মাদ ইবনে সঊদ বিশ্ববিদ্যালয়, ১ম প্রকাশ, ১৪০৬ হিঃ/১৯৮৬ খ্রিঃ), ৫/২৬৫ পৃঃ।

عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِى أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، فَقَالَ أَىْ عَمِّ قُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ. فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِى أُمَيَّةَ أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ، وَيُعِيدَانِهِ بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَأَبَى أَنْ يَقُولَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَاللهِ لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ. فَأَنْزَلَ اللهُ (مَا كَانَ لِلنَّبِىِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ) وَأَنْزَلَ اللهُ فِى أَبِى طَالِبٍ، فَقَالَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (إِنَّكَ لاَ تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ).

‘ইমাম যুহরী (রহঃ) কর্তৃক সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি স্বীয় পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যখন আবূ তালিবের মৃত্যু নিকটবর্তী হ’ল, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর কাছে আসলেন। তিনি সেখানে আবূ জাহল ও আব্দুল্লাহ ইবনু আবূ উমাইয়াহ ইবনে মুগীরাকে পেলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হে চাচা! আপনি বলুন ‘লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ। এ কালেমা দ্বারা আমি আপনার জন্য ক্বিয়ামতে আল্লাহ্র কাছে প্রমাণ পেশ করতে পারব। আবূ জাহল ও আব্দুল্লাহ ইবনু আবূ উমাইয়াহ বলল, তুমি কি আব্দুল মুত্তালিবের ধর্ম ত্যাগ করবে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বারবার তার কাছে এ কালিমা পেশ করতেই থাকলেন। আর তারা তাদের কথা পুনরাবৃত্তি করেই চলল। অবশেষে আবূ তালিব তাঁদের সঙ্গে সর্বশেষ এ কথা বললেন, আমি আব্দুল মুত্তালিবের মিল্লাতের উপর আছি, এবং তিনি কালিমা ‘লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ’ পাঠ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমাকে নিষেধ না করা অবধি আপনার জন্য ক্ষমা চাইতেই থাকব। তারপর আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন, ‘নবী ও মুমিনদের জন্য এটা শোভনীয় নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে’ *(তওবা ৯/১১৩)*। আর আল্লাহ আবূ তালিব সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সম্বোধন করে তিনি বলেন, ‘তুমি যাকে ভালবাস তাকেই সৎপথে আনতে পারবে না। তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়াত দান করেন’ *(ক্বাছাছ ২৮/৫৬)*।[১৩]

বর্তমানেও বহু মানুষ বাপ-দাদা ও পূর্বপুরুষের দোহাই দিয়ে হক গ্রহণ থেকে বিরত থাকছে। বাতিল যেনেও তা পরিত্যাগে আগ্রহী হচ্ছে না। বাপ-দাদার ভুল রসম-রেওয়াজকেই আঁকড়ে ধরে থাকছে। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُول قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، ‘আর যখন তাদের বলা হয়, তোমরা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সেদিকে এবং রাসূলের দিকে আস, তখন তারা বলে আমাদের জন্য তাই-ই যথেষ্ট, যার উপরে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি। যদিও তাদের বাপ-দাদারা কিছু জানত না এবং তারা সুপথপ্রাপ্ত ছিল না’ *(মায়েদাহ ৫/১০৪)*।

৯. ইসলাম বিরোধীদের অনুসরণ করা :

যারা ইসলামের বিরোধিতা করে তাদের অনুসরণ মানুষকে ইসলাম ও হক থেকে ফিরিয়ে রাখে এবং হেদায়াতের আলোকিত রাজপথ থেকে বিচ্যুত করে দেয়। এমনকি কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে তারা তার সাথে শত্রুতা শুরু করে এবং তার বিরোধিতায় লিপ্ত হয়, যদিও ইতিপূর্বে তাদের মাঝে সুসম্পর্ক ছিল। যেমন ইহূদী ও আনছারদের মধ্যে ঘটেছিল। আনছাররা ইসলাম গ্রহণ ও রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ করলে তাদের সাথে ইহূদীরা শত্রুতা শুরু করে।

১০. কওমের অনুসৃত রীতি-নীতির প্রতি আসক্তি :

সমাজ ও কওমের অনুসৃত রীতি-নীতির প্রতি আসক্তি মানুষকে হেদায়াত গ্রহণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বস্তুতঃ অধিকাংশ মানুষ প্রচলিত রীতি-পদ্ধতির অনুসারী হয়। ফলে তাদের অনুসৃত রীতির বিপরীত কিছু দেখলে তারা তাকে নতুন বিষয় হিসাবে গ্রহণ করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। অনুরূপভাবে রাসূল (ছাঃ) যখন দ্বীনে হক নিয়ে আসলেন এবং তার প্রতি মানুষকে দাওয়াত দিলেন, তখন তারা একে নতুন দ্বীন হিসাবে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায় এবং পূর্বপুরুষের আচরিত দ্বীনের অনুসরণের কথা বলে। যেমন আল্লাহ কাফেরদের কথা উল্লেখ করে বলেন, إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، ‘আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি এক রীতির উপর এবং আমরা তাদের রীতির অনুসরণ করি’ *(যুখরুফ ৪৩/২৩)*।

১১. শয়তানের অনুসরণ :

শয়তান মানুষকে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করার জন্য আল্লাহ্র সাথে চ্যালেঞ্জ করেছে। সে মানুষকে হক থেকে বিচ্যুত করার সর্বাত্মক চেষ্টা করে *(আ‘রাফ ৭/১৬-১৮)*। সুতরাং সে মানুষের শত্রু। তাই তার অনুসরণ করলে মানুষ পথভ্রষ্ট হবে। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ، ‘নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের শত্রু। অতএব তাকে শত্রু হিসাবেই গ্রহণ কর। সে তার দলবলকে আহ্বান করে যেন তারা জাহান্নামী হয়’ *(ফাতির ৩৫/৬)*। তিনি আরো বলেন, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا

---

[১৩] *বুখারী হা/৪৭৭২, ৩৮৮৪; মুসলিম হা/২৪; নাসাঈ হা/২০৩৫।*

فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، ‘আর তুমি তাদেরকে সেই ব্যক্তির কথা শুনিয়ে দাও, যাকে আমরা আমাদের অনেক নিদর্শন (নে‘মত) প্রদান করেছিলাম। কিন্তু সে তা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। ফলে শয়তান তার পিছু নেয় এবং সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়’ *(আ‘রাফ ৭/১৭৫)*। তিনি আরো বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، ‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। যে ব্যক্তি শয়তানের পদাংক অনুসরণ করে, সে তো তাকে নির্লজ্জতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়’ *(নূর ২৪/২১)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، ‘শয়তান তো কেবল চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে এবং আল্লাহ্র স্মরণ ও ছালাত হ’তে তোমাদের বিরত রাখতে’ *(মায়েদাহ ৫/৯১)*।

মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য শয়তান মন্দ আমলকে তার সামনে সুশোভিত করে দেখায়। আল্লাহ বলেন, أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا، ‘যাকে তার মন্দকর্মগুলি শোভনীয় করে দেখানো হয় এবং সে তাকে উত্তম মনে করে (সে কি তার সমান হবে যে সৎকর্ম করে?)’ *(ফাতির ৩৫/৮)*। তাই শয়তান থেকে সতর্ক-সাবধান না হয়ে তার অনুসরণ করলে সে মানুষকে হেদায়াতবিমুখ করে দেয় এবং হক থেকে বিচ্যুত করে দেয়। তাই সবাইকে সাবধান থাকতে হবে।

পরিশেষে বলব, আল্লাহ মানুষকে হেদায়াতের জন্য আসমানী কিতাব সমূহ নাযিল করেছেন এবং যুগে যুগে নবী-রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন। মানুষ সেই ইলাহী গ্রন্থ সমূহের দিক-নির্দেশনা এবং নবী-রাসূলগণের পদাংক অনুসরণ করলেই হেদায়াত লাভে ধন্য হবে। পক্ষান্তরে কুরআন-হাদীছের নির্দেশনা ত্যাগ করে নিজস্ব মতানুসারে চললে হেদায়াত থেকে বঞ্চিত হবে এবং পরকালে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। অতএব পার্থিব জীবনে হেদায়াত ও পরকালে জান্নাত লাভের জন্য আমরা আল্লাহ ও তদীয় রাসূলে দিক-নির্দেশনা মেনে চলি। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন-আমীন!

তারেক আর্ট

১. ডিজাইন ব্যানার প্রিন্ট
২. পিভিসি প্রিন্ট
৩. প্যানাফ্রেক্স প্রিন্ট
৪. লাইটিং বোর্ড প্রিন্ট
৫. ভিনাইল ষ্টিকার প্রিন্ট
৬. থ্রিডি ষ্টিকার প্রিন্ট।
৭. রিফলেকটিভ ষ্টিকার প্রিন্ট

ঠিকানা

তারেক আর্ট এন্ড ডিজিটাল প্রিন্ট
নিউ মার্কেট রোড গোরহাঙ্গা মসজিদ সংলগ্ন
(উত্তর পার্শ্বে), রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭১২-৯৯২২২৩।
E-mail : tarekartbd@gmail.com

(সম্পাদকীয়র বাকী অংশ)

পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবে আহলেহাদীছগণ ইসলামকে সর্বযুগীয় সমাধান বলে বিশ্বাস করেন এবং ইসলামের গতিশীল (Dynamic) হওয়ার স্বার্থেই ‘ইজতিহাদ’কে সকল যুগে অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং ‘তাক্বলীদে শাখছী’কে অবশ্য বর্জনীয় বলে মনে করেন। যার সাক্ষাৎ পরিণতিতে অবশেষে আমরা হয়তবা সারাটি জীবন ধরে একজনের দেওয়া একটি ভুলের অনুসরণ করে চলি। অথচ স্ব স্ব ইহকালীন ও পরকালীন স্বার্থেই তা পরিত্যাগ করে নিরপেক্ষভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসরণ করে চলা জান্নাতপিয়াসী মুসলমানের জন্য অবশ্য কর্তব্য ছিল। বলা আবশ্যক যে, আহলেহাদীছ আন্দোলনের মূল দাবী চিরদিন এটাই।

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় ‘আহলেহাদীছ’-এর পরিচয় এবং এ আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যাবলী সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। এর দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, সকল আহলেহাদীছ মুসলমান, কিন্তু সকল মুসলমান আহলেহাদীছ নন। কেননা অন্যেরা কেবল ঐ হাদীছগুলিই মানেন, যেগুলি তাদের অনুসরণীয় ইমাম বা আলেমদের গৃহীত মাযহাবের অনুকূলে হয়। কিন্তু আহলেহাদীছগণ নিরপেক্ষভাবে যেকোন ছহীহ হাদীছের অনুসরণ করে থাকেন। উপরের আলোচনায় একথাও প্রমাণিত হয় যে, আহলেহাদীছ আন্দোলন ও অন্যান্য ইসলামী আন্দোলনের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হ’ল, ‘তাক্বলীদে শাখছী’ বা অন্ধ ব্যক্তিপূজা। এই তাক্বলীদ ধর্মীয় ক্ষেত্রে কোন মাযহাব বা তরীকার হৌক কিংবা বৈষয়িক ক্ষেত্রে প্রগতির নামে কোন বিজাতীয় মতবাদের হৌক।

পরিশেষে আমরা সবিনয়ে নিবেদন রাখতে চাই যে, যেভাবে নির্দিষ্ট ইমাম, মাযহাব, ফিক্বহ ও তরীকা রচনা করে লোকেরা বিভিন্ন দলীয় নামে বিভক্ত হয়েছেন, এ ধরনের কোন বৈশিষ্ট্য প্রকৃত আহলেহাদীছের মধ্যে নেই। অতএব ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম ও মুহাদ্দিছ বিদ্বানগণকে যেমন কেউ কোন ব্যক্তি পূজারী ফের্কায় চিহ্নিত করতে পারেন না, তেমনি তাঁদেরই নামে নামাংকিত ও তাঁদেরই একনিষ্ঠ অনুসারী আহলেহাদীছগণকেও প্রচলিত অর্থে কোন ফের্কায় চিহ্নিত করা যায় না। তবে উদার ও অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্যগত কারণে আহলেহাদীছগণ নিঃসন্দেহে একটি পৃথক জামা‘আতী সত্তা। যে বৈশিষ্ট্যের কারণে ছাহাবায়ে কেরামের জামা‘আতকেও ‘আহলুল হাদীছ’ বলা হয়ে থাকে। আল্লাহ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে আমাদের সার্বিক জীবন গড়ে তোলার তাওফীক দান করুন- *আমীন! (স.স.)*।

হাদীছ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পরিক্রমা

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

(৬ষ্ঠ কিস্তি) (জুলাই ২০২৩-এর পর)

হিজরী প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে হাদীছ সংকলন :

প্রথম হিজরী শতাব্দীর শেষভাগে হাদীছের আনুষ্ঠানিক লেখনী শুরু হয়েছিল। আব্দুল আযীয ইবনু মারওয়ান মিসরের গভর্নর থাকাকালীন (৬৫হি.-৮৫হি.) হাদীছ সংকলনের আনুষ্ঠানিক প্রচেষ্টা হাতে নিয়েছিলেন। তিনি হিমছের অধিবাসী কাছীর ইবনু মুর্রা আল-হাযরামীকে নির্দেশ দেন আবূ হুরায়রা (রাঃ) ব্যতীত অন্যান্য ছাহাবীদের নিকট থেকে যে সকল হাদীছ শুনেছেন তা লিপিবদ্ধ করার জন্য। কেননা আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর হাদীছ তৎপূর্বেই সংগৃহীত হয়েছিল। কাছীর ইবনু মুর্রা ৭০ জন বদরী ছাহাবীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন।[১] তবে এই প্রচেষ্টার ফলাফল কি হয়েছিল তা অজ্ঞাত রয়ে গেছে। অতঃপর তাঁর সন্তান ওমর ইবনু আব্দিল আযীয (৬১-১০১হি.) খেলাফতে আসীন হয়ে মদীনায় তাঁর নিযুক্ত গভর্নর আবূ বকর ইবনু হাযম আনছারী (১২০হি.)-এর নিকট ফরমান পাঠান, انْظُرْ مَا كَانَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاكْتُبْهُ ، فَإِنِّى خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذَهَابَ الْعُلَمَاءِ ‘তুমি রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ অনুসন্ধান কর এবং তা লিপিবদ্ধ কর। কেননা আমি দ্বীনের জ্ঞান লোপ পাওয়া এবং আলেমদের বিদায়ের ভয় করছি’।[২] তিনি তাকে আরও নির্দেশ দেন, আমরাহ বিনতু আব্দির রহমান (৯৮হি.) এবং কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবী বাকর (১২০হি.)-এর কাছে সংরক্ষিত হাদীছসমূহ লিপিবদ্ধ করতে।[৩] কেননা তারা ছিলেন আয়েশা (রাঃ)-এর হাদীছ সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত। কেবল তা-ই নয়, তিনি অন্যান্য ইসলামী রাজ্যগুলোতেও একই ফরমান জারী করলেন।[৪] তবে আবূবকর ইবনু হাযম তাঁর জমাকৃত হাদীছসমূহ প্রেরণের পূর্বেই ওমর ইবনু আব্দিল আযীযের মৃত্যু ঘটে।

অবশেষে ইবনু শিহাব যুহরী (১২৪হি.) সর্বপ্রথম সামগ্রিক আকারে এবং সফলভাবে হাদীছ সংকলন কর্ম শুরু করেন।[৫] ওমর ইবনু আব্দিল আযীয (১০১হি.)-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি মদীনার হাদীছসমূহ একত্রিত করে খলীফার কাছে প্রেরণ করেন। খলীফা এই সংকলনটির একটি করে কপি ইসলামী সাম্রাজ্যের সকল শহরে প্রেরণ করেন। এটিই ছিল হাদীছ সংকলনের সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিক প্রয়াস।[৬] এভাবেই হিজরী দ্বিতীয় শতকে শুরু থেকে হাদীছ সংকলন আন্দোলন শুরু হয় এবং বিদ্বানগণ এ বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেন। প্রধানত জাল হাদীছের উদ্ভব তাদেরকে সুন্নাহ সংরক্ষণ এবং তাতে দুষ্টমতি মানুষের অনৈতিক হস্তক্ষেপ প্রতিরোধে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

সরকারী এই নির্দেশের ফলে তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন শহরে যে সকল ওলামায়ে কেরাম নিজস্ব শিক্ষাগার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে হাদীছের শিক্ষাদান করতেন, তাঁরাই হাদীছ সংকলনে তথা লিখিতভাবে সংরক্ষণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। চতুর্থ হিজরী শতকের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনু নাদীম তাঁর বিখ্যাত ‘আল-ফিহরিস্ত’ গ্রন্থে হিজরী ২য় শতকে রচিত প্রায় অর্ধশতাধিক হাদীছগ্রন্থের নাম তালিকাভুক্ত করেছেন।[৭] তাদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ কয়েকজন মুহাদ্দিছের নাম নিম্নরূপ।[৮]

(১) মক্কায় আব্দুল মালিক ইবনু আব্দিল আযীয ইবনু জুরাইজ (১৫০হি.), সুফিয়ান ইবনু উয়ায়নাহ (১৯৮হি.) প্রমুখ।

(২) মদীনায় মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক (১৫১হি.), মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু আবী যি’ব (১৫৮হি.) এবং ইমাম মালিক ইবনু আনাস (১৭৯হি.) প্রমুখ। ইমাম মালিক সংকলিত ‘আল-মুওয়াত্ত্বা’ ইলমে হাদীছে সর্বপ্রথম ব্যাপকভাবে গৃহীত ও সমাদৃত হাদীছ সংকলন। সুফিয়ান ইবনু উয়ায়নাহ, ইমাম শাফেঈসহ অনেকেই একে প্রথম ছহীহ হাদীছের সংকলন হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।

(৩) ইয়ামানে মা‘মার ইবনু রশীদ (১৫৩হি.), আব্দুর রায্যাক ইবনু হাম্মাম (২১১হি.) প্রমুখ।

(৪) বছরায় সাঈদ ইবনু আবী আরূবাহ (১৫৬হি.), আর-রাবী‘ ইবনু ছুবাইহ (১৬০হি.), শু‘বাহ ইবনুল হাজ্জাজ (১৬০হি.), হাম্মাদ ইবনু সালামাহ ইবনু দীনার (১৭৬হি.) প্রমুখ।

(৫) কুফায় সুফিয়ান ইবনু সাঈদ আছ-ছাওরী (১৬১ হি.), আবূ ইউসূফ ইয়াকূব ইবনু ইবরাহীম (১৮২হি.), ওয়াকী‘ ইবনু জার্রাহ (১৯৭হি.), আবূ বকর ইবনু আবী শাইবাহ (২৩৫হি.) প্রমুখ।

(৬) শামে আব্দুর রহমান ইবনু আমর আল-আওযাঈ (১৫৬হি.)।

(৭) মিসরে লায়ছ ইবনু সা‘দ (১৭৫হি.), আব্দুল্লাহ ইবনু ওয়াহাব (১৯৭হি.) প্রমুখ।

---

১. ইবনু সা‘দ, আত-তাবাক্বাতুল কুবরা, ৭ম/৩১১; জামালুদ্দীন মিযযী, তাহযীবুল কামাল (বৈরূত : মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮০খৃ.), ২৪/১৬০।

২. বুখারী, ১/৩১; দারেমী, হা/৫০৪-৫০৫।

৩. ইবনু সা‘দ, আত-তাবাক্বাতুল কুবরা, ২/২৯৫; ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত তা‘দীল , ১/২১।

৪. আবূ নাঈম আছফাহানী, তারীখু আছফাহান (বৈরূত : দারুল কুতুবিল-ইলমিয়াহ, ১৯৯০খৃ.), ১/৩৬৬।

৫. ইমাম মালিক ইবনু আনাস (১৭৯হি.) বলেন, أول من دون العلم ابن شهاب ‘প্রথম হাদীছ সংকলন করেন ইবনু শিহাব’। দ্র. আবূ নাঈম আছফাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া, ৩/৩৬৩।

৬. ইবনু আব্দিল বার্র, জামিউ বায়ানিল ইলম, ১/৩২০, ৩৩১।

৭. ইবনু নাদীম, আল-ফিহরিস্ত , পৃ. ২৭৭-২৮৪।

৮. জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী, তাদরীবুর রাবী, ১/৯৩; আল-কাত্ত্বানী, আর-রিসালাতুল মুসতাত্বরিফাহ, পৃ. ৮-৯; এ সকল পাণ্ডুলিপির প্রাপ্তিস্থান এবং বর্তমান অবস্থা উল্লেখ করেছেন ড. ফুয়াদ সেযগীন। দ্র. ড. ফুয়াদ সেযগীন, তারীখুত তুরাছ আল-আরাবী, ১/১৬৬-১৮০; ড. আকরাম যিয়া আল-উমরী, বুহূছুন ফী তারীখিস সুন্নাহ আল-মুশাররাফাহ, পৃ. ২৩২-২৩৪।

(৮) খোরাসানে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক আল-মারওয়াযী (১৮১হি.), সাঈদ ইবনু মানছূর আল-মারওয়াযী (২২৭হি.) প্রমুখ।

(৯) ওয়াসিত্বে হুশাইম ইবনু বুশাইর (১৮৮হি.)।

(১০) রাইয়ে জারীর ইবনু আব্দিল হামীদ আয-যাব্বী (১৮৮হি.)।

এ যুগে হাদীছ গ্রন্থাবদ্ধকরণের পদ্ধতি ছিল—

(ক) তাঁরা হাদীছের বিষয়ভিত্তিক অধ্যায় সাজাতেন এবং হাদীছের সাথে ছাহাবীদের বক্তব্য এবং তাবেঈদের ফৎওয়াসমূহ সংযুক্ত করতেন।

(খ) প্রথম যুগে অনানুষ্ঠানিকভাবে লিখিত ছাহাবী ও তাবেঈদের ‘ছহীফা’, ছোট ছোট সংকলনসমূহ বা ‘জুয’ ছিল এবং মৌখিক বর্ণনা ছিল এ সকল গ্রন্থের প্রধান উৎস। এছাড়া ছাহাবীদের মন্তব্য এবং তাবেঈদের ফৎওয়াও ছিল অন্যতম উৎস।[৯]

(গ) এ সকল সংকলনকে তাঁরা ‘মুছান্নাফ’, ‘সুনান’, ‘মুওয়াত্ত্বা’, ‘জামি‘’ প্রভৃতি নামে নামকরণ করা শুরু করেন। এছাড়া একক বিষয়ভিত্তিক যেমন- ‘জিহাদ’, ‘যুহদ’, ‘মাগাযী ওয়াস সিয়ার’ প্রভৃতি বিষয়েও পৃথক হাদীছগ্রন্থ সংকলন করা হয়েছে।

হিজরী তৃতীয় শতকে হাদীছ সংকলন :

হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষভাগ থেকে শুরু করে হিজরী তৃতীয় শতকের শেষভাগ পর্যন্ত ছিল হাদীছ সংকলনের স্বর্ণযুগ। এই শতাব্দীতে হাদীছের সংকলনসমূহে ছাহাবী এবং তাবেঈদের উদ্ধৃতিসমূহ সচরাচর স্থান পায় নি। সংকলকগণ সাধারণভাবে প্রত্যেক ছাহাবীর হাদীছসমূহ আলাদাভাবে জমা করতে শুরু করেন, যদিও বিষয়বস্তু হ’ত ভিন্ন। এইরূপ সংকলনকে বলা হ’ত মুসনাদ। নিম্নে মুসনাদ সংকলকদের নাম উল্লেখ করা হ’ল[১০] :

(১) আব্দুল মালিক ইবনু আব্দির রহমান আয-যিমারী (২০০হি.)।

(২) আবূ দাঊদ আত-ত্বায়ালিসী (২০৪হি.)।

(৩) মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ আল-ফিরয়াবী (২১২হি.)।

(৪) আসাদ ইবনু মূসা আল-‘উমাভী (২১২হি.)।

(৫) উবায়দুল্লাহ ইবনু মূসা আল-‘আবসী আল-কুফী (২১৩হি.)।

(৬) আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর আল-হুমাইদী (২১৯হি.)।

(৭) আহমাদ ইবনু মানী‘ আল-বাগাভী (২২৪হি.)।

(৮) নুআ‘ইম ইবনু হাম্মাদ আল-খুযাঈ (২২৮হি.)।

(৯) মুসাদ্দাদ ইবনু মুসারহাদ আল-বাছরী (২২৮হি.)।

(১০) আবুল হাসান আলী ইবনুল জা‘দ আল-জাওহারী (২৩০হি.)।

(১১) আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ আল-জু‘ফী আল-মুসনাদী (২২৯হি.)।

(১২) ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন (২৩৩হি.)।

(১৩) আবূ খায়ছামাহ যুহায়ের ইবনু হারব (২৩৪হি.)।

(১৪) আবূ বকর আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম যিনি ইবনু আবী শাইবাহ নামে সুপরিচিত (২৩৫হি.)।

(১৫) ইসহাক ইবনু রাহওয়াইহ (২৩৮হি.)।

(১৬) আহমাদ ইবনু হাম্বল (২৪০হি.)।

(১৭) খলীফা ইবনু খাইয়াত্ব (২৪০হি.)।

(১৮) ইসহাক্ব ইবনু ইবরাহীম ইবনু নাছর আস-সা‘দী (২৪২হি.)।

(১৯) আবূ মুহাম্মাদ আল-হাসান ইবনু আলী আল-হালওয়ানী (২৪২হি.)।

(২০) আবদ ইবনু হুমাইদ (২৩৯হি.)।

(২১) ইসহাক ইবনু মানছূর (২৫১হি.)।

(২২) মুহাম্মাদ ইবনু হিশাম আস-সাদূসী (২৫১হি.)।

(২৩) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দির রহমান আদ-দারিমী আস-সামারকান্দী (২৫৫হি.)।

(২৪) আহমাদ ইবনু সিনান আল-ক্বাত্তান আল-ওয়াসিত্বী (২৫৯হি.)।

(২৫) আহমাদ ইবনু মাহদী আল-আছফাহানী (২৭২হি.)।

(২৬) বাক্বী ইবনু মাখলাদ আল-আন্দালুসী (২৮৬হি.)।

(২৭) আল-হারিছ ইবনু মুহাম্মাদ আত-তামীমী আল-বাগদাদী (২৮২হি.)।

(২৮) আবূ বকর আহমাদ ইবনু আমর আল-বায্যার আল-বাছরী (২৯২হি.)।

(২৯) ইবরাহীম ইবনু মা‘ক্বাল আন-নাসাফী (২৯৫হি.)।

(৩০) আবুল আব্বাস আল-হাসান ইবনু সুফিয়ান আন-নাসাভী/আন-নাসাঈ (৩০৩হি.)।

(৩১) আবূ ইয়া‘লা আহমাদ ইবনু আলী আল-মূছিলী (৩০৭হি.)।

(৩২) আবূ বকর ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হারূন আর-রূয়ানী আত-ত্বাবারিস্তানী (৩০৭হি.)।

(৩৩) আবূ হাফছ ওমর আল-হামদানী আস-সামারকান্দী (৩১১হি.)।

(৩৪) আবুল আব্বাস মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক আস-সার্রাজ আন-নায়সাপুরী (৩১৩হি.)।

(৩৫) আব্দুর রহমান ইবনু আবী হাতিম আর-রাযী (৩২৭হি.)।

(৩৬) আল-হায়ছাম ইবনু কুলাইব আশ-শাশী (৩৩৫হি.)।

এ সকল মুসনাদ সংকলনের মধ্যে কিছু প্রকাশিত হয়েছে। কিছু অপ্রকাশিত অবস্থায় পাণ্ডুলিপি আকারে রয়ে গেছে। কিছু অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি। এখনও ইস্তাম্বুল, মরক্কো, সিরিয়া এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের প্রাচীন লাইব্রেরীতে শত-সহস্র আরবী পাণ্ডুলিপি পড়ে আছে। হয়তবা অনুসন্ধান করলে এখনও মিলতে পারে।[১১]

যাই হোক মুসনাদ সংকলনসমূহে ছহীহ হাদীছের সাথে সাথে বহু যঈফ এবং জাল হাদীছও মিশ্রিত ছিল। কেননা মুসনাদ

---

[৯] *আবূ যাহু, আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছূন, পৃ. ২৪৪।*

[১০] *বুহূছুন ফী তারীখিস সুন্নাহ আল-মুশাররাফাহ, পৃ. ২৩৪-২৩৮।*

[১১] *তাওফীক ওমর আস-সাইয়েদী তাঁর ‘লাক্বতুল আনাক্বীদ ফী বায়ানিল মাসানীদ’ গ্রন্থে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত মোট ৩৯৮টি মুসনাদের নাম উল্লেখ করেছেন।*

সংকলকগণ প্রাথমিকভাবে হাদীছের ভাণ্ডার এবং সনদসমূহ সংরক্ষণ করতে চেয়েছিলেন। যাতে একত্রিত করার পর পরবর্তী কালে সূক্ষ্মভাবে যাচাই-বাছাই করা সম্ভব হয়। ফলে হাদীছ শাস্ত্রে সুদক্ষ আলিমগণ ব্যতীত এসব গ্রন্থ থেকে উপকৃত হওয়া কঠিন ছিল। তাছাড়া কোন বিষয়ে ইসলামী শরী'আতের বিধান জানতে চাইলে এসব গ্রন্থে নির্দিষ্ট হাদীছসমূহ একক স্থানে পাওয়া যেত না। ফলে এই সমস্যা নিরসনের জন্য ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আল-বুখারী (২৫৬হি.) তাঁর শিক্ষকের পরামর্শে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সুদীর্ঘ পরিশ্রমের পর তিনি কেবল ছহীহ হাদীছগুলোকে একত্রিত করেন এবং শারঈ বিধি-বিধানগুলো সহজে জানার জন্য হাদীছগুলো বিষয়ভিত্তিক অধ্যায় এবং পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করেন। তিনি এর নামকরণ করেন 'আল জামে'উছ-ছহীহ'। অতঃপর তাঁর পদাংক অনুসরণ করেন ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (২৬১হি.)। এভাবে হাদীছশাস্ত্রের সবচেয়ে বিশুদ্ধ সংকলনদ্বয় জনসম্মুখে আসে। এর ফলে সাধারণ আলিম এবং ফক্বীহদের জন্য শরী'আতের বিধি-বিধান জানা সহজসাধ্য হয়ে যায়।

হাদীছের সংকলনসমূহের মধ্যে ইমাম বুখারী এবং মুসলিম-এর সংকলিত এই 'ছহীহ'দ্বয় সর্বাধিক প্রসিদ্ধ এবং বিশুদ্ধ। এই সংকলনকর্মে তাঁরা মূলত নির্ভর করেছিলেন পূর্ববর্তী মুসনাদ গ্রন্থসমূহের উপর। অতঃপর হাদীছের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছহীফা সমূহের উপর, যেগুলো সনদসহ সংকলন করেছিলেন হাদীছ সংগ্রাহকগণ তাঁদের পূর্ববর্তী সংগ্রাহক ইমামগণের নিকট থেকে; কখনও শ্রবণসূত্রে, কখনও বা লেখনীর সূত্রে। সেই সাথে আরও সংগ্রহ করেছেন তৎকালীন যুগে প্রচলিত ধারাবাহিক মৌখিক বর্ণনাসূত্র থেকেও। এভাবে হারিয়ে যাওয়া মুসনাদ গ্রন্থসমূহের অনেক হাদীছও তাঁরা সংরক্ষণ করতে সক্ষম হন।

ইমাম বুখারী এবং মুসলিমের অনুসরণে তাঁদের সমসাময়িক এবং পরবর্তী বিদ্বানগণও ফিক্বহী ধারাবাহিকতায় তথা বিষয়ভিত্তিকভাবে হাদীছ সংকলনে প্রবৃত্ত হন। যেমন :

(১) সুলাইমান ইবনুল আশ'আছ আস-সিজিস্তানী (২৭৫হি.)।
(২) মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযীদ ইবনু মাজাহ (২৭৩হি.)।
(৩) মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা আত-তিরমিযী (২৭৯হি.)।
(৪) আহমাদ ইবনু শু'আইব ইবনু আলী আন-নাসাঈ (৩০৩হি.)।

পরবর্তী অনুচ্ছেদে 'কুতুবে সিত্তাহ' খ্যাত উপরোক্ত ছয়টি গ্রন্থের বিস্তারিত বিবরণ আসবে। মূলত এই ছয়টি সংকলনকে কেন্দ্র করেই মুসলিম বিদ্বানগণ হিজরী তৃতীয় শতককে সুন্নাহ সংকলনের স্বর্ণযুগ হিসাবে অভিহিত করেন। এ যুগে হাদীছ সংকলনের বৈশিষ্ট্য ছিল নিম্নরূপ :

ক. হাদীছের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছয়টি সংকলন 'ছহীহাইন' এবং 'সুনান আরবা'আহ' এই যুগে সংকলিত হয়।
খ. রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছের সাথে ছাহাবী এবং তাবেঈদের মন্তব্যসমূহ উদ্ধৃতকরণ পরিত্যাগ করা হয়।
গ. হাদীছের শুদ্ধাশুদ্ধি উল্লেখ করার প্রবণতা সৃষ্টি হয়।
ঘ. হাদীছ সংগ্রাহক ওলামায়ে কেরাম হাদীছ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মুসলিম সাম্রাজ্যের সর্বত্র ভ্রমণ শুরু করেন।
ঙ. তাঁরা একই সাথে হাদীছ মুখস্থকরণ এবং সংকলনের উপর সমানভাবে নির্ভর করতেন।
চ. জ্ঞানের চর্চা তুঙ্গে ওঠে। বিভিন্ন শহরে শক্তিশালী ইলমী কেন্দ্র গড়ে উঠতে থাকে। ফলে হাদীছ শাস্ত্রের উদ্ভব হয় এবং হাদীছ সমালোচক বিদ্বানগণের জন্ম হয়।
ছ. হাদীছের বিশুদ্ধতা নিরূপণের ব্যবস্থা আরও শাণিত করার উদ্দেশ্যে রিজাল শাস্ত্র তথা বর্ণনাকারীদের নির্ভরযোগ্যতা নির্ণয় শাস্ত্র প্রবর্তন করা হয়।[12]

(ক্রমশঃ)

---

[12] *দ্র. মুহাম্মাদ আবূ যাহূ, আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছূন, পৃ. ৩৬৪-৩৬৭।*

ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী

এখানে ক্বওমী ও আলিয়া মাদরাসার পাঠ্যপুস্তক সহ আহলেহাদীছদের লিখিত ও প্রকাশিত সকল প্রকার ধর্মীয় বই সমূহ পাইকারী ও খুচরা মূল্যে পাওয়া যায়। এছাড়া এখানে আতর, সুর্মা, টুপি ও জায়নামায পাওয়া যায়।

১ম শাখা : মাদরাসা মার্কেট (মসজিদের উত্তর পার্শ্বে), রাণী বাজার, রাজশাহী। মোবা : ০১৭৩০-৯৩৪৩২৫।
২য় শাখা : সোনাদীঘির মোড়, সাহেব বাজার, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৩৭-১৫২০৩৬।

নূর গার্মেন্টস এন্ড টেইলার্স

প্রথম শাখা : ২১২-২১৩ আর.ডি.এ মার্কেট, সাহেব বাজার, রাজশাহী।
দ্বিতীয় শাখা : ১০-১১ ভূঁইয়া শপিং সেন্টার (২য় তলা) আর.ডি.এ মার্কেট রোড, রাজশাহী।
তৃতীয় তলা : ২৭১, ২৭২ আরডিএ মার্কেট, রাজশাহী।
প্রোঃ আব্দুল জব্বার
মোবাইল : ০১৯১১-৯৭১৪৩২; ০১৭১৬-৬৯৫০৯৯।

ORIENT

Medical Book House

Medical
Dental
Pharmacy
MATS
IHT
Genetics
Biochemistry

মেডিকেল কলেজের নতুন-পুরাতন বই ক্রয়-বিক্রয় করা হয়

কুরিয়ারের মাধ্যমে বই পাঠানো হয়

Orient Binding & Photostat

Thesis, Report, Spiral, Offset print,
Screen Print , Photocopy, Laminating

আত-তাহরীকের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনায়

সমবায় সুপার মার্কেট, মালোপাড়া, রাজশাহী।
মোবা : ০১৭১১-০১৪৩০৭, ০১৯১৯-০১৪৩০৭, ০১৭৮৭-৬১২১৮৬

মহামনীষীদের পিছনে মায়েদের ভূমিকা

-মূল (আরবী) : ইউসুফ বিন যাবনুল্লাহ আল-‘আতীর

-অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

(৬ষ্ঠ কিস্তি)

ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর মা

ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর মায়ের নাম ফাতেমা বিনতে আব্দুল্লাহ। ফাতেমার পিতা ইয়ামনের বনু আযদ গোত্রের লোক ছিলেন। কেউ কেউ তার নাম ফাতেমা বিনতে আব্দুল্লাহ বিন হুসাইন বিন হাসান বিন আলী বিন আবু তালিব (রাঃ) বলে উল্লেখ করেছেন। এদের মধ্যে আছেন হাকেম আবু আব্দুল্লাহ নিশাপুরী।[1] এ মত খুবই বিরল। প্রসিদ্ধ মতে তার মা ইয়ামনের বনু আযদ গোত্রভুক্ত ছিলেন।

যে মহান ইমামের কথা আমরা নীচের ক’টি ছত্রে আলোচনা করছি, হাদীছের জগতে তার মাহাত্ম্য ও ফযীলত কোন অবিদিত বিষয় নয়। তার মর্যাদা ও খ্যাতি মুসলিম বিশ্বে খুবই সুবিদিত বিষয়। ‘বিশ্ব-জগতের সঙ্গে যেমন সূর্যের সম্পর্ক, শরীরের সঙ্গে যেমন সুস্থতার সম্পর্ক তেমনি হাদীছের সাথে তার সম্পর্ক’। তার সম্পর্কে এ মন্তব্য করেছেন তারই বিখ্যাত ছাত্র আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহঃ)।[2]

অবিদিত লুকোছাপা থাকবেই বা কি করে? বিদ্যার দলীলই তো তিনি। শারঈ এমন কোন শাস্ত্র নেই যে, সে বিষয়ের পণ্ডিতগণ তার সম্পর্কে জানেন না।

তাফসীর, হাদীছ ও এ দু’টি সংক্রান্ত বিদ্যায় তিনি হুজ্জাত বা দলীল। ফিক্বহ, উছূলে ফিক্বহ ও সকল শারঈ বিদ্যার তিনি হুজ্জাত। হুজ্জাত তিনি ভাষায়, চাই তা সাহিত্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, কবিতা বা অন্য কোন বিষয়ে হোক। হুজ্জাত ছিলেন তার যুগে প্রকাশ লাভকারী সকল বিদ্যায়। এ কথার সাক্ষ্য দিয়েছেন তাঁরই ছাত্র বিখ্যাত আলেম ইসহাক বিন রাহওয়াইহ। তিনি বলেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা তার মতো কাউকে সৃষ্টি করেছেন বলে আমার ধারণা নেই। আল্লাহ্র কসম! আমার দু’চোখে তার মতো কাউকে দেখিনি’।[3]

ইমাম শাফেঈর পুরো নাম মুহাম্মাদ বিন ইদরীস আশ-শাফেঈ। আল্লাহ্র ইচ্ছাক্রমে ইমাম শাফেঈ ইয়াতীম হয়ে গিয়েছিলেন। জন্মের মাত্র দু’বছরের মাথায় তাঁর পিতা মারা যান। তখন থেকে তিনি মায়ের তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হ’তে থাকেন। মা অত্যন্ত হিম্মতের সাথে অবিরত ধারায় তার লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষার কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। অনেক বড় ও কঠিন কাজকেও মা এজন্য ছোট করে দেখেছেন। তিনি তার ছেলেকে ইলম শেখার জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। ছেলে ইলম শিখতে দেশে দেশে ঘুরছে, শায়খদের দরসে তিনি ছেলেকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, তার জন্য ইলমের হালাকাতে জায়গা তালাশ করছেন, আর এমনি করে শাফেঈ (রহঃ) ইমাম বনে গেছেন, যিনি দুনিয়ার খাঞ্চা বিদ্যা দিয়ে ভরে দিয়েছেন।

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) তৎকালীন শামের আসক্বালান শহরের গির্যা এলাকায় ১৫০ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তার মা ছিলেন ইয়ামনের বিখ্যাত বনু আযদ গোত্রের মেয়ে। এই গোত্রের অনেকেই জীবিকার তালাশে ইয়ামন থেকে আসক্বালানে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিলেন। এমন লোকের সংখ্যা সেখানে অনেক ছিল। ইমাম শাফেঈর পিতা ইদরীস (রহঃ) ছিলেন হিজাযের অধিবাসী। মক্কাতে তার পরিবার বাস করত। কিন্তু তিনি প্রবাসে আসক্বালানে বিয়ে করেছিলেন। বিবাহের পর তিনি স্ত্রীর পরিবারের সাথে থাকতেন। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা তার হায়াত দীর্ঘায়িত করেননি। এই যুগলের মুহাম্মাদ নামক একমাত্র ছেলের জন্ম হয়। উত্তরকালে যিনি ইমাম শাফেঈ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তারপর দু’বছরের মাথায় পিতার মৃত্যু হয়। আগেই বলেছি, এ সময় ইমাম শাফেঈর মা আসক্বালানে তার পরিবারের সাথে থাকতেন। ইমাম সাফেঈর বয়স যখন দু’বছর হয় তখন তার মা বলেন, যদি আমি তাকে ইয়ামনীদের মধ্যে রাখি তাহ’লে তার ভাষা ও বংশ দুইই নষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি আমি তার পিতৃভূমিতে যাই তাহ’লে তার ভাষা ও বংশ দুইই রক্ষা পাবে। সুতরাং আমি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে মক্কায় গিয়ে থাকব। ফলে তিনি আসক্বালান থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমান। পথ ছিল অনেক দীর্ঘ, রাস্তায় বিপদ-আপদও কম ছিল না, আর অভাব-অভিযোগ ও দারিদ্য তো ছিল নিত্য সঙ্গী। এসব মাথায় করেই দৃঢ়চেতা মা কোলের ছেলেকে নিয়ে মক্কায় পৌঁছেন।

কুরাইশদের অভ্যাস ছিল, ছেলে শিশু একটু বড় হ’লে তাকে মরু এলাকায় পাঠিয়ে দেওয়া। সেখানে সে অশ্ব চালনা, তীরন্দাযী ও আরবদের আদত-অভ্যাস, যেমন দানশীলতা, বীরত্ব, শিষ্টাচার ইত্যাদি শিখে; আর রপ্ত করে আরবী ভাষার বিশুদ্ধ রীতি ও প্রয়োগ।

এ লক্ষ্যে শাফেঈর মা তাকে হুযাইল গোত্রের নিকট প্রদান করেন। ছেলে আরবী ভাষার বিশুদ্ধ রীতি ও ঢং আয়ত্ব করবে, তার মাঝে সচ্চরিত্রের গুণাবলি বিকশিত হবে, উন্নত ধ্যান-ধারণা ও সদভ্যাস গড়ে উঠবে এবং আরবী কবিতা শিখবে- সেটা ছিল মায়ের আশা। কোন কোন আলেম সৎ ও যোগ্য, ছেলে তার কাছে ভালোভাবে আদব-আখলাক ও ইলম শিখতে পারবে মা তা মানুষের কাছে বার বার জিজ্ঞেস করে জেনে নিচ্ছেন। তারপর ছেলেকে সেই আলেমদের কাছে পাঠাচ্ছেন। ছেলে তাদের সাথে আন্তরিকভাবে মিশবে, তাদের থেকে আদব-শিষ্টাচার ও বিদ্যা-বুদ্ধি শিখবে। বিদ্যা শেখার আগে শিষ্টাচার শিখলে শিক্ষার্থীর উপর তার সুফল অনেক বড় হয়ে দেখা দেয়। ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর মধ্যে এ ফল ব্যাপকভাবে ফলেছিল।

---

[1] *তারিখে দিমাশক ৫১/২৭৫।*
[2] *মানাযিলুল আয়িম্মাতিল আরবায়াহ পৃ ২২২।*
[3] *আদাবুশ-শাফেঈ ওয়া মানাকিবুহু, পৃ. ৩১।*

ইমাম শাফেঈ যখন মাতৃগর্ভে তখন তার মা একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন বলে অনেকে উল্লেখ করেছেন। মক্কায় তার সন্তানের ভবিষ্যৎ সুন্দর হবে বলে স্বপ্নে তাকে জানানো হয়েছিল। স্বপ্নের এ কথা সত্য হ'লে তা হবে আদব ও ইলমের পর ইমাম শাফেঈর মর্যাদাশালী হওয়ার তৃতীয় কারণ।[৪]

কুরআন হিফযের প্রতি তার মা প্রথমেই গুরুত্ব দেন। ফলে মাত্র সাত বছর বয়সে তিনি কুরআন হিফয সম্পন্ন করেন। তারপর তিনি হাদীছ শেখায় মনোনিবেশ করেন। মাত্র দশ বছর বয়সে তিনি ইমাম মালেক সংকলিত মু'আত্তা গ্রন্থ মুখস্থ করে নেন। তারপর তিনি মক্কায় ইলম অন্বেষণে মশগূল হন এবং শারঈ বিদ্যায় এতটাই ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন যে বিশ বছর না হ'তে তিনি ফৎওয়া দানের অনুমতি লাভ করেন।[৫]

তার এ অর্জনের পিছনে মহীয়সী মায়ের অবদান অনস্বীকার্য। জীবন গড়ার সঠিক পথ মা যেমন জেনেছেন তেমনি ছেলেকে তিনি সে পথে তুলে দিয়েছেন। ছেলে যাতে নির্দেশিত পথ আঁকড়ে থাকে, কোনভাবে বিচ্যুত না হয় সে বিষয়ে তিনি ভূমিকা রেখেছেন। মায়ের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা তাকে সন্তানের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে নিশ্চয়ই পথ দেখিয়েছে।

হয়তো এই মা নিজেও তৎকালীন প্রচলিত কিছু ইলম আয়ত্ব করেছিলেন। সে যুগে খুব কম মহিলাই ছিলেন যারা জ্ঞানের দৌলত থেকে শূন্য ছিলেন। তার জ্ঞান-গরিমার সমর্থনে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। মক্কা মুয়ায্যামার কাযীর আদালতে এক মোকদ্দমায় তিনি ও আরেকজন মহিলা সাক্ষ্য দিতে হাযির হন। কাযী পরীক্ষাস্বরূপ দু'জনকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। তখন ইমাম শাফেঈর মা তাকে বলেন, আপনার সে অধিকার নেই। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى 'দু'জনের একজন যদি ভুলে যায় তবে তাদের একজন অন্যজনকে মনে করিয়ে দেবে' *(বাক্বারাহ ২/২৮২)*। তার কথায় বিচারক নীরব হয়ে যান।[৬]

আত-তাজুস সুবকী এ ঘটনা উল্লেখ করার পর বলেন, 'ইমাম শাফেঈর মায়ের পক্ষে এটি ছিল একটি সুন্দর মাসআলা উত্থাপন, উত্তম উদ্ভাবন ও বিরল সাহসিকতার পরিচায়ক। অথচ তার ছেলের মাযহাব অনুসারে, সাক্ষীদের ক্ষেত্রে সন্দেহ হ'লে বিচারকের পক্ষে তাদের পৃথক করে দেওয়া মুস্তাহাব। মহিলাদের সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে তাদের পৃথক করা যাবে না বলে ইমাম শাফেঈর মায়ের উক্তিতে তার যে সাহস ও প্রজ্ঞা ফুটে উঠেছে তা আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। এখানে সমস্যারও কিছু নেই। তিনি আরো বলেন, 'বর্ণনাকারীদের ঐকমত্য অনুসারে ইমাম শাফেঈর মা ছিলেন আল্লাহ্র অনুগত একজন ইবাদতগুযার মহিলা। জন্মগতভাবেই তিনি ছিলেন খুব মেধাবিনী'।[৭]

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) দারিদ্রের মধ্যে বেড়ে উঠেছিলেন। এমনকি তিনি যখন কুরআন হিফয করেন তখন তার শিক্ষককে এজন্য কোন পারিশ্রমিক দিতে পারেননি। এজন্য তিনি শিক্ষকের প্রতিনিধি বা সহকারী হিসাবে কাজ করতেন। শিক্ষক যখন খাবার খেতেন কিংবা আরাম করতেন অথবা অনুরূপ কিছু একটা করতেন তখন তিনি শিক্ষকের হয়ে ছাত্রদের আগলাতেন, তাদের সাধ্যমত পড়াতেন। পরে যখন তিনি প্রচলিত ইলম শিক্ষার জন্য বিদ্যায়তনে যাতায়াত শুরু করেন তখন তিনি সরকারী কার্যালয়ে যেতেন এবং কর্মচারীদের যে সমস্ত কাগজ অপ্রয়োজনীয় সেগুলো তাদের থেকে চেয়ে নিতেন। পরে শিক্ষকের হালাকায় পাঠ সংক্রান্ত কথা তাতে লিখে নিতেন। কাগজ কেনার মতো অর্থ তার ছিল না।

হুমাইদী বলেন, মুহাম্মাদ ইবনু ইদরীস (রহঃ) বলেছেন, আমি আমার মায়ের কোলে ইয়াতীম হিসাবে মানুষ হয়েছি। তিনি আমাকে লেখাপড়ার জন্য কুত্তাবে ভর্তি করে দেন।[৮] কিন্তু তার কাছে শিক্ষককে দেওয়ার মতো কোন অর্থ ছিল না। এজন্য শিক্ষক যখন শ্রেণীকক্ষে অনুপস্থিত থাকবেন তখন তার প্রতিনিধিত্ব করার শর্তে তিনি আমাকে পড়াতে রাযী হন। আমার যখন কুরআন হিফয শেষ হয় তখন আমি মসজিদে প্রবেশ করি এবং আলেমদের মজলিসে বসতে শুরু করি। সেখানে আমি হাদীছ কিংবা মাসআলা শুনতাম এবং তা মুখস্থ করতাম। আমার মায়ের কাছে এমন কিছুই কখনো ছিল না, যা দিয়ে আমি কাগজ কিনতে পারতাম। ফলে লেখার মতো কোন হাড্ডি পেলে আমি তা তুলে নিতাম এবং তাতে লেখালেখি করতাম। আমাদের ঘরে পুরনো একটা মটকা ছিল, লেখা হয়ে গেলে আমি সেগুলো তাতে রেখে দিতাম। তারপর একজন লোক ইয়ামনের গভর্নর হয়ে আসেন। আমি যাতে গভর্নরের সাহচর্য লাভ করতে পারি সেজন্য জনৈক কুরাইশী তার সাথে আমার বিষয়ে আলাপ করেন। কিন্তু ইয়ামনে যাওয়ার যানবাহনের ব্যবস্থা করার মতো সঙ্গতি আমার মায়ের ছিল না। তিনি ১৬ দীনারের বিনিময়ে তার বাড়ি বন্ধক রেখে সে অর্থ আমাকে দেন। সে অর্থ নিয়ে আমি কুরাইশীকে সাথে করে ইয়ামনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। ইয়ামনে পৌঁছলে গভর্নর আমাকে একটি কাজে নিযুক্ত করেন। এজন্য আমি তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তিনি আমাকে আরেকটি কাজ বাড়িয়ে দেন। এবারও আমি তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তিনি আমাকে আরেকটি কাজ বেশী করে দেন। রজব মাসে গভর্নর মক্কা গমন করেন। তারা সেখানে আমার সুখ্যাতি করেন। ফলে আমার যশ-প্রসিদ্ধি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। আমি ইয়ামন থেকে মক্কায় ফিরে আসি। মক্কায় এসে আমি মুহাম্মাদ ইবনু আবু ইয়াহইয়ার সাথে দেখা করে তাকে সালাম জানালাম। কিন্তু তিনি আমাকে তিরস্কার করে বললেন,

---

[৪] *তাহযীবুয তাহযীব ৯/২৬।*
[৫] *আদাবুশ শাফেঈ ওয়া মানাকিবুহু, পৃ ৩১।*
[৬] *ই'লাউস সুনান ১৫/৩০৮।*
[৭] *আত-তাবাকাত ১/২৮৫; ফাতহুল বারী ৫/১৯৬।*

[৮] *আমাদের দেশে বর্তমানে যেসব হিফযুল কুরআন মাদ্রাসা বা হিফযখানা রয়েছে, যেখানে কুরআন ছহীহ-শুদ্ধভাবে শিক্ষাদান ও মুখস্থ করানো হয়, তৎকালীন ইসলামী বিশ্বে সেগুলোকে কুত্তাব ও মক্তব বলা হ'ত। আবু মুহাম্মাদ ইউসুফ বিন যাবনুল্লাহ আল-'আতীর, উম্মাহাতুন রাব্বাইনা উযামায়া, (মদীনা: ১ম প্রকাশ ১৪৪৩ হিঃ, পৃ. ৭৬)।*

‘তুমি আমাদের মজলিসে বসতে এসেছ! অথচ তুমি এই এই কাজ করেছ! এর কোনটা যখন কারো জন্য বৈধ হবে তখন সে তা করতে পারে’। এমনিতর কিছু কথা তিনি আমাকে বললেন। ফলে আমি তাকে ছেড়ে সুফিয়ান ইবনু উয়াইনার সাথে দেখা করলাম। আমি তাকে সালাম জানালে তিনি আমাকে সাদরে গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, তোমার সরকারী দায়িত্ব পালনের কথা আমরা জেনেছি। তোমার দায়িত্ব পালন সম্পর্কে কত না সুন্দর কথা চারিদিকে ছড়িয়েছে! তোমার উপর যেসকল দায়িত্ব ছিল, আল্লাহ্র ওয়াস্তে তা তুমি সবটুকু পালন করেছ। এ কাজে পুনরায় আর ব্রতী হয়ো না। সুফিয়ানের নছীহত আমার মানসপটে ইবনু আবু ইয়াহইয়ার আচরণ থেকে অনেক বেশী প্রভাব ফেলল’।[৯]

এই মহীয়সী মায়ের জিহাদ-সংগ্রাম দেখার মতো। অভাব নিত্য সঙ্গী হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছেলের শিক্ষার জন্য মরিয়া হয়ে কাজ করেছেন। এক পর্যায়ে ছেলের পড়ার খরচের জন্য নিজের বাড়িটা পর্যন্ত বন্ধক রেখেছেন। ছেলে সেই অর্থ নিয়ে বাইরে সফর করেছে।

অবশ্য ইমাম শাফেঈর প্রখর মেধা তার আর্থিক বোঝা কিছুটা হ’লেও লাঘব করেছিল। রাবী‘ বলেন, আমি শাফেঈকে বলতে শুনেছি, কুরআন হিফযকালে কুত্তাবে আমি শিক্ষককে একজন শিশুকে একটি আয়াত পড়াতে শুনতাম। শুনামাত্রই আমি তা মুখস্থ করে নিতাম। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের যখন পাঠ্যবিষয় তাদের কাগজ ইত্যাদিতে লিখে দিতেন তখন তার লেখা শেষ হওয়ার আগেই তিনি যা লিখে দিতেন তার আগাগোড়া আমি মুখস্থ করে নিতাম। এজন্য শিক্ষক একদিন আমাকে বলেন, তোমার থেকে বিনিময় হিসাবে কিছু নেওয়া আমার জন্য হালাল হবে না।[১০] এভাবে ইমাম শাফেঈর মধ্যে উঁচু মর্যাদা লাভের পিছনে তিনটি কারণ সন্নিবিষ্ট হয়েছিল।

১. বংশীয় শরাফত : বংশীয় শরাফত ও আভিজাত্যের কারণে তিনি মর্যাদাপূর্ণ কাজের প্রতি খুব লক্ষ্য দিতেন এবং তা করতে চেষ্টা অব্যাহত রাখতেন। মানহানিকর কাজের ধারে-কাছেও তিনি ঘেঁষতেন না।

২. অনাথ-ইয়াতীমত্ব : পিতৃহারা ইয়াতীম অবস্থা তাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহস যুগিয়েছিল। ফলে তিনি ইছামের মত ব্যক্তিগত আভিজাত্যের অধিকারী হ’তে পেরেছিলেন। পিতৃপুরুষের আভিজাত্য ফেরি করা লোকদের কাতারে তিনি যোগ দেননি। নিজ জীবন পরিচালনায় প্রথমত তিনি আল্লাহ্র উপর ভরসা করতেন, তারপর নিজের উপর। নিজের ভবিষ্যৎ তিনি নিজে গড়তেন, বাপ-দাদার গৌরবের ধার ধারতেন না।

৩. দারিদ্র : দারিদ্র একজন সম্মানিত মানুষকে তার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে সাহস যোগায়। কোন কোন পন্থা অবলম্বন করলে তার হাত থেকে রেহাই মিলবে সেসব পন্থা অবলম্বনে সে অগ্রসর হয়। বিদ্যা অর্জন ও অশ্ব চালনায় অভিজ্ঞতা সেকালে দারিদ্র্য থেকে নিষ্কৃতি লাভের বড় দু’টি উপায় ছিল। ইমাম শাফেঈ এ দু’টি বিষয় খুব ভালোভাবে রপ্ত করেছিলেন। এমনকি দু’টি ক্ষেত্রেই তিনি তার সাথীদেরও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন।

তিনটি গুণের সমাহারের সাথে তার মাঝে যুক্ত হয়েছিল কাজের দক্ষতা ও অদম্য ইচ্ছাশক্তি। এই ইচ্ছাশক্তিই ইমাম শাফেঈকে দুনিয়াব্যাপী খ্যাতি বিস্তারকারী ইলমের অধিকারী করেছিল। ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধার দুঃসহ অভাব তাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারেনি। বরং অন্যরা যেখানে সুযোগ-সুবিধার অভাবে লক্ষ্য অর্জনে হতাশ হয়ে পড়ে সেখানে তিনি এ অভাবকে কাজে লাগিয়ে সাফল্য অর্জন করেছিলেন। দারিদ্রের নির্মম কষাঘাতের চিত্র আঁকতে গিয়ে ইমাম মহোদয় নিজে বলেছেন, আমার দেহে যে জামাকাপড় আছে তার সবগুলো যদি এক পয়সার বিনিময়ে বিক্রি করা হয়, তবে সেগুলোর তুলনায় এক পয়সাই বেশী হবে। সে জামা-কাপড়ের মাঝে আছে এমন এক ব্যক্তি, যদি সৃষ্টির সকল ব্যক্তিত্বকে তার সাথে তুলনা করা হয় তবে তিনিই হবেন সবচেয়ে সম্মানিত ও বুযর্গ। তলোয়ারের খাপ পুরাতন হয়ে গেলেও তার ফলকের কিছু আসে যায় না, যখন কিনা তা হয় তীক্ষ্ণ ধার সম্পন্ন। তাকে যেদিকেই চালান হোক, সবকিছুকে সে কচুকাটা করে চলে।[১১]

ইমাম শাফেঈর মায়ের পক্ষে যতটা সম্ভব হয়েছে ছেলেকে তিনি এক অনুকরণীয় শিক্ষাদান করে গেছেন। এই মা জননীর উপর মহান আল্লাহ তা‘আলার রহমতের ভাণ্ডার অবারিত হোক। তিনি তার জীবনকে স্রেফ ছেলের মধ্যে সীমিত রেখেছিলেন। একেবারে বাল্যবিধবা হওয়া সত্ত্বেও ছেলেকে বড় মানুষ করার চিন্তায় তিনি আর দ্বিতীয় বার বিয়ের পীঁড়িতে বসেননি। ছেলের তারবিয়াতের ক্ষেত্রে তিনি একটি সুস্পষ্ট রূপরেখা তৈরি করেছিলেন। অন্য কারো সাথে তার মিশ্রণ ঘটেনি। সে রূপরেখা ধরে তিনি দৃঢ় চিত্তে অব্যাহত গতিতে চলেছিলেন, কোন ক্লান্তি তাকে স্পর্শ করেনি। ছেলের তারবিয়াতের জন্য তিনি একাধারে অনেক মহৎ ও উঁচু বিষয় এবং শ্রেষ্ঠ ও উত্তম শিক্ষকমণ্ডলী নির্বাচন করেছিলেন। যার মাধ্যমে ছেলে ইলমের দরিয়া থেকে তার উৎস খুঁজে পেয়েছিলেন এবং তৃপ্তি সহকারে তা আকণ্ঠ পান করেছিলেন। তারপর তার সেই তৃপ্তিপূর্ণ জ্ঞান দ্বারা সারা বিশ্বকে পরিতৃপ্ত করেছিলেন। ভূলোক-দ্যুলোকের মধ্যবর্তী সব জায়গায় তার সে জ্ঞান ছড়িয়ে পড়ে।

ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর মা তার দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় সর্বদা জ্ঞানদীপ্ত ও উপকারী উপদেশ দ্বারা ছেলেকে সাহায্য-সহযোগিতা করে গেছেন। আল্লাহ তাকে যে বুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও সুন্দর বুঝ দান করেছিলেন তার মাধ্যমে ছেলের সামনে যাতে জীবনের দৃশ্যপট পরিষ্কার হয় তার যথার্থ পথ নির্দেশ তিনি করে গেছেন।

---

[৯] *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহী ১/৪১৩; আদাবুশ শাফেঈ ওয়া মানাকিবুহু পৃ.২১।*

[১০] *মুজামুল উদাবা ৬/২৩৯৫।*

[১১] *দীউয়ানুশ শাফেঈ, ইন্টারনেট।*

সূচীপত্র

ইমাম শাফেঈও মায়ের মহত্ত্ব, শিষ্টাচার ও সুন্দর বোধ-বুদ্ধি সদাই গ্রহণ করেছেন। ফলশ্রুতিতে তিনি মুসলিম বিশ্বে বিদ্যার ময়দানে উচ্চাসন লাভে সক্ষম হয়েছিলেন। আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাতে হয় এমন উপকারী মায়ের জন্য এবং উপকার লাভকারী ছেলের জন্য! এমন আদব শিক্ষাদাতা মায়ের জন্য এবং এমন আদব শিক্ষা লাভকারী ছেলের জন্য!

ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর মা তার ইয়ামন যাত্রাকালে বেঁচে ছিলেন। ইমাম শাফেঈ মাঝেমধ্যে মদীনা যাতায়াত করতেন। এ সময়ে একবার তার বিরুদ্ধে আব্বাসীয়দের বিপক্ষে আলাবীদের সাহায্য করার অভিযোগ ওঠে। তাকে এক জটিল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়। ঘটনাটি ঘটে ১৮৪ হিজরীতে। তখন তার বয়স হয়েছিল ৩৪ বছর। এ সময়ে তার মা বেঁচে ছিলেন কি-না তা জানা যায় না। আল্লাহ তাকে অশেষ জাযা দান করুন।

এই মহীয়সী মা যিনি ছেলের জন্য নিজের জীবন ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন, তিনি পুরুষের সংস্রব থেকে দূরে ছিলেন। আরাম-আয়েশের জীবন যাপন ও স্বচ্ছলতা যে কী তা তিনি চোখে দেখেননি। ছেলেকেই তিনি তার একমাত্র পুঁজি হিসাবে ভাবতেন, যার মাধ্যমে তিনি আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের আশা করতেন। তার সে আশা আল্লাহ পূরণ করেছিলেন। যুগ যুগ ধরে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ ইমাম শাফেঈর রেখে যাওয়া ইলম ও বই-পুস্তক থেকে উপকৃত হচ্ছে। এ উপকার স্থায়ী, চিরন্তন। ছেলের রেখে যাওয়া ইলম থেকে যারাই ফায়দা লাভ করবে তাদের ছওয়াবের মতো ছওয়াব আল্লাহ্র হুকুমে যেমন ইমাম শাফেঈ (রহঃ) পাবেন তেমনি তার মা-ও পাবেন ইনশাআল্লাহ।[১২]

ইমাম সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ)-এর মা

‘হে সুফিয়ান! তুমি বিদ্যা অন্বেষণে লিপ্ত থাক। আমি চরকার কাজের বিনিময়ে তোমার পড়ার খরচ যোগাব’। এ ছিল ছেলেবেলায় বিদ্যান্বেষণে এক মহান ইমামের প্রতি তার মমতাময়ী, বিদ্যোৎসাহী মায়ের উক্তি। ইমাম সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ)-এর পিতার নাম সাঈদ বিন মাসরূক ছাওরী।

সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) একাধারে ফক্বীহ, মুহাদ্দিছ ও সুন্নাহ্র পাবন্দ ছিলেন। ফিক্বহ ও হাদীছে তিনি শীর্ষস্থানে উপনীত হয়েছিলেন। তার নামে একটি ফিক্বহী মাযহাব রয়েছে, যার শীর্ষ ব্যক্তি তিনি। সে মাযহাবের নাম মাযহাবুছ ছাওরী বা ছাওরীর মাযহাব এবং মাযহাবু সুফিয়ান বা সুফিয়ানের মাযহাব। তার ছিল অনেক শিষ্য ও অনুসারী। তারা তার মাযহাব গ্রহণ করেছিলেন এবং তার রায় বা মত মেনে চলতেন। হিজরী ৮ম শতাব্দী পর্যন্ত এ মাযহাবের প্রসিদ্ধি ছিল ব্যাপক। শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, ইমামগণ ইসলামের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। ছাওরী ছিলেন ইরাকবাসীদের ইমাম। অধিকাংশ আলেম-ওলামার মতে তিনি সমসাময়িক ইমামবৃন্দ যেমন ইবনু আবী লায়লা, হাসান বিন ছালিহ বিন হাই, আবু হানীফা (রহঃ) প্রমুখের থেকে বেশী মর্যাদাবান ছিলেন। তার মাযহাব আজ (ইবনু তায়মিয়া (রহঃ)-এর যামানা) পর্যন্ত খুরাসান অঞ্চলে বিদ্যমান রয়েছে’।[১৩]

আলেম-ওলামা সুফিয়ানের মাযহাবের উপর অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। সেগুলো যেমন প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে তেমনি জনগণের মধ্যে প্রসার লাভ করেছে। আলেমগণ সেগুলো অধ্যয়ন করেছেন। হাফেয ইবনু রজবের যুগ পর্যন্ত গ্রন্থগুলোর ব্যাপক প্রচার ও প্রসিদ্ধি ছিল। আল-ফাতাহ গ্রন্থে উল্লেখিত তার উক্তি থেকে এসব কথা জানা যায়। যেমন তিনি বলেছেন, আমরা ছাওরী থেকে যেসব কথা নকল করেছি সেগুলো তার শিষ্যগণ তার মাযহাবের উপর রচিত তাদের গ্রন্থাবলীতে তার থেকে নকল করেছেন।[১৪] অন্যত্র তিনি বলেছেন, অনুরূপভাবে সুফিয়ানের শিষ্যগণ তাদের রচনাবলিতে তার মাযহাব বর্ণনা করেছেন এবং তারা উদ্ধৃত করেছেন যে, লোকেরা এ বিষয়ে ঐক্যমত করেছেন বলে সুফিয়ান উল্লেখ করেছেন।[১৫]

তিনিই সেই ছাওরী যিনি নিজে ফক্বীহ এবং একটি ফিক্বহী মাযহাবের অধিকারী। তিনি মুজতাহিদ চার ইমামের পরে পঞ্চম মুজতাহিদ ইমাম। হাদীছের সাথে সংশ্লিষ্ট বড় বড় মহাজনের সাক্ষ্য অনুসারে তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ জগতে ‘আমীরুল মুমিনীন’ অভিধায় আখ্যায়িত। শু‘বা, ইবনু উয়াইনা, আবু আছেম, ইয়াহইয়া বিন মাঈন প্রমুখ বলেছেন, সুফিয়ান ছাওরী হাদীছে আমীরুল মুমিনীন।[১৬] ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেছেন, আমি এক হাযার একশত জন শায়খ থেকে হাদীছ লিখেছি। সুফিয়ান থেকে শ্রেষ্ঠ কারো থেকে আমি লিখিনি।[১৭]

সুফিয়ানের সময়কালে তার থেকে অধিক মর্যাদাবান ও উচ্চ আসনওয়ালা ব্যক্তি এবং গুণে-মানে শ্রেষ্ঠ ও সংখ্যায় অধিক শিক্ষার্থী আর কেউ ছিল না। সুফিয়ান মুফাসসির তথা তাফসীরকারকও ছিলেন। তাফসীর বিদ্যায় তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তিনি বলতেন, তোমরা আমাকে মানাসেক ও কুরআন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো। আমি এ দু’টি বিষয়ে জানি।[১৮] সুফিয়ান ছাওরী রচিত তাফসীর প্রফেসর ইমতিয়ায আলী আরশীর তাহক্বীক্ব বা যাচাইসহ হিন্দুস্থান থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। তারপর বিশেষজ্ঞ কমিটির তত্ত্বাবধানে দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ তা প্রকাশ করে।

---

[১২] *ইমাম শাফেঈ ১৫০ হিজরীতে শামের গির্যায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০৪ হিজরীতে মিশরে অর্শ রোগে মৃত্যুবরণ করেন। তার রচিত ও সংকলিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে রয়েছে আল-উম্ম, আর-রিসালাহ, মুসনাদুস শাফেঈ, আহকামুল কুরআন, ইখতিলাফুল হাদীছ, ছিফাতুল আমরি ওয়ান্নাহী, জিমাউল ইলম, ফাযাইলু কুরাইশ, বায়ানুল ফারয, ইখতিলাফু মালেক ওয়া শাফিঈ প্রভৃতি।*

[১৩] *মাজমূ‘উল ফাতাওয়া ২৩/২২৪।*

[১৪] *ইবনু রজব, ফাতহুল বারী, ৬/১১৪।*

[১৫] *ইবনু রজব, ফাতহুল বারী, ২/২৮০।*

[১৬] *সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা ৭/২৩৮।*

[১৭] *সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা ৭/২৩৭।*

[১৮] *আল-জারহু ওয়াত-তা‘দীল, ২/২২৪।*

ইমাম আবুবকর খত্বীব বাগদাদী তার সম্পর্কে এক মন্তব্যে বলেছেন, তিনি মুসলিম ইমামদের অন্যতম এবং দ্বীনের নেতৃস্থানীয়দের অন্যতম নেতা ছিলেন। তার ইমামত সম্পর্কে সবাই একমত ছিলেন। তার চারিত্রিক পবিত্রতা, তীক্ষ্ণ ধী শক্তি, জ্ঞান-গরিমা, হাদীছ হুবহু মুখস্থ রাখা, পরহেযগারী ও সংসারে অনাসক্তি কিংবদন্তিতুল্য।[১৯]

সুফিয়ান (রহঃ)-এর জীবনী থেকে জানা যায়, তিনি মাতা-পিতার মাঝে জীবদ্দশায় যৌবন পার করেছিলেন। তার পিতা ১২৭ হিজরী পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তার জন্ম হয়েছিল ৯৭ হিজরীতে। সুতরাং পিতার মৃত্যুকালে তিনি প্রায় ত্রিশ বছরের যুবক ছিলেন। তার পিতা সাঈদ কূফা শহরের সে সকল নির্ভরযোগ্য বিশিষ্ট মুহাদ্দিছদের একজন, যারা জারাহ ও তা'দীলের ইমামদের প্রশংসাভাজন ছিলেন। ইবনু মাঈন, আলী ইবনুল মাদিনী, আজালী, নাসাঈ প্রমুখ জারাহ ও তা'দীলের ইমাম তার নির্ভরযোগ্যতা ও তার বর্ণিত হাদীছ গ্রহণে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তিনি যেমন অনেকের থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তেমনি তার থেকে অনেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন তার দুই পুত্র মুবারক ও সুফিয়ান।[২০]

ইমাম যাহাবী (রহঃ) যোগ করেছেন, সুফিয়ান তার পিতা সাঈদ বিন মাসরূকের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা গ্রহণ ও হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তারপর তিনি বলেছেন, তার পিতা ছিলেন শাবী ও খাইছামা বিন আব্দুর রহমানের ছাত্র এবং কূফার নির্ভরযোগ্য হাদীছ বর্ণনাকারীদের অন্যতম। তাকে ছোট তাবেঈদের তালিকায় গণ্য করা হয়। কুতুবুস সিত্তার সংকলকগণ তাদের সংকলনে তার বর্ণিত হাদীছ সংকলন করেছেন। তার থেকে তার সন্তানাদি ইমাম সুফিয়ান, ওমর ও মুবারকসহ শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ, যায়েদাহ, আবুল আহওয়াছ, আবু আওয়ানাহ, ওমর বিন উবায়েদ আত-তানাফিসীসহ অনেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[২১]

এভাবে ইমাম সুফিয়ান তার পিতা থেকে ইলম অর্জন করেছেন এবং তার থেকে হাদীছ গ্রহণ করেছেন। তার ছয় শতাধিক শায়েখের মধ্যে তার পিতা ছিলেন তার প্রথম শায়েখ, প্রথম শিক্ষক ও প্রথম মুরব্বী। তার মাতাও ছিলেন বিদূষী মহিলা। ফিক্বাহ শাস্ত্রে তার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। সংসারের প্রতি অনাসক্ত ও পরহেযগার হিসাবে তিনি পরিচিত ছিলেন। ইবনুল জাওযী ও মুনাভী তাকে সৎকর্মশীলা ও মুত্তাকী মহিলাদের শ্রেণীতে উল্লেখ করেছেন।[২২]

বুঝা যায়, এই আলেম ফাযেল দম্পতির পুরো গৃহ তাদের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। তারা দু'জনে ইমাম ও আলেম সন্তান জন্মের অনুকূলে একটি যোগ্য উর্বর পরিবেশ গড়ে তুলেছিলেন। এজন্য আমরা দেখতে পাই, সুফিয়ানের ভাই-বোনেরা নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবাই ইলমের ময়দানে স্মরণীয়-বরণীয় হয়েছিলেন। তার দুই ভাই মুবারক ও ওমর ছিলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ বহনকারী রাবীদের অন্তর্ভুক্ত কৃতী আলেম। ইবনু কুতাইবা, মাক্বদিসী, ইবনু হাযম, হাকেম, আসক্বালানী প্রমুখ তাদের গ্রন্থে এ দু'জনের নাম উল্লেখ করেছেন। তাদের বোন ছিলেন মুহাদ্দিছ আম্মার বিন মুহাম্মাদের মা। ইবনু সা'দ তার আত-তাবাক্বাতুল কুবরা গ্রন্থে তার জীবনী তুলে ধরেছেন।[২৩] এ পরিবারের সদস্য হিসাবে সুফিয়ান তো সুফিয়ানই।

সুন্দর ও যোগ্য পরিবেশ স্বীয় প্রভুর আদেশে সুন্দর ফসল ফলিয়ে থাকে। এমন পরিবেশে জন্মগ্রহণকারী মানুষ ভালো আচরণ ও ভালো অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে, তার উপরই সে যৌবন লাভ করে এবং তার উপর চলতে চলতে সে বার্ধক্যে উপনীত হয়। কবি আবুল আলা আল-মায়াররী বলেন, আমাদের তরুণরা বেড়ে ওঠে সেসব সদাচরণের উপর, যেগুলো পালনে তাদের পিতা তাদের অভ্যস্ত করেছে।

এই প্রাথমিক অনুকূল পরিবেশের ফল এমন দাঁড়িয়েছিল যে, ইয়াহইয়া বিন আইউব বলেন, আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন আবুল মুছান্না, তিনি বলেন, 'মারভ শহরে সুফিয়ান ছাওরীর আগমনে শোরগোল পড়ে যায়। আমি লোকদের বলতে শুনলাম, ছাওরী এসেছে! ছাওরী এসেছে!! আমি তাকে দেখার জন্য বের হ'লাম। দেখলাম, এক তরুণ, যৌবনের আভাস হিসাবে তার চেহারায় কেবল দাড়ি-গোঁফ উঠতে শুরু করেছে'। যাহাবী বলেন, সেই অল্প বয়সে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ার কারণ তার অত্যধিক মেধা ও মুখস্থ শক্তি। যখন তিনি হাদীছ বর্ণনা করা শুরু করেন, তখন তিনি যুবক।[২৪]

এ কারণে ইমাম আবু ইসহাক সুবাইয়ী যখন সুফিয়ান ছাওরীকে এগিয়ে আসতে দেখেন, তখন বলে ওঠেন, 'আমি শৈশবেই তাকে জ্ঞান-বুদ্ধি দান করেছিলাম'।[২৫]

এক ইলমী পরিবেশে সুফিয়ান ছাওরী জন্মগ্রহণ করেন, প্রতিপালিত হন এবং বেড়ে ওঠেন। এ পরিবেশে তিনি ইলম শিখেন এবং ফিক্বহ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এ পরিবেশে তিনি তারবিয়াত লাভ করেন এবং বসবাস করেন। তার জীবনে সঠিক পথে অগ্রসর হওয়ার পিছনে তার বিদূষী মহীয়সী মায়ের বিরাট অবদান ছিল। যখন তিনি ইমাম হিসাবে স্বীকৃত তখন তিনি এ অবদানের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, যখন আমি লেখাপড়া করতে মনস্থ করলাম তখন আমি বললাম, 'প্রভু আমার! আমার তো অবশ্যই রূযী-রুটি লাগবে। আমি খেয়াল করেছি, ইলম মন থেকে বিস্মৃত হয়ে যায়। সুতরাং আমি যাতে খোলা মনে ইলম শিখতে পারি সেজন্য তুমি আমাকে প্রয়োজনীয় জীবিকা প্রদান করো'।[২৬]

---

[১৯] *তারীখু বাগদাদ ১০/২১৯।*

[২০] *আত-তাহযীব ৬/৮২। হাদীছ বর্ণনাকারী রাবীদের চারিত্রিক গুণাবলী ও হাদীছ হুবহু মুখস্থ রাখা সম্পর্কিত প্রশংসামূলক মন্তব্যকে তা'দীল এবং সমালোচনামূলক মন্তব্যকে জারাহ বলে। যেসব ইমাম এ বিষয়ে পাণ্ডিত্য দেখিয়েছেন এবং গ্রন্থ লিখেছেন তারা জারাহ ও তা'দীলের ইমাম নামে পরিচিত।*

[২১] *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৭/২৩০।*

[২২] *তাফসীরে ছাওরীর ভূমিকা, পৃ. ০৮।*

[২৩] *আত-তাবাকাতুল কুবরা, ৬/২৫৮।*

[২৪] *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৭/২৩৬।*

[২৫] *মারইয়াম ১৯/১২; সিয়ারু আলামিন নুবালা ৭/২৩৭।*

[২৬] *তারিখুল ইসলাম ৪/৩৮৩।*

আমরা জানতে পেরেছি যে, সুফিয়ানের গৃহে প্রাচুর্য ছিল না। তার পিতা দরিদ্র মানুষ ছিলেন। তারা যে দরিদ্র ছিলেন অন্য এক বর্ণনাতেও তার সাক্ষ্য মেলে। একবার তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, আপনি কেন হাদীছ গ্রহণের জন্য যুহরীর কাছে যাননি? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, তার কাছে যাওয়ার মতো দিরহামের ব্যবস্থা তার ছিল না। ফলে তিনি তার নিকট যেতে পারেননি। আরেক বার্তায় জানা যায়, তার এক চাচা বুখারায় থাকতেন। সেখানে তিনি মারা গেলে তার সূত্রে প্রাপ্ত উত্তরাধিকার আনার জন্য তিনি বুখারা গিয়েছিলেন। এ সময়ে সুফিয়ানের বয়স ছিল আঠার বছর।

এক সময়ে সুফিয়ান ইলম শেখার পথে যাত্রা করতে সংকল্পবদ্ধ হন। তার মনে বিস্মৃতি বাসা বাঁধার আগে তিনি যাতে ইলম অর্জন করতে পারেন সে বিষয়ে তিনি কৃতসংকল্প হয়েছিলেন। এজন্য তিনি তার পুরো সময় ইলম অর্জনের পিছনে নিয়োগ করেন। আল্লাহ তা'আলা তার এ ইচ্ছাকে তার মায়ের কল্যাণে আরো মজবূত করে দেন। তিনি ছেলের খরচ চালানর দায়িত্ব নেন এবং তাকে বলেন, 'হে সুফিয়ান! তুমি ইলম অন্বেষণে লিপ্ত থাক। আমি চরকার কাজের বিনিময়ে তোমার পড়ার খরচ যোগাব'।

সুফিয়ান তার শায়েখদের থেকে ইলম শেখায় রত হন। তার মায়ের কথা তাকে বেশী করে ইলম শিখতে প্রেরণা যোগাত এবং এজন্য কষ্ট স্বীকার করতে তিনি কুণ্ঠিত হ'তেন না। মায়ের কথা ছেলের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। তাই তার জীবনের একটা মুহূর্তও তিনি অনর্থক নষ্ট করেননি। তিনি বলতেন, আমরা যখনই আমাদের শিক্ষাদানের জন্য কাউকে পাই তখনই আমরা তার থেকে ইলম শিখতে শুরু করি।[২৭]

তবে সুফিয়ানের মা যখন তাকে দিনের খাবার সাথে দিয়ে পড়তে পাঠাতেন তখন তাকে এ উদ্দেশ্যে পাঠাতেন না যে, সহপাঠীদের থেকে বেশী জানা নিয়ে তিনি গর্ব করবেন, বন্ধুদের সাথে প্রতিযোগিতা করবেন এবং জনগণের মনোযোগ তার দিকে আকর্ষিত হবে। বরং তিনি তাকে এ নিয়তে পাঠাতেন যে, তিনি যে ইলম শিখবেন তা আমল করার জন্য শিখবেন এবং তার প্রভাব যেন তার দেহ-মনে ফুটে ওঠে। এজন্য মা তাকে বলেছিলেন, তুমি ইলম শিখতে যাও, আমি চরকার কাজের বিনিময়ে তোমার ভরণ-পোষণ যোগাব। এতদসঙ্গে তার এ কথাও উল্লেখ্য যে, তিনি ছেলেকে বলেছিলেন, যখন তুমি কিছু সংখ্যক হাদীছ লিখবে তখন খেয়াল করবে, তোমার ভিতরে আরো বেশী লেখার শক্তি পাও কি-না। যদি পাও তবে সামনে অগ্রসর হবে, নচেৎ মোটেও চেষ্টা করবে না।[২৮]

ইলমী হালাকায় ছেলে কতটুকু অর্জন করেছে একজন মা পর্যবেক্ষণ করছেন। সম্ভবত মায়ের সাথে ছেলের আলাপের সময় ইলম অর্জন সম্পর্কে তার চিন্তাজগতে ভেসে উঠত মায়ের প্রথম কথাগুলো। মা তাকে ইলমের শুধু পরিমাণের দিকে নযর দিতে বলেননি, বরং গুণের অর্থাৎ আমলের দিকেও নযর দিতে বলেছেন। গুণ ছাড়া পরিমাণের কোন মূল্য নেই। সুতরাং ছেলের থেকে শুধু ইলম অর্জন কাম্য নয়, বরং ইলম ও তদনুযায়ী আমল উভয়ই কাম্য।

যখন তুমি কিছু সংখ্যক হাদীছ লিখবে তখন খেয়াল করবে, তোমার ভিতরে আরো বেশী লেখার শক্তি পাও কি-না। যদি পাও তবে সামনে অগ্রসর হবে, নচেৎ বেশী ইলম হাছিলের চেষ্টা করবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমলের শক্তি বেশী না পাবে ততক্ষণ বেশী ইলম অর্জনে লাভ হবে না। কেননা অর্জিত ইলম অনুসারে আমল না করার দরুন তোমাকে বরং অধিকমাত্রায় পাপের বোঝাই বহন করতে হবে।

তিনি ছিলেন বিদূষী, সৎকর্মপরায়ণ ও পরহেযগার মা। এজন্য আল্লাহ তা'আলা তার রোপিত চারা ও ফসলের সুন্দর ফল দান করেছেন। এ ফল হয়েছে সুমিষ্ট ও পরিপক্ক। জন্মের পর থেকে আজ পর্যন্ত চারাটি ফল দিয়ে চলেছে এবং তথা ক্বিয়ামত পর্যন্ত সে ফল দিয়ে যাবে।

এরকমই ছিলেন মা, আর সুফিয়ানও হয়েছেন সেরকম ফল। মা তার লক্ষ্য পূরণে ছেলের পিছনে চেষ্টা চালিয়েছেন এবং যত্ন নিয়েছেন। ছেলেকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়েছেন, তার প্রতি খেয়াল রেখেছেন। ফলে তিনি ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়েছেন। এ উপলক্ষে একবার তার মা বলেছিলেন, প্রিয় পুত্র আমার! যখন তুমি দশটি হরফ (হাদীছ) লিখবে তখন দেখবে যে, তোমার নিজের মধ্যে আল্লাহ্‌র প্রতি তোমার যে ভয়, তোমার যে সহিষ্ণুতা, তোমার যে সম্মানবোধ তা বাড়ছে কি-না? যদি তুমি তা দেখতে না পাও তাহ'লে জেনে রেখ এ শিক্ষা তোমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। তোমার জন্য কোন কল্যাণ বয়ে আনবে না।

কিছু আলেমের বর্ণনায় তার মায়ের উক্তিতে বাড়তি কিছু তথ্য আছে। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেন, আমি ওয়াকী'কে বলতে শুনেছি, সুফিয়ানের মা সুফিয়ানকে বলেন, 'তুমি যাও, ইলম শেখ। আমি আমার চরকার কাজের বিনিময়ে তোমার ভরণ-পোষণ যোগাব। যখন তুমি কিছু হাদীছ লিখবে তখন দেখবে যে, তোমার নিজের মধ্যে আরো বেশী লিখার শক্তি পাও কি-না, যদি পাও তবে তা চালিয়ে যাবে। যদি তা না কর তাহ'লে তুমি আমার অনুগামী হবে না। অর্থাৎ না তুমি আমার ছেলে হবে, না আমি তোমার মা। তুমি আমার সাথে সম্পর্কে জড়াবে না, বলবে না, ইনি আমার মা।

আল্লাহ্‌র কসম! মায়ের পক্ষ থেকে ছেলের প্রতি এমন কথা উচ্চারণ বাস্তবে বড়ই কঠিন। এ কারণে দেখা যায়, ইমাম সুফিয়ান তার শিক্ষা ও আমলে তার মায়ের কথায় ভীষণ প্রভাবিত হয়েছিলেন। তার উপর সে প্রভাব এতটাই পড়েছিল যে, ইলম অনুসারে আমল তার আদত-অভ্যাস ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে পরিণত হয়েছিল।

---

[২৭] *হিলইয়াতুল আওলিয়া* ৬/৩৬৩।

[২৮] *বায়হাক্বী, মাদখাল ইলাস সুনানিল কুবরা* ১/৪২৭।

আবার কোন আলেমের বর্ণনায় উঠে এসেছে, সুফিয়ানের মা তাকে বলেছিলেন, প্রিয় বৎস! ‘তুমি ইলম শেখ। আমি আমার চরকার কাজের বিনিময়ে তোমার ভরণ-পোষণ যোগাব। যখন তুমি দশটি হরফ (হাদীছ) লিখবে তখন দেখবে, তোমার নিজের মধ্যে কল্যাণ বেশী অনুভব করছ কি-না? যদি কল্যাণ না দেখ, তবে খামাখা কষ্ট করতে যেও না।[২৯]

এমনিভাবে যে ফসল চাষ করে তার উচিত, নিজ ভূমি ভালোভাবে পরিচর্যা করা, চারা মজবূত করা, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য জানা এবং যত্ন সহকারে তার পরিচর্যা করা। তবেই সে ভালো ফল আশা করতে পারবে এবং নিজ কর্মের ফসল কর্তনের মাধ্যমে ভাগ্য প্রসন্ন করতে পারবে। তার অবস্থা এমন হবে না যার সম্পর্কে কবি বলেছেন, আহম্মকি বশত তুমি বীজ বপনের সময় অবহেলা করেছ। সুতরাং মানুষ যখন ফসল কাটবে তখন কি করে তুমি ফসল পাবে? আল্লাহ তা‘আলা সুফিয়ান ও তার মায়ের উপর পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের মাঝে এবং বিচার দিবসে রাযী-খুশি থাকুন- আমীন!।[৩০]

[ক্রমশঃ]

---

২৯. *সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা ৭/২৩০।*

৩০. *ইমাম সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) ৯৭ হিজরীতে কূফা নগরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬১/৬২ বছর বয়সে বছরায় মৃত্যুবরণ করেন।*

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ও খুচরা ক্রয়ের জন্য
যোগাযোগ করুন : ০১৭৫১-১০৩৯০৪

Bangla Food BD
আস্থা রাখুন শতভাগ খাঁটি পণ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ।

আমাদের পণ্য সমূহ

- আম *(মৌসুমি)*
- লিচু *(মৌসুমি)*
- সকল প্রকার খেজুর
- মরিচের গুঁড়া
- হলুদের গুঁড়া
- আখের গুড় (মৌসুমি)
- খেজুরের গুড় (মৌসুমি)
- খাঁটি মধু
- খাঁটি গাওয়া ঘি
- খাঁটি নারিকেল তৈল*(এক্সট্রা ভার্জিন)*
- খাঁটি সরিষার তৈল
- খাঁটি জয়তুনের তৈল
- খাঁটি নারিকেল তৈল
- খাঁটি কালো জিরার তৈল
- নাটোরের কাঁচাগোল্লা ও বগুড়ার দই

যোগাযোগ
facebook.com/banglafoodbd
E-mail : abirrahmanarif@gmail.com
Whatsapp & Imo : 01751-103904
www.banglafoodbd.com
SCAN ME

ডা. সাম্মী লিউনার্দ কেয়া
এম.বি.বি.এস, এম.এস, (অবস-গাইনী)
বি.সি.এস (স্বাস্থ্য)
স্ত্রী রোগ, প্রসূতি বিদ্যা বিশেষজ্ঞ ও সার্জন
বি.এম.ডি.সি রেজিঃ নং এ-৪৯৩১৫
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

যে সকল রোগের চিকিৎসা করা হয়

- **Normal Delivery** (সিজার ছাড়াই বাচ্চা হওয়া)-তে প্রাধান্য (রোগীর স্বাস্থ্যের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা)।
- গর্ভধারণকালীন মায়ের বিভিন্ন জটিলতা নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- বাচ্চা না হওয়ার (বন্ধ্যাত্ব/ইনফার্টিলিটি) কারণ নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- ডিম্বাশয়ের সিস্ট-টিউমার এবং জরায়ূ নালী চিকন/বন্ধ হয়ে যাওয়ার চিকিৎসা করা হয় এবং প্রয়োজনে অপারেশন করা হয়।
- লাইগেশন (**Ligation**) করার পর পুনরায় বাচ্চা নেওয়ার অপারেশন।

চেম্বার
সিল্ক সিটি ডায়াগনষ্টিক কমপ্লেক্স
ডক্টরস্ টাওয়ার, (মেডিকেল কলেজ গেটের সামনে) সিপাইপাড়া,
জিপিও-৬০০০, রাজপাড়া, রাজশাহী।
রোগী দেখার সময় : বিকাল ৩-টা থেকে
ফোন : ০৭২১-৭৭০০২৮ মোবা : ০১৩১১-০০৪৮৪৮
সিরিয়ালের জন্য : ০১৭৯৯-৮৯৫৪৮৮, ০১৩০৮-৬৩৫৫৭২

Nusrah **নুছরাহ্**
nusrahoffice@gmail.com
01330-303023, 01330-303024

আমাদের সেবা সমূহ

- প্রফেশনাল ওয়েবসাইট ডিজাইন এবং ডেভেলপমেন্ট।
- মোবাইল অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট।
- ই-কমার্স ইকোসিস্টেম।
- স্কুল ম্যানেজমেন্ট, অনলাইন এডুকেশন সহ সকল প্রকার শিক্ষামূলক অ্যাপ্লিকেশন।
- নিউজ পোর্টাল, মাসিক ম্যাগাজিন, সম্পূর্ণ কাস্টমাইজড পার্সোনাল পোর্টফোলিও ও মাল্টিমিডিয়া সাইট।
- ডেস্কটপ বেজড একাউন্টিং ,পজ, সেলস, লাইব্রেরী ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার।
- ডোমেইন হোস্টিং সার্ভিস।
- ডিজিটাল মার্কেটিং সার্ভিস।

নুছরাহ্ আইটি কেয়ার
www.nusrahitcare.com

- সকল প্রকাশনীর ইসলামিক বই পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়।
- কম্পিউটার ও মোবাইল এক্সেসরিজ।
- প্রিওনড ল্যাপটপ ও নোটবুক।
- শিক্ষা উপকরণ ও অফিস স্টেশনারী।
- হজ্জ এবং ওমরার যাবতীয় পণ্য সামগ্রী।
- ঘি, মধু, সরিষার তেল সহ প্রক্রিয়াজাত খাদ্য সামগ্রী পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়।
- মৌসুমী ফল, আঁখ ও খেজুরের গুড় সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা হয়।

নুছরাহ্ শপ
www.nusrahshop.com

- অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিমান টিকিট।
- নিয়মিত ওমরাহ্ প্যাকেজ।
  (কাস্টমাইজড, কর্পোরেট, ফ্যামিলি, গ্রুপ)
- অভিজ্ঞ আলেম দ্বারা হজ্জ প্রশিক্ষণ ও সম্পাদনা।
- কাস্টমাইজড ট্যুর প্যাকেজ।
- ভিসা প্রসেসিং।
- হোটেল বুকিং।
- মেডিকেল ট্যুরিজম।
- ট্যুরিস্ট গাইড।
- ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট।
- স্টুডেন্ট কাউন্সিলিং।

নুছরাহ্ ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস
www.nusrahtravels.com

ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী

গোপন ইবাদতে অভ্যস্ত হওয়ার উপায়

*-আব্দুল্লাহ আল-মা‘রূফ**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১১. ইলম অর্জন করা :

পবিত্র কুরআনে সর্বপ্রথম জ্ঞান অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইলম অর্জনের গুরুত্ব সর্বাধিক, কেননা ইলম ছাড়া আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে চেনা যায় না, শরী‘আত উপলব্ধি করা যায় না এবং কোন ইবাদত সঠিকভবে সম্পাদন করা যায় না। ইলম বাহ্যিকভাবে ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অর্জন করা যায়, আবার নিভৃতে সবার অজান্তেও ইলম চর্চা করা যায়।

ওলামায়ে কেরাম বলেন, العلم صلاة السر، وعبادة القلب ‘ইলম হচ্ছে গোপন ছালাতের মত। আর এটা অন্তরের ইবাদত’।[1] এজন্য সালাফে ছালেহীন কুরআন ও হাদীছের গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করতেন, অথচ সেটা তার প্রতিবেশী বুঝতে পারত না। বছরের পর বছর কুরআন তেলাওয়াত করতেন কেউ সেটা টের পেত না। ইলম অর্জন করাকে ইবাদত মনে করার কারণেই মূলতঃ তারা এগুলো গোপন রাখার চেষ্টা করতেন।

এ ব্যাপারে ইমাম আল-মাওয়ার্দী (রহঃ)-এর জীবনীতে প্রসিদ্ধ একটি ঘটনা রয়েছে। ইখলাছ ও আমল গোপন করার ক্ষেত্রে তার ঘটনাটি বড়ই অদ্ভুত। তিনি তাফসীর, ফিক্বহ প্রভৃতি বিষয়ে অনেক বই লিখেছিলেন। কিন্তু তার জীবদ্দশাতে কোনটিই জনসম্মুখে প্রকাশ করেননি। বইগুলো রচনা শেষে এমন স্থানে লুকিয়ে রেখেছিলেন, যা তিনি ছাড়া অন্য কেউ জানত না। মৃত্যু ঘনিয়ে এলে তিনি তার একজন বিশ্বস্ত লোককে বলেন, ‘অমুক জায়গায় রক্ষিত সকল বই আমার রচিত। আমি খাঁটি নিয়তে বইগুলো রচনা করেছি কি-না সে বিষয়ে সন্দেহ থাকায় বইগুলো প্রকাশ করিনি। যখন আমার মৃত্যু নিকটবর্তী হবে এবং আমি মুমূর্ষু দশায় পতিত হব, তখন তুমি তোমার হাত আমার হাতে রেখো। যদি আমি তোমার হাতটা মুঠি পাকিয়ে ধরতে পারি এবং তাতে চাপ দিতে পারি, তাহ’লে তুমি বুঝবে যে আমার কোন কিছুই আল্লাহ্র দরবারে গৃহীত হয়নি। তুমি তখন বইগুলো নিয়ে রাতের আঁধারে দজলা নদীতে ফেলে দিয়ো। আর যদি আমি আমার হাত প্রসারিত করে তোমার হাত মুঠিবদ্ধ করতে না পারি, তাহ’লে তুমি বুঝবে যে, সেগুলো আল্লাহ্র দরবারে কবুল হয়েছে এবং আল্লাহ্র কাছে আমার যে চাওয়া-পাওয়া ছিল তা পূর্ণ হয়েছে। ঐ ব্যক্তি বলেন, অতঃপর তার মৃত্যু যখন আসন্ন হ’ল, তখন আমি আমার হাত তার হাতে রাখলাম। তিনি হাত প্রসারিত করে আমার হাত মুঠিবদ্ধ করতে গেলেন, কিন্তু পারলেন না। তখন আমি বুঝলাম এটা তার বইগুলো কবুল হওয়ার আলামত। তারপর আমি তার বইগুলো প্রকাশ করার ব্যবস্থা করলাম।[2] ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, ‘আমি যত ইলম জানি, মানুষ যদি আমার কাছ থেকে সেসব শিখে নিত এবং আমার প্রশংসা না করত! তাহ’লে আমি এ কাজের জন্য পুরস্কৃত হ’তাম এবং নিজের জন্য কোন আশঙ্কায় পড়তাম না’।[3] ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ছালেহ আল-ওছায়মীন (রহঃ) বলেন, إن طلب العلم عبادة ومن أفضل العبادات، فهو أفضل من السنن الراتبة، وأفضل من الوتر، وأفضل من قيام الليل ‘জ্ঞান অন্বেষণ করা একটি ফযীলতপূর্ণ ইবাদত। এটা সুন্নাতে রাতেবা, বিতর এবং ক্বিয়ামুল লাইলের চেয়েও মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত’।[4]

১২. ইবাদতের জন্য নির্জনতা অবলম্বন করা :

কিছু কিছু নফল ইবাদতের জন্য নির্জনতা অবলম্বনের কোন বিকল্প নেই। কারণ এই আমলগুলো নির্জনে যাওয়া ছাড়া আদায় করা এবং গোপন করা সম্ভব হয় না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, صَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ، ‘হে লোক সকল! তোমরা নিজেদের বাড়ীতে (নফল) ছালাত আদায় কর। কেননা মানুষের জন্য সবচেয়ে উত্তম ছালাত হ’ল যা সে তার ঘরে আদায় করে, তবে ফরয ছালাত ব্যতীত’।[5] তাছাড়া নেক আমল করা যেমন ইবাদত তেমনি পাপ থেকে বিরত থাকাও অনেক বড় ধরনের ইবাদত। আর নির্জনতা অবলম্বণের মাধ্যমে অনেক পাপ থেকে বাঁচা সম্ভব হয়।

আবূদ্দারদা (রাঃ) বলেন, نِعْمَ صَوْمَعَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ بَيْتُهُ، يَكُفُّ لِسَانَهُ، وَفَرْجَهُ، وَبَصَرَهُ، وَإِيَّاكُمْ وَمُجَالَسَةَ الأَسْوَاقِ، تُلْهِي وَتُلْغِي، ‘একজন মুসলিমের জন্য উত্তম ইবাদতখানা হ’ল তার নিজ গৃহ। এখানে সে তার জিহ্বা, লজ্জাস্থান ও চোখের হেফাযত করতে পারে। সুতরাং তোমরা বাজারে আড্ডা দেওয়া থেকে বেঁচে থাক। কেননা এটা তোমাকে গাফেল করে ফেলবে এবং বাজে কথাবার্তায় সময় নষ্ট করে দিবে’।[6] আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, أَسْعَدُ النَّاسِ فِي الْفِتَنِ كُلُّ خَفِيٍّ نَقِيٍّ، إِنْ ظَهَرَ لَمْ يُعْرَفْ، وَإِنْ غَابَ لَمْ يُفْتَقَدْ، وَأَشْقَى النَّاسِ فِيهَا كُلُّ خَطِيبٍ مِسْقَعٍ، أَوْ رَاكِبٍ مُوضِعٍ، لَا يَخْلُصُ مِنْ شَرِّهَا إِلَّا مَنْ أَخْلَصَ الدُّعَاءَ كَدُعَاءِ الْغَرَقِ فِي الْبَحْرِ، ‘ফেৎনার সময় সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি, যে নিজেকে ফেৎনা মুক্ত রেখে নির্জনে আল্লাহ্র ইবাদত করে। সে যদি বাহিরে বের হয়, তবে তাকে চেনা যায় না। আর যদি

---

* এম.ফিল গবেষক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

[1] *ড. বকর আবূ যায়েদ, হিলয়াতু ত্বালিবিল ইলম, পৃ. ১৪১।*

[2] *তারীখুল ইসলাম ৭/১৬৯; সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা ১৭/৬৬।*

[3] *যাহাবী, সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা ১০/৫৫।*

[4] *মুহাম্মাদ ইবনে ওছায়মীন, আল-লিক্বাউশ শাহরী, ৪১/২২।*

[5] *বুখারী হা/৭২৯০; মুসলিম হা/৭৮১; মিশকাত হা/১২৯৫ ।*

[6] *ইবনু আবীদ্দুনয়া, আল-উয্লাতু ওয়াল ইনফিরাদ, পৃ. ২৫।*

নিজেকে আড়াল করে রাখে, তবে তার অনুসন্ধান করা হয় না। দুর্ভাগ্যবান সেই ব্যক্তি, যে ঐ সময় সক্রিয় থেকে ফেৎনায় বিদগ্ধ হয় অথবা ফেৎনাসংকুল স্থানে অবতরণ করে। সে ফেৎনার অনিষ্টকারিতা থেকে মুক্ত হ'তে পারে না, যতক্ষণ না সে সাগরে নিমজ্জমান ব্যক্তির মতো একনিষ্ঠভাবে (আল্লাহ্র কাছে) দো'আ করে'।[৭] মাসরূক্ব (রহঃ) বলেন, إِنَّ الْمَرْءَ لَحَقِيقٌ أَنْ تَكُونَ لَهُ مَجَالِسُ يَخْلُو فِيهَا يَذْكُرُ فِيهَا ذُنُوبَهُ فَيَسْتَغْفِرُ مِنْهَا، 'প্রত্যেক মানুষের উচিত তার নির্জনে একটি নিজস্ব বৈঠক হওয়া, যেখানে সে নিজের পাপের কথা স্মরণ করবে এবং তা থেকে ক্ষমাপ্রার্থনা করবে'।[৮] ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, لابدَّ للعبدِ من عزلةٍ لعبادتِه وذكرِه وتلاوتِه، ومحاسبتِه لنفسِه، ودعائِه واستغفارِه، وبُعدِه عن الشرِّ، 'কয়েকটি উদ্দেশ্যে বান্দাকে নির্জনতা অবলম্বন করা যরূরী। যেমন নফল ইবাদত করা, যিকির করা, কুরআন তেলাওয়াত, আত্মসমালোচনা, দো'আ-প্রার্থনা, ক্ষমাপ্রার্থনা এবং অকল্যাণ থেকে নিজেকে দূরে রাখা'।[৯]

সুতরাং জীবন চলার পথে প্রতিদিন একটি সময় বরাদ্দ রাখা উচিত, যে সময়টা ব্যয় হবে একান্ত নিরালায়-নির্জনে। মুহূর্তগুলো ব্যয় হবে আখেরাতের জন্য। আল্লাহ্র স্মরণ ও ইবাদতের জন্য। তওবা-ইস্তিগফার ও আত্মসমালোচনার জন্য।

১৩. গোপন পাপ থেকে বেঁচে থাকা :

গোপন পাপ মানুষের দ্বীন-দুনিয়া উভয়টাই বরবাদ করে দেয়। আর গোপন পাপ থেকে বেঁচে থাকা তখনই সম্ভব হয়, যখন বান্দা প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহভীতি অর্জন করতে পারে। সেজন্য গোপন পাপ থেকে বেঁচে থাকা গোপন ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। রাস্তা-ঘাটে চলতে-ফিরতে এবং ভার্চুয়াল জগতে বিচরণ করার প্রাক্কালে চোখ ও কানের খেয়ানত করার অনেক সুযোগ সৃষ্টি হয়। বিবিধ পাপের উন্মুক্ত দুয়ারে প্রবেশের ফুরসত মেলে। হয়ত পাপটা করে ফেললে পৃথিবীর কেউ জানতে পারবে না। কিন্তু সেই মুহূর্তে নিজেকে যদি হেফাযত করা যায়, তবে সেটা অনেক বড় ইবাদত হিসাবে গণ্য হয়। ইমাম গাযালী (রহঃ) বলেন, مسكين ابن آدم...لو خاف الله في الباطن كما يخاف خلقه في الظاهر لسعد في الدارين جميعاً، 'আদম সন্তান কত অসহায়! সে বাহ্যিকভাবে আল্লাহ্র সৃষ্টিকে যেভাবে ভয় করে, ভিতরে ভিতরে যদি সেইভাবে আল্লাহকে ভয় করতে পারত, তবে দুনিয়া ও আখেরাত উভয়কালেই সে সৌভাগ্যবান হ'তে পারত'।[১০]

অনুরূপভাবে গোপনে গোপনে নিজের ভুলগুলো থেকে ফিরে আসার মাধ্যমে বান্দা নিজেকে সফলতার চূড়ায় উন্নীত করতে পারে। এর প্রভাব তার বাহ্যিক জীবনেও ফুটে ওঠে। ফলে দুনিয়া-আখেরাতে আল্লাহপাক তাকে কল্যাণের বারিধারায় সিক্ত করেন। সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না (রহঃ) বলেন, مَنْ أَصْلَحَ سَرِيرَتَهُ أَصْلَحَ اللهُ عَلَانِيَتَهُ وَمَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ أَصْلَحَ اللهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ عَمِلَ لِلآخِرَةِ كَفَاهُ اللهُ الدُّنْيَا، 'যে ব্যক্তি তার গোপন বিষয়গুলো সংশোধন করে নেয়, মহান আল্লাহ তার প্রকাশ্য দিকটা সংশোধন করে দেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার মধ্যকার সম্পর্ক ঠিক রাখে, মানুষের সাথে তার মধ্যকার সম্পর্ককে আল্লাহ পরিশুদ্ধ রাখেন। যে ব্যক্তি আখেরাতের জন্য কাজ করে, দুনিয়াবী ব্যাপারে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান'।[১১]

কিন্তু বান্দা যদি গোপন পাপ থেকে বিরত থাকার ইবাদত করতে না পারে, তবে উভয়কালে তার সর্বনাশ হয়ে যায় এবং মানবজাতির কাছে অপদস্ত হয়ে হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَال جبَال تِهَامَةَ بيضًا، فَيَجْعَلُهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، قَالَ ثَوْبَانُ: يَا رَسُولَ اللهِ صِفْهُمْ لَنَا، جَلِّهِمْ لَنَا أَنْ لَا نَكُونَ مِنْهُمْ، وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ، قَالَ: أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ، وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللهِ انْتَهَكُوهَا، 'আমি আমার উম্মতের কতক দল সম্পর্কে অবশ্যই জানি, যারা ক্বিয়ামতের দিন তিহামার শুভ্র পর্বতমালার সমতুল্য নেক আমলসহ উপস্থিত হবে। কিন্তু মহামহিম আল্লাহ সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করবেন। ছাওবান (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তাদের পরিচয় পরিষ্কারভাবে আমাদের নিকট বর্ণনা করুন, যাতে অজ্ঞাতসারে আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত না হই। তিনি বলেন, তারা তোমাদেরই ভ্রাতৃগোষ্ঠী এবং তোমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা রাতের বেলা তোমাদের মতই ইবাদত করবে। কিন্তু তারা এমন লোক, যারা নির্জনে আল্লাহ্র নিষিদ্ধ বিষয়সমূহে লিপ্ত হবে'।[১২] এই হাদীছ দ্বারা বোঝা যায়, একদল মুসলিম ইবাদত-বন্দেগীতে অভ্যস্ত হয়ে এমনকি তাহাজ্জুদগুযার হওয়া সত্ত্বেও কেবল তার গোপন পাপের কারণে ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তার নেকীগুলো বরবাদ করে দেওয়া হবে। আবূদ দারদা (রাঃ) বলেন, إن العبد ليخلو بمعصية الله تعالى، فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر، 'মানুষ যখন নির্জনে আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতা অব্যাহত রাখে, তখন আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের

---

[৭] নাঈম ইবনু হাম্মাদ আল-আরওয়াযী. কিতাবুল ফিতান, ১/২৫৫

[৮] মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ, ৭/১৪৮।

[৯] ড. আয়েয আল-কারনী. লা তাহযান. প. ১৩৭।

[১০] গাযালী, ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন, ৪/১৯৮।

[১১] ইবনে তায়মিয়াহ. আল-ঈমান, পৃ. ১১; ইবনুল মুফলিহ, আল-আদাবুশ শারঈয়্যাহ ১/১৩৬।

[১২] ইবনু মাজাহ হা/৪২৪৫; ছহীহাহ হা/৫০৫; ছহীহুল জামে' হা/৫০২৮, সনদ ছহীহ।

অন্তর সমূহে তার প্রতি অপসন্দনীয়তা এমনভাবে স্থাপন করেন যে, সে বুঝতেই পারে না’।[১৩] এজন্য ইবনে তায়মিয়া (রহঃ) একটি কথা প্রায়ই বলতেন, ما ابتلي المؤمن ببلية شر من المعصية الخفية، ولا أوتي دواءً خيرا من طاعة الخفاء، ‘মুমিন বান্দাকে গোপন পাপের চেয়ে মন্দ কোন বিপদ দিয়ে পরীক্ষা করা হয় না এবং এর প্রতিশেষক হিসাবে গোপন অনুগত্যের চেয়ে উত্তম কিছু তাকে প্রদান করা হয় না’।[১৪] অর্থাৎ গোপন পাপের উত্তম প্রতিশেধক হচ্ছে গোপন ইবাদত।

১৪. গোপনে উপদেশ দেওয়া :

লোকচক্ষুর অন্তরালে কাউকে নেক কাজের উপদেশ দেওয়া গোপন ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। নেককার সালাফগণ এটা চর্চা করতেন। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেন, ‘আগে লোকেরা যখন তার কোন ভাইয়ের মাঝে কোন অপসন্দনীয় বিষয় দেখতে পেত, তাকে গোপনে আদেশ করত এবং গোপনে নিষেধ করত। সে গোপনে আদেশ-নিষেধের ছওয়াব পেয়ে যেত। কিন্তু এখন কেউ তার ভাইয়ের মাঝে অপসন্দনীয় কিছু দেখলে তাকে রাগিয়ে তোলে এবং তার গোপনীয়তা নষ্ট করে’।[১৫] সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেন, একদিন আব্দুল জাব্বার ইবনে ওয়ায়েল (রহঃ)-এর কাছে ত্বালহা (রহঃ) আগমন করলেন। তখন সেখানে অনেক লোক ছিল। ত্বালহা তার সাথে গোপনে কিছু কথা বললেন। এরপর চলে গেলেন। তখন আব্দুল জাব্বার (রহঃ) উপস্থিত লোকদের বললেন, ‘তোমরা কি জান, সে আমাকে কি বলেছে?’ সে বলেছে, ‘আমি আপনাকে গতকাল ছালাতরত অবস্থায় অন্যদিকে তাকাতে দেখেছি’।[১৬] তবে খেয়াল রাখতে হবে যে, ভুল সংশোধনই যেন এর মূল উদ্দেশ্য হয়; ভুলকারীকে অপমান করা যেন এর উদ্দেশ্য না হয়।

১৫. অখ্যাত থাকার চেষ্টা করা :

যত বেশী অখ্যাত থাকা যায়, তত বেশী রিয়ামুক্ত থাকা যায়। ইখলাছ বজায় রাখা যায় ও গোপন ইবাদতে আত্মনিয়োগ করা যায়। এজন্য সালাফে ছালেহীন খ্যাতি ও প্রসিদ্ধিকে অপসন্দ করতেন। তারা পরস্পরের কল্যাণকামী হয়ে অখ্যাত ও অজ্ঞাত থাকার উপদেশ দিতেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাস‘ঊদ (রাঃ) বলেন, كُونُوا يَنَابِيعَ الْعِلْمِ مَصَابِيحَ الْهُدَى أَحْلَاسَ الْبُيُوتِ سُرُجَ اللَّيْلِ جُدُدَ الْقُلُوب خُلْقَانَ الثِّيَاب تُعْرَفُونَ فِي السَّمَاءِ وَتَخْفَوْنَ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ، ‘তোমরা জ্ঞানের ঝর্ণাধারা হয়ে যাও, হেদায়াতের আলোকবর্তিকা হও, বাড়িতে অবস্থান কর, রাতের প্রদীপ হও, হৃদয়কে নবায়ন কর, পুরাতন কাপড় পরিধান কর, তাহ’লে তোমরা আকাশে প্রসিদ্ধি অর্জন করতে পারবে এবং দুনিয়াবাসীর কাছে অখ্যাত থাকতে পারবে’।[১৭] বিশর ইবনে হারেছ (রহঃ) বলেন, ‘মুনিনের জন্য এটা গনীমত যে, মানুষ তার ব্যাপারে উদাসীন আর তার অবস্থান মানুষের অজানা’।[১৮] হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, সালাফদের কারো পিছনে যখন মানুষ হাঁটত, তখন তিনি পিছনে ফিরে বলতেন, ‘আল্লাহ তোমাদের প্রতি রহম করুন, তোমাদের এমন করা উচিত নয়’।[১৯] মুহাম্মাদ ইবনে হাসান বলেন, ‘আমি আবূ আব্দুল্লাহ আহমাদ ইবনে হাম্বলকে দেখেছি, তিনি যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটতেন, তখন কেউ তার পেছনে হাঁটুক এটা তিনি পসন্দ করতেন না’।[২০]

ইতিহাস সাক্ষী যে, এই পৃথিবীতে যারাই প্রসিদ্ধির পিছনে ছুটেছে, বিখ্যাত হওয়ার জন্য লালায়িত হয়েছে, তারা এক পর্যায়ে মানুষের কাছে অপমানিত হয়েছে, নিন্দিত হয়েছে, তাদের ব্যাপারে মুমিনদের অন্তরে ঘৃণা সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু যারা অখ্যাত-অজ্ঞাত থাকার চেষ্টা করেছেন, নির্ঝঞ্ঝাটে গোপন ইবাদত করার জন্য আল্লাহ্র কাছে অখ্যাত হয়ে বেঁচে থাকার প্রার্থনা করেছেন, তারাই যুগ যুগান্তরে মুমিনের হৃদয়ের মনিকোঠায় জায়গা পেয়েছেন। তারা তাদের জীবদ্দশাতেই অথবা তাদের মৃত্যুর পরে ইতিহাসের সোনালী পাতায় সম্মানের সাথে উল্লিখিত হয়েছেন এবং কোটি মানুষের দো‘আয় শামিল হ’তে পেরেছেন। তাই তো সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না (রহঃ) বলতেন, ‘সালাফদের মধ্যে যারা বিখ্যাত হয়েছেন, তারা যতক্ষণ না মন থেকে কামনা করতেন যে, আমি যেন খ্যাতি না পাই, ততক্ষণ তারা বিখ্যাত হননি’।[২১]

সালাফগণ খ্যাতি-প্রসিদ্ধিকে কেমন অপসন্দ করতেন, তা উপলব্ধি করার জন্য একটি উদাহরণই যথেষ্ট। একবার প্রখ্যাত উমাইয়া সেনাপতি ও রাজপুত্র মাসলামা ইবনে আব্দুল মালেক (রহঃ)-এর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী শত্রুপক্ষের একটি দুর্গ অবরোধ করেন। কিন্তু শত্রুপক্ষের তীরবৃষ্টিতে তাদের অবস্থা কাহিল হয়ে পড়ে। তখন মুসলমানদের একজন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে দুর্গের মধ্যে প্রবেশের জন্য সুবিধামত একটি সুড়ঙ্গ খনন করে। সে সুড়ঙ্গ পথে দুর্গে ঢুকে পড়ে এবং দ্বাররক্ষীদের সঙ্গে লড়াই করে দুর্গের ফটক খুলে দিতে সমর্থ হয়। তখন মুসলিম বাহিনী দুর্গে প্রবেশ করে তা দখল করে নেয়। কিন্তু কে যে এই সুড়ঙ্গওয়ালা তা জানা গেল না। তখন সেনাপতি মাসলামা (রহঃ) তাকে পুরস্কৃত করার জন্য খোঁজ করলেন। তিন দিন খোঁজার পরেও যখন তাকে পাওয়া গেল না, তখন তিনি সৈন্যদের মাঝে আল্লাহ্র কসম দিয়ে বললেন, সুড়ঙ্গওয়ালা যেই হোক সে যেন আমার কাছে আসে। রাতের বেলায় একজন আগন্তুক সেনাপতির কাছে গেলেন এবং তিনটি শর্তে সুড়ঙ্গওলার পরিচয় তার কাছে প্রকাশ করতে চাইলেন, (১) সেই সুড়ঙ্গওয়ালাকে পুরস্কৃত করা যাবে না, (২) তার পরিচয় কারো কাছে প্রকাশ

---

১৩. ইবনুল জাওযী, ছায়দুল খাত্বের, ১৮৬ পৃ.।
১৪. ইবনু তায়মিয়াহ, কিতাবুল ঈমান, পৃ. ১১।
১৫. আবূ হাতেম বুস্তী, রওযাতুল উক্বালা, পৃ. ১৯৭।
১৬. রওযাতুল উক্বালা, পৃ. ১৯৭।
১৭. ইবনু আব্দিল বার্র, জামে‘উ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহী ১/৫০৭।
১৮. শিহাবুদ্দন আবশীহী, আল-মুস্তাত্বরাফ, পৃ. ১৫৪।
১৯. আহমাদ ইবনে হাম্বল, কিতাবুয যুহদ, পৃ. ৩৪৭।
২০. ছিফাতুছ ছাফওয়া ২/৫১২।
২১. ছিফাতুছ ছাফওয়া ২/৪৬৩।

করা যাবে না এবং (৩) আর কোন দিন তার অনুসন্ধান করা যাবে না। সেনাপতি শর্ত পূরণের অঙ্গীকার করলেন। এবার তিনি বললেন, আমি সেই সুড়ঙ্গওয়ালা, আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই আমি একাজ করেছি। কথাটি বলেই সে সেনাপতির তাবু থেকে বের হয়ে গেলেন। আর কোন দিন সেই ব্যক্তিকে দেখা যায়নি। এরপর থেকে মাসলামা (রহঃ) দো‘আ করতেন, اللهُمَّ اجْعَلْنِي مَعَ صَاحِبِ النَّقْبِ، ‘হে আল্লাহ! আখেরাতে তুমি আমাকে ঐ সুড়ঙ্গওয়ালার সাথে রেখো’।[২২]

গোপন ইবাদতের ক্ষেত্রে সতর্কতা

ইবাদতকারীকে অবশ্যই এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে যে, গোপন আমল যেন তার মনে আত্মমুগ্ধতা তৈরী করতে না পারে। কেননা কোন ব্যক্তি তার আমলের মাধ্যমে জান্নাতে যেতে পারবে না, যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত করবেন।[২৩] সুতরাং এমনও হ’তে পারে যে, আমলকারী ব্যক্তি নিজেকে আত্মমুগ্ধতার জোয়ারে গা ভাসিয়ে চলছেন, কিন্তু মৃত্যুর আগে দেখা গেল তিনি ঈমানহীন হয়ে কবরে চলে গেলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ، فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، ‘কোন ব্যক্তি সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে জান্নাতীদের মতো আমল করে; অথচ সে জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আবার মানুষ জনসাধারণের দৃষ্টিতে জাহান্নামীদের ন্যায় আমল করে; অথচ সে জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হবে’।[২৪]

তাই সাবধান থাকতে হবে, যেন নিজের মধ্যে আত্মমুগ্ধতার বিষ না ঢুকে পড়ে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তিনটি জিনিস মানুষকে ধ্বংস করে, তন্মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর হ’ল আত্মমুগ্ধতা।[২৫] এজন্য আল্লাহ আদম সন্তানের মাঝে পাপের অনুভূতি দান করেছেন, যাতে পাপের কারণে তার ভিতরে আত্মমুগ্ধতা না আসে। বরং সে যেন অনুতপ্ত হয়ে সাথে সাথে তওবা করে আল্লাহ্র দিকে ফিরে আসে। তবে ফাসেক বান্দা ও মুমিন বান্দার পাপের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ফাসেক বান্দা গুনাহ করাকে সাধারণ ব্যাপার মনে করে, ফলে সে অনুশোচনা করে না এবং তওবা-ইস্তিগফারের প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করে না। অপরদিকে মুমিন ও পরহেযগারের দ্বারাও পাপ হয়ে যেতে পারে, তবে তারা ছোটখাট পাপকেও খুব ভয় পায়, অনুশোচনায় তাদের পানাহার বন্ধ হয়ে যায়, ঘুম উবে যায়, ফলে তারা গুনাহের পথ বর্জন করে, অনুতপ্ত ও ভগ্ন হৃদয়ে বারবার আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে এবং তওবা করে তাঁর আনুগত্যের দিকে ফিরে আসে। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, لَوْلَا تَقْدِير الذَّنب هلك ابْن آدم من الْعجب، ‘যদি গুনাহ করার তাক্বদীর না থাকত, তবে আদম সন্তান আত্মমুগ্ধতার কারণে ধ্বংস হয়ে যেত’।[২৬]

এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, সেটা হ’ল- নেক আমলের কোন নিয়ত করে ফেললে, সেটা করে ফেলা। লৌকিকতার ভয়ে সেটা বর্জন না করা। কারণ অনেক সময় শয়তান মানুষকে নেক ছুরাতে ধোঁকা দেয়। যেমন- কোন গরীব মানুষকে বা মসজিদের দান বাক্সে কিছু টাকা দান করার মনস্থ করলেন এবং আপনি সত্যিই একনিষ্ঠ হয়েই দানটা করতে চাচ্ছেন। কিন্তু যখনই আপনি পকেট থেকে টাকা বের করবেন, তখন শয়তান এসে ধোঁকা দিতে পারে যে, ‘আরে! তুমি এভাবে দান করলে তো মানুষ দেখে ফেলবে! তোমার ইবাদত গোপন থাকবে না। সুতরাং দান করার দরকার নেই’। এই অবস্থাতে আপনার করণীয় হ’ল- তখন আপনি শয়তানের কথায় কর্ণপাত না করে দান করে ফেলবেন। ফুযাইল ইবনে ইয়ায (রহঃ) বলেন, تركُ العمل لأجل الناس رياءٌ، والعمل لأجل الناس شِركٌ، والإِخلاصُ أن يعافيَك الله منهما، ‘মানুষের কথা ভেবে আমল পরিত্যাগ করা রিয়া বা লৌকিকতা এবং মানুষের কথা ভেবে আমল করা শিরক। আর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এতদুভয় থেকে তোমার পরিত্রাণ লাভই হ’ল ইখলাছ’।[২৭] ইমাম নববী (রহঃ) একই কথা বলেছেন। তিনি বলেন, ‘যে ব্যক্তি কোন ইবাদত করতে সংকল্পবদ্ধ হয়; কিন্তু মানুষের নযরে পড়ার ভয়ে তা পরিত্যাগ করে, সে একজন রিয়াকার বা লৌকিকতাকারী। কারণ সে মানুষের জন্য আমল বর্জন করেছে। তবে হ্যাঁ! সে যদি আমলটি এজন্য পরিত্যাগ করে যে, পরে গোপনে সেটা আদায় করে নিবে, তাহ’লে সেটা ঠিক আছে। কিন্তু ইবাদতটা যদি একদমই না আদায় করে, তবে সে রিয়ার পাপে পতিত হবে’।[২৮] ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, ‘কেউ যদি চাশতের ছালাত, তাহাজ্জুদ এবং শরী‘আত সম্মত অন্য কোন নেক আমলে অভ্যস্ত হয়, তবে সে যেখানেই থাক না কেন- আমলগুলো যেন আদায় করে নেয়। মানুষের চোখে পড়ার ভয়ে সেই আমলগুলো পরিত্যাগ করা কোনভাবেই উচিত নয়’।[২৯] তবে কখনো কখনো ইবাদত গোপন করার চেষ্টা করা সত্ত্বেও আল্লাহ সেটা মানুষের সামনে প্রকাশ করে দেন। ফলে তিনি সবার কাছে সম্মানিত হন। আর এটা গোপন আমলকারীদের জন্য পার্থিব পুরস্কার।

পরিশেষে মহান আল্লাহ্র দরবারে আকুল প্রার্থনা তিনি যেন আমাদেরকে তাঁর নবী-রাসূল ও পুণ্যবান সালাফদের আদর্শের অনুসারী হওয়ার তাওফীক্ব দান করেন। ছোট-বড় সব ধরনের পাপ থেকে বিরত থেকে তাঁর ইবাদতের মাধ্যমে জীবনের এই সংক্ষিপ্ত সফর শেষ করার সুযোগ দেন। আমীন!

---

২২. *ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশ্ক্ব ৫৮/৩৬; মাওয়ারিদুয যামআন ৩/১৭৩-১৭৪।*

২৩. *বুখারী হা/৫৬৭৩; মুসলিম হা/২৮১৬।*

২৪. *বুখারী হা/৪২০২; মুসলিম হা/১১২।*

২৫. *বায়হাক্বী, শু‘আবুল ঈমান হা/৭৩১; মিশকাত হা/৫১২২, সনদ হাসান।*

২৬. *ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ফাওয়ায়েদ, পৃ. ৬৭।*

২৭. *নববী, আল-আযকার, পৃ. ৭; বুস্তানুল ‘আরিফীন, পৃ. ২৭।*

২৮. *মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন উওয়াইযাহ, ফাছলুল খিত্বাব, ৫/৩১৬।*

২৯. *ইবনে তাইমিয়াহ, মাজমূ‘উল ফাতাওয়া ২৩/১৭৪।*

রামাযানকে আমরা কিভাবে অতিবাহিত করব?

*-ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম**

ভূমিকা : রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের মাস রামাযান। এ মাসে মুমিন-মুত্তাক্বী নেকীর ডালি ভরে নেয় এবং পাপ-পঙ্কিলতা হ'তে মুক্ত হয়। মুমিন জীবনে এ মাস এক অনন্য সুযোগ, যাতে সে ছিয়াম, ক্বিয়াম, ছালাত, যিকির-আযকার, তাসবীহ-তেলাওয়াত, দান-ছাদাক্বা ইত্যাদির মাধ্যমে দিন-রাত অতিবাহিত করতে পারে। নীল আকাশে রামাযানের নতুন চাঁদ উঠার সাথে সাথে মুমিন হৃদয়ে যেন এক নতুন স্রোত প্রবাহিত হয়, যাতে সে যাবতীয় পাপ ছেড়ে ছওয়াব অর্জনের প্রচেষ্টায় মশগূল হয়। আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য হাছিলে হয় তৎপর। কিন্তু দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, রামাযানের গুরুত্ব ও মাহাত্ম না জানার কারণে মুসলমান হয়েও আমাদের অনেকেরই রামাযান আশানুরূপ ভালো কাজে কাটে না। বরং হেলায়-খেলায় ও পাপ-পঙ্কিলতায় জীবন অতিবাহিত হয় শয়তানের পথে। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা রামাযানকে সুন্দরভাবে অতিবাহিত করার কিছু দিক তুলে ধরার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।-

১. পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করা : যে কোন ভালো কাজ পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া সুচারুরূপে সম্পাদন করা সম্ভব হয় না। তাই তাক্বওয়া অর্জনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মাস রামাযান ভালোভাবে অতিবাহিত করার জন্য বিশেষ প্রস্তুতি প্রয়োজন। সালাফে ছালেহীন রামাযান আগমনের ছয় মাস পূর্ব থেকে দো'আ করতেন, যেন রামাযানের ইবাদত তাঁরা ভালোভাবে করতে পারেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), ছাহাবীগণ ও সালাফে ছালেহীন শা'বান মাসে অধিক ছিয়াম পালনের মাধ্যমে রামাযানের প্রস্তুতি নিতেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلاَّ رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِى شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِى شَعْبَانَ- وَفِى رِوَايَةٍ عَنْهَا : كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلاَّ قَلِيلاً، 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে রামাযান ব্যতীত অন্য মাসে শা'বানের ন্যায় এত অধিক ছিয়াম পালন করতে দেখিনি। তাঁর থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ) পূর্ণ শা'বান মাস ছিয়াম রাখতেন কয়েক দিন ব্যাতীত'।[১] তাই আমাদের উচিত রামাযানের আগের মাস হিসাবে শা'বান মাসে রামাযানের প্রস্তুতির জন্য সুন্নাত হিসাবে অধিকহারে ছিয়াম পালন করা। তবে শবেবরাতের নিয়তে নয়। কেননা শবেবরাত কোন ইসলামী পর্ব নয়।

২. সঠিক নিয়তে ছিয়াম পালন : মুমিনগণ তাদের সকল সৎকর্মে স্রেফ আল্লাহ্র নিকটে ছওয়াব ও পুরস্কার কামনা করে। পৃথিবীতে যে কোন সৎ আমলই আমরা করি না কেন, তাতে যদি ছওয়াবের আকাঙ্ক্ষা না থাকে, তাহ'লে তা আল্লাহ্র দরবারে গৃহীত হবে না। তেমনি রামাযানে ছিয়াম পালন ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে হ'তে হবে। অন্যথা তা গৃহীত হবে না। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ومَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় রামাযানের ছিয়াম পালন করে, তার বিগত সকল গোনাহ মাফ করা হয় এবং যে ব্যক্তি রামাযানের রাত্রিতে ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় রাত্রির ছালাত তথা তারাবীহর ছালাত আদায় করে, তার বিগত সকল (ছগীরা) গোনাহ মাফ করা হয়'।[২]

৩. ফরয ছালাত জামা'আতে আদায় করা : রামাযানে অধিক কল্যাণ লাভের অন্যতম মাধ্যমে হল- পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করা। কেননা একাকী ছালাত আদায়ের চাইতে জামা'আতে আদায় করলে ২৫ বা ২৭ গুণ বেশী নেকী পাওয়া যাবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ঘরে অথবা বাজারে একাকী ছালাতের চেয়ে মসজিদে জামা'আতে ছালাত আদায়ে ২৫ বা ২৭ গুণ ছওয়াব বেশী'। তিনি বলেন, 'দুই জনের ছালাত একাকীর চাইতে উত্তম। ...এভাবে জামা'আত যত বড় হয়, নেকী তত বেশী হয়'।[৩]

৪. তারাবীহ্র ছালাত জামা'আতে আদায় করা : রামাযানে নেকীর পাল্লা ভারী করার একটি উল্লেখ্যযোগ্য ইবাদত হ'ল ক্বিয়ামুল লায়ল বা তারাবীহ্র ছালাত। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، 'যে ব্যক্তি রামাযান মাসে ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় ক্বিয়ামুল লায়ল আদায় করবে, তার পূর্বের সকল পাপ ক্ষমা করা হবে'।[৪] আল্লাহ্র কাছ থেকে জীবনের সকল গুনাহ মাফ করিয়ে নেওয়ার এক সুবর্ণ সুযোগ তারাবীহ্র ছালাত। যারা নেকীর আশায় এটি আদায় করবে তারাই এ সৌভাগ্যের অধিকারী হবে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, أَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ، 'ফরয ছালাতের পরে সর্বোত্তম ছালাত হ'ল রাত্রির (নফল) ছালাত'। এখানে 'রাত্রির ছালাত' বলতে তারাবীহ বা তাহাজ্জুদ দু'টিকেই বুঝানো হয়েছে। কেননা রাসূল (ছাঃ) এক রাতে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দু'টিই পড়েছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। যদিও দু'টির প্রকৃতি ভিন্ন। অর্থাৎ তারাবীহ প্রথম রাতে একাকী বা জামা'আত সহ পড়া হয়। কিন্তু তাহাজ্জুদ শেষ রাতে পড়া

** শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

[১] বুখারী হা/১৯৬৯; মুসলিম হা/১১৫৬; মিশকাত হা/২০৩৬।

[২] বুখারী হা/৩৭-৩৮; মুসলিম হা/৭৬০; মিশকাত হা/১৯৫৮।

[৩] মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৭০২,১০৫২; আবূদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১০৬৬।

[৪] বুখারী হা/৩৭; মুসলিম হা/৭৫৯; মিশকাত হ/১৯৫৮।

হয়। আর তারাবীহ রামাযানে পড়া হয়। কিন্তু তাহাজ্জুদ সারা বছর পড়া হয়’।[৫]

উল্লেখ্য যে, তাহাজ্জুদ, তারাবীহ, ক্বিয়ামুল লায়ল, ক্বিয়ামু রামাযান সবকিছুকে এক কথায় ‘ছালাতুল লায়ল’ বা ‘রাত্রির (নফল) ছালাত’ বলা হয়। ক্বিয়ামুল লায়ল আদায় করা পূর্ববর্তী নেককার বান্দাদের চিরায়ত অভ্যাস ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ؛ فَإِنَّهُ دَأَبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ، وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، وَمَنْهَاةٌ لِلْإِثْمِ، ‘তোমরা অবশ্যই রাতের ইবাদত করবে। কেননা এটা তোমাদের পূর্ববর্তী সৎকর্মশীল বান্দাদের অভ্যাস, আর এটা তোমাদের রবের নৈকট্য লাভের উপায়, গুনাহসমূহের কাফফারা এবং পাপের প্রতিবন্ধক’।[৬]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই ছালাতকে এত বেশী গুরুত্ব দিতেন যে, তিনি কখনো তা পরিত্যাগ করতেন না। যদি অসুস্থ থাকতেন তবে বসে হ’লেও ক্বিয়ামুল লায়ল আদায় করতেন। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, لَا تَدَعْ قِيَامَ اللَّيْلِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَدَعُهُ وَكَانَ إِذَا مَرِضَ أَوْ كَسِلَ صَلَّى قَاعِدًا، ‘তুমি ক্বিয়ামুল লায়ল পরিত্যাগ করো না। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কখনো এটা ছাড়তেন না। তিনি অসুস্থ থাকলে বা অলসতা লাগলে বসে হ’লেও ক্বিয়ামুল লায়ল আদায় করে নিতেন’।[৭] ছাহাবায়ে কেরাম জামা‘আতের সাথে তারাবীহ শেষ না করে বাড়ী ফিরতেন না।[৮] কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ ‘যে ব্যক্তি তারাবীহ শেষ করা পর্যন্ত ইমামের সাথে থাকল, সে সারা রাত্রি ইবাদতের নেকী পেল’।[৯]

৫. ছায়েমকে ইফতার করানো : ছায়েমকে ইফতার করানো অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ কাজ। এতে ছিয়াম পালনের সম পরিমাণ ছওয়াব অর্জিত হয়। যায়েদ বিন খালেদ আল-জুহানী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا– ‘যে ব্যক্তি ছায়েমকে ইফতার করাবে, তার জন্য ছায়েমদের সমপরিমাণ ছওয়াব রয়েছে। অথচ তাদের ছওয়াবে কোন কমতি করা হবে না’।[১০]

ছাহাবী ও সালাফে ছালেহীন অপরকে ইফতার করানোকে খুবই গুরুত্ব দিতেন। তাঁরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করতেন অপরকে ইফতার করাতে। একদিন রাসূল (ছাঃ) আউস গোত্রের নেতা প্রখ্যাত ছাহাবী হযরত সা‘দ বিন মু‘আয (রাঃ)-এর বাড়ীতে ইফতার করলেন। ইফতার শেষে তিনি তার জন্য দো‘আ করলেন, أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ، ‘ছায়েমগণ তোমাদের নিকট ইফতার করুন। নেককার ব্যক্তিগণ তোমাদের খাদ্য ভক্ষণ করুন ও ফেরেশতাগণ তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন’।[১১] কি সৌভাগ্যবান ছিলেন সা‘দ বিন মু‘আয! তিনি এমন একজন মহান ব্যক্তিকে ইফতার করিয়েছেন, যার ছিয়ামের নেকীর সমপরিমাণ নেকী তিনি পেয়ে গেলেন। কেননা তিনি বলেছেন, যত ছায়েমকে তিনি খাওয়াবেন, ততজনের নেকী তিনি পাবেন।[১২]

৬. কুরআন তেলাওয়াত করা : রামাযান মাস কুরআন নাযিলের মাস। এ মাসে বেশী বেশী কুরআন তেলাওয়াত করতে হবে। এর মাধ্যমে প্রতি হরফে দশটি করে নেকী লাভ করা যায়।[১৩] শুধু তাই নয় কুরআন তার পাঠকারীর জন্য ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকট সুফারিশকারী হবে। আব্দুল্লাহ বিন ‘আমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اَلصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّيَامُ أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيْهِ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ قَالَ فَيُشَفَّعَانِ– ‘ছিয়াম ও কুরআন ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকটে সুফারিশ করবে। ছিয়াম বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি তাকে দিনের বেলায় খানা-পিনা ও প্রবৃত্তি পরায়ণতা হ’তে বিরত রেখেছিলাম। অতএব তার ব্যাপারে আমার সুফারিশ কবুল করুন। কুরআন বলবে, আমি তাকে রাতের বেলা ঘুম থেকে বিরত রেখেছিলাম। অতএব তার ব্যাপারে আপনি আমার সুফারিশ কবুল করুন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, অতঃপর তাদের উভয়ের সুফারিশ কবুল করা হবে’।[১৪]

আমাদের নিজেদের আমল বৃদ্ধির জন্য রামাযানে সালাফদের আমলের দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। যাতে আমরা তাঁদের জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদের জীবন আলোকিত করতে পারি। যেমন-(১) প্রসিদ্ধ আছে যে, ক্বাতাদাহ (রাঃ) অন্য সময় প্রতি সাত দিনে এক খতম এবং রামাযানে প্রতি তিন দিনে এক খতম কুরআন তেলাওয়াত করতেন। (২) ইমাম মালেক, যুহরী ও সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) রামাযানে সবকিছু ছেড়ে দিয়ে কুরআন তেলাওয়াতে রত হ’তেন।[১৫]

তবে আমাদের উচিত অনুধাবনের সাথে কুরআন তেলাওয়াত করা। আল্লাহ বলেন, كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوْا آيَاتِهِ

---

৫. *মির‘আত ‘রামাযানে রাত্রি জাগরণ’ অনুচ্ছেদ-এর আলোচনা হা/১৩০২, ৪/৩১১ পৃ.।*
৬. *তিরমিযী হা/৩৫৪৯; মিশকাত হা/১২২৭।*
৭. *আবুদাঊদ হা/১৩০৭; মুসনাদে আহমাদ হা/২৬১১৪।*
৮. *মুওয়াত্ত্বা হা/৩৭৯।*
৯. *তিরমিযী হা/৮০৬।*
১০. *ইবনু মাজাহ হা/১৭৪৬; তিরমিযী হা/৮০৭; বায়হাক্বী শু‘আব হা/৩৯৫৩; মিশকাত হা/১৯৯২।*
১১. *আবুদাঊদ হা/৩৮৫৪।*
১২. *তিরমিয়ী হা/৮০৭।*
১৩. *তিরমিযী হ/২৯১০; মিশকাত হা/২১৩৭।*
১৪. *বায়হাক্বী শো‘আব হা/১৯৯৪; মিশকাত হা/১৯৬৩।*
১৫. *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, ছিয়াম ও ক্বিয়াম (রাজশাহী : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় প্রকাশ, মার্চ ২০২৩ খৃ.) পৃ. ১১৩-১৪।*

وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ– ‘এটি এক বরকতমণ্ডিত কিতাব, যা আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি। যাতে লোকেরা এর আয়াত সমূহ অনুধাবন করে এবং জ্ঞানীরা উপদেশ গ্রহণ করে’ *(ছোয়াদ ৩৮/২৯)*।

৭. দানের হাত প্রসারিত করা : রামাযান মাস দানের মাস। এ মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রবাহিত বায়ুর চাইতেও অধিক দান করতেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِى رَمَضَانَ، حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِى رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم الْقُرْآنَ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ ‘ধন-সম্পদ ব্যয় করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সকলের চেয়ে বেশী দানশীল ছিলেন। রামাযানে যখন জিব্রীল (আঃ) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন তখন তিনি আরো বেশী দান করতেন। রামাযান শেষ না হওয়া পর্যন্ত জিব্রীল (আঃ) প্রতি রাতেই তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। আর নবী করীম (ছাঃ) তাঁকে কুরআন শোনাতেন। জিব্রীল (আঃ) যখন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন তখন তিনি প্রবাহিত বায়ুর চেয়ে অধিক দান করতেন’।[১৬] তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত রামাযান মাসে সাধ্যমত বেশী বেশী দান করা।

৮. ই‘তিকাফ করা : রামাযানে ই‘তিকাফ আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলের এক বড় মাধ্যম। এতে লায়লাতুল ক্বদর সহজে লাভ করা হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে নববীতে রামাযানের শেষ দশকে নিয়মিত ই‘তিকাফ করতেন। এমনকি তিনি মৃত্যুর বছর বিশ দিন ই‘তিকাফ করেছেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِى كُلِّ رَمَضَانَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِى قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রতি রামাযানে দশদিন ই‘তিকাফ করতেন। কিন্তু যে বছর তিনি মৃত্যুবরণ করেন, সে বছর বিশ দিন ই‘তিকাফ করেন’।[১৭]

ই‘তিকাফে দীর্ঘ ক্বিরাআত, রুকূ ও সিজদার মাধ্যমে বিতরসহ ১১ রাক‘আত তারাবীহর ছালাত আদায় করবে। প্রয়োজনে একই সূরা, তাসবীহ ও দো‘আ বারবার পড়ে ছালাত দীর্ঘ করা যাবে। তারাবীহ শেষে খাওয়া-দাওয়া ও কিছুক্ষণ কুরআন তেলাওয়াতের পর ঘুমিয়ে যাবে। অতঃপর শেষ রাতে উঠে প্রয়োজন সেরে তাহিইয়াতুল ওযূ ও তাহিইয়াতুল মসজিদ বা অন্যান্য ছালাত যেমন ছালাতুত তওবাহ, ছালাতুল হাজত, ছালাতুল ইস্তিখারাহ ইত্যাদি নফল ছালাত শেষে ১, ৩ বা ৫ রাক‘আত বিতর পড়বে। অতঃপর সাহারী শেষে ফজরের দু’রাক‘আত সুন্নাত পড়বে। তারপর জামা‘আতে ফজরের ছালাত আদায় করে ঘুমাবে। সকালে ঘুম থেকে উঠে গোসল সেরে মসজিদে প্রবেশ করে দু’রাক‘আত তাহিইয়াতুল ওযূ ও দু’রাক‘আত তাহিইয়াতুল মাসজিদ আদায় করবে। এভাবে যতবার টয়লেটে যাওয়া হবে, ততবার করা ভালো। অতঃপর বেলা ১২-টার মধ্যে ২ অথবা দুই দুই করে সর্বোচ্চ ১২ রাক‘আত পর্যন্ত ছালাতুয যোহা বা চাশতের ছালাত আদায় করবে এবং প্রতি ছালাতে সকলের জন্য দো‘আ করবে।

৯. দো‘আ করা : ছায়েমের দো‘আ কবুল হয়। তাই প্রত্যেক ছায়েমের উচিত আল্লাহ্র নিকট দু’জাহানের কল্যাণ কামনা করে বেশী বেশী দো‘আ করা। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ: دَعْوَةُ الصَّائِمِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ– ‘তিনটি দো‘আ কবুল করা হয়। (১) ছায়েমের দো‘আ (২) মুসাফিরের দো‘আ ও (৩) মযলূমের দো‘আ।[১৮] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, ثَلاَثَةٌ لاَ تُرَدُّ دَعْوَتُهُم : اَلصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ، وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ– ‘তিন জনের দো‘আ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। (১) ছায়েম যতক্ষণ না সে ইফতার করে (২) ন্যায়নিষ্ঠ নেতা এবং (৩) মযলূমের দো‘আ’।[১৯]

১০. তওবা-ইস্তিগফার করা : রামাযান আল্লাহ্র নিকট থেকে ক্ষমা লাভের মাস। তাই এ মাসে সকলের উচিত বেশী বেশী তওবা-ইস্তিগফার করা। কেননা পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের মধ্যেই কিছু না কিছু ভুল আছে। আর ভুল করার পর কেউ খালেছ অন্তরে তওবা করলে আল্লাহ ভুলগুলি ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ বলেন, يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوآ إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ‘হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র নিকট তওবা কর বিশুদ্ধ তওবা। নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত’ *(তাহরীম ৬৬/৮)*। পাপ করার পর কেউ সেই পাপ থেকে বিরত থেকে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাইলে সে নিষ্পাপ হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَّ ذَنْبَ لَهُ– ‘পাপ থেকে তওবাকারী ব্যক্তি নিষ্পাপ ব্যক্তির ন্যায়’।[২০]

---

[১৬] *বুখারী হা/১৯০২*।

[১৭] *বুখারী হা/২০৪৪; মিশকাত হা/২০৯৯*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরে তাঁর স্ত্রীগণও ই‘তিকাফ করেছেন’ *বুখারী হা/২০২৬; মুসলিম হা/১১৭২; মিশকাত হা/২০৯৭*।

[১৮] *বায়হাক্বী শো‘আব হা/৩৫৯৪*।

[১৯] *ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩৪২৮*।

[২০] *ইবনু মাজাহ হা/৪২৫০; মিশকাত হা/২৩৬৩*।

তওবা করার নিয়ম হ'ল, আল্লাহ্র সাথে সংশ্লিষ্ট হ'লে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করা, সে কাজ থেকে ফিরে আসা এবং কখনোই সে কাজ না করা। আর বান্দার হক হ'লে প্রথমে বান্দার নিকট থেকে দায়মুক্ত হওয়া ও তার ক্ষমা নেওয়া এবং উপরের তিনটি কাজ করা। নইলে তওবা যথার্থ হবে না এবং সে তওবা কবুল হবে না।[২১]

রামাযান মাসে যারা ঈমান ও ইহসানের সাথে ক্ষমা প্রার্থনা করে তারা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু যারা নিজেদের পাপগুলো মাফ করে নিতে ব্যর্থ হয়, তারা বড়ই দুর্ভাগা। হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, أَكْثِرُوا مِنَ الِاسْتِغْفَارِ فِيْ بُيُوْتِكُمْ، وَعَلَى مَوَائِدِكُمْ، وَفِيْ طُرُقِكُمْ، وَفِي أَسْوَاقِكُمْ، وَفِيْ مَجَالِسِكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، فَإِنَّكُمْ مَا تَدْرُوْنَ مَتَى تَنْزِلُ الْمَغْفِرَةُ، 'তোমরা যেখানেই থাক না কেন বেশী বেশী ক্ষমাপ্রার্থনা কর; তোমাদের বাড়ি-ঘরে, রাস্তা-ঘাটে, হাট-বাজারে এবং মজলিসগুলোতে। কারণ তোমরা তো জানো না কখন ক্ষমা অবতীর্ণ হবে'।[২২]

তওবার দ্বারা আমাদের অন্তরের ময়লা দূর হয়ে যায়। কারণ মানুষের হৃদয়টা সাদা কাপড়ের মত, যখন সে পাপ করে সেই কাপড়ে কালো দাগ পড়ে। পাপ যত বেড়ে যায়, হৃদয়ের দাগও তত বেশী হয়। এক পর্যায়ে অন্তরটা মরিচা ধরে যায়। তওবার দ্বারা সেই মরিচা দূর হয়।

১১. লায়লাতুল ক্বদর পালন করা : রামাযান মাসের সবচেয়ে মর্যাদামণ্ডিত রাত হ'ল লায়লাতুল ক্বদর। এটি হাযার মাস অপেক্ষা উত্তম। এ রাতের মর্যাদা বর্ণনায় আল্লাহ একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা নাযিল করেছেন।

রামাযানের ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ মোট পাঁচটি বেজোড় রাতে লায়লাতুল ক্বদর তালাশ করতে হয়। হযরত আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَّمَضَانَ– 'তোমরা রামাযানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিগুলিতে ক্বদরের রাত্রি তালাশ কর'।[২৩] রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীগণ এ রাতে জেগে জেগে ইবাদত করতেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ– 'রামাযানের শেষ দশক উপস্থিত হ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোমর বেঁধে নিতেন। রাত্রি জাগরণ করতেন ও স্বীয় পরিবারকে জাগাতেন'।[২৪] তিনি বলেন, يَجْتَهِدُ فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِى غَيْرِهِ– 'শেষ দশকে রাসূল (ছাঃ) যত চেষ্টা করতেন, অন্য সময় তত করতেন না'।[২৫] রামাযানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিগুলিতে বেশী বেশী তওবা-ইস্তেগফার করতে হবে। বিশেষভাবে যে দো'আটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে ক্বদরের রাত্রিতে পড়ার জন্য শিক্ষা দিয়েছিলেন, তা হ'ল اَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ– 'হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল! তুমি ক্ষমা করতে ভালবাসো। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা কর'।[২৬]

লায়লাতুল ক্বদরের মর্যাদা লাভের জন্য এ রাতকে যথাযথভাবে পালন করা উচিত। দীর্ঘ ক্বিরাআত ও রুকূ-সিজদার মাধ্যমে তারাবীহ্র ছালাত এবং একাকী যিকর-আযকার, কুরআন তেলাওয়াত, তাসবীহ-তাহলীল ও দো'আ-ইস্তেগফারের মাধ্যমে রাত্রি অতিবাহিত করাই সুন্নাত সম্মত পদ্ধতি। কিন্তু দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, এ রাত আজকাল অনেক যায়গায় আনুষ্ঠানিকতায় বন্দী হয়ে গেছে। রাত্রির ছালাতের মূল পরিবেশকে বিনষ্ট করে ওয়ায-মাহফিল ও খানাপিনার অনুষ্ঠানে পরিণত করা হয়েছে। আমাদের অবশ্যই এগুলি থেকে বিরত থাকতে হবে। অন্যথা প্রকৃত ছওয়াবের অধিকারী হওয়া যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ، وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ– 'বহু ছায়েম রয়েছে যার মধ্যে ছিয়ামের কিছুই নেই ক্ষুধা ও তৃষ্ণা ব্যতীত এবং বহু রাত্রি জাগরণকারী আছে, যাদের মধ্যে কিছুই নেই রাত্রি জাগরণ ব্যতীত'।[২৭]

১২. ওমরাহ করা : রামাযান বছরের শ্রেষ্ঠ মাস। এ মাসে সকল নেক আমলের ছওয়াব বান্দা বহুগুণ লাভ করে। অনুরূপভাবে এই মাসে ওমরাহ সম্পাদনের মাধ্যমে হজ্জ করার সমপরিমাণ ছওয়াব অর্জন করা যায়। রাসূল (ছাঃ) বললেন, فَإِنَّ عُمْرَةً فِيْ رَمَضَانَ تَقْضِيْ حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِيْ 'রামাযান মাসে ওমরাহ করা হজ্জ করার ন্যায় অথবা আমার সাথে হজ্জ করার ন্যায়'।[২৮] অন্যত্র তিনি বলেছেন, إِنَّ عُمْرَةً فِىْ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً، 'নিশ্চয়ই রামাযান মাসের ওমরাহ একটি হজ্জের সমান।[২৯] তবে এই ওমরাহ পালনে হজ্জের ফরযিয়াত আদায় হবে না; বরং হজ্জের সমপরিমাণ নেকী পাওয়া যাবে।

১৩. মিথ্যা কথা ও কাজ বর্জন করা : রামাযান এসেছে মানুষকে মুত্তাক্বী বানাতে। আর পাপ থেকে বেঁচে থাকতে পারলেই মুত্তাক্বী বা সংযমী হওয়া যাবে। আল্লাহ বলেছেন, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ– 'যাতে তোমরা আল্লাহভীরু হ'তে পার' *(বাক্বারাহ ২/১৮৩)*। এর অর্থ আল্লাহ্র ভয়ে সর্বদা পাপ থেকে দূরে থাকা এবং বল্গাহীন জীবনকে সংযত করা। এজন্যই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)

---

[২১] *নববী, রিয়াযুছ ছালেহীন 'তওবা'* অধ্যায়।
[২২] *ইবনু রজব হাম্বলী, জামে'উল 'উলূম ওয়াল হিকাম ২/৪০৮*।
[২৩] *বুখারী হা/২০১৭; মুসলিম হা/১১৬৯; মিশকাত হা/২০৮৩*।
[২৪] *বুখারী হা/২০২৪; মুসলিম হা/১১৭৪; মিশকাত হা/২০৯০*।
[২৫] *মুসলিম হা/১১৭৫; মিশকাত হা/২০৮৯*।
[২৬] *তিরমিযী হা/৩৫১৩; আহমাদ হা/২৫৪২৩; ইবনু মাজাহ হা/৩৮৫০; মিশকাত হা/২০৯১*।
[২৭] *ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/১৯৯৭; আহমাদ হা/৮৮৪৩; হাকেম হা/১৫৭১*।
[২৮] *বুখারী হা/১৮৬৩; 'হজ্জ' অধ্যায়, 'মহিলাদের হজ্জ' অনুচ্ছেদ*।
[২৯] *মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২৫০৯*।

সূচীপত্র

বলেছেন, الصَّوْمُ جُنَّةٌ ‘ছিয়াম হ’ল ঢাল স্বরূপ’।[৩০]

মিথ্যা কথা ও কাজ কবীরা গোনাহ যা থেকে বিরত থাকতে না পারলে রামাযান আমাদের জীবনে কোন উপকার দেবে না। তাই রামাযানে সকল মুমিনের উচিত যাবতীয় মিথ্যা কথা ও কাজ থেকে বিরত তাকা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِى أَنْ يَّدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ– ‘যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও কাজ পরিত্যাগ করল না, তার পানাহার ত্যাগে আল্লাহ্র কোন প্রয়োজন নেই’।[৩১] জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, যখন তুমি ছিয়াম রাখবে, তখন যেন তোমার কান, চোখ ও যবান সকল প্রকার মিথ্যা ও গোনাহ হ’তে মুক্ত থাকে। এসময় খাদেমের দেওয়া কষ্ট এড়িয়ে যাও। ছিয়ামের দিন তুমি ভাবগম্ভীর থাক। আর ছিয়াম থাকা ও না থাকার দিনকে তুমি সমান গণ্য করো না।[৩২]

১৪. ঝগড়া, মারামারি ও বেহায়াপনা থেকে বিরত থাকা : রামাযানের এই পবিত্র মাসে মুমিনকে যাবতীয় ঝগড়া-বিবাদ মারামারি, অশ্লীল কথা ও বেহায়াপনা থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। বিশেষ করে অশ্লীল গান-বাজনা এবং রেডিও, টিভি ও মোবাইলের অশ্লীলতা থেকে দূরে থাকতে হবে। তবেই ছিয়ামের ছওয়াব ও উচ্চ মর্যাদা লাভ করা যাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، ‘অতএব যখন তোমাদের কেউ ছিয়াম পালন করবে, তখন সে কোন মন্দ কথা বলবে না ও বাজে বকবে না। যদি কেউ তাকে গালি দেয় বা লড়াই করতে আসে তখন সে যেন বলে, আমি ‘ছায়েম’।[৩৩] অশ্লীলতা থেকে বিরত না থেকে শুধু খাদ্য ও পানীয় থেকে বিরত থাকার নাম ছিয়াম নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ، إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ فَلْتَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ– ‘খানা-পিনা থেকে বিরত থাকার নাম ছিয়াম নয়; বরং ছিয়াম হ’ল বাজে কথা ও কাজ এবং ভোগ-সম্ভোগ ও বেহায়াপনা হ’তে বিরত থাকা। অতঃপর যদি কেউ তোমাকে গালি দেয় বা তোমার প্রতি মূর্খতাসূলভ আচরণ করে, তাহ’লে তুমি বল, আমি ছায়েম, আমি ছায়েম’।[৩৪] এ বিষয়ে ছাহাবীগণ অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। প্রসিদ্ধ আছে যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) ও তাঁর সাথীগণ ছিয়াম রাখার পর মসজিদে গিয়ে বসতেন ও বলতেন, আমরা আমাদের ছিয়ামকে পরিশুদ্ধ করব। অতঃপর তারা যাবতীয় অনর্থক কথা ও কর্ম যা ছিয়ামকে ত্রুটিপূর্ণ করে, সবকিছু হ’তে বিরত থাকতেন।[৩৫]

১৫. অতিভোজন থেকে বিরত থাকা : অতিভোজন মানুষকে অলস ও ইবাদতে অমনোযোগী করে তুলে। তাই একজন আল্লাহভীরু বান্দার দায়িত্ব রামাযানের সাহারী ও ইফতারে অতিভোজন থেকে বিরত থাকা। সে অবশ্যই পরিমিত আহার করবে। যা তাকে ইবাদতে উপযোগী করে তুলবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আদম সন্তানের জন্য কয়েক লোকমা খাদ্য যথেষ্ট, যা দিয়ে সে তার কোমর সোজা রাখতে পারে (ও আল্লাহ্র ইবাদত করতে পারে)। এরপরেও যদি খেতে হয়, তবে পেটের তিনভাগের এক ভাগ খাদ্য ও একভাগ পানি দিয়ে ভরবে এবং একভাগ খালি রাখবে শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য’।[৩৬] তিনি বলেন, এক মুমিনের খানা দুই মুমিনে খায়। দুই মুমিনের খানা চার মুমিনে খায় এবং চার মুমিনের খানা আট মুমিনে খায় (অর্থাৎ সর্বদা সে পরিমাণে কম খায়)।[৩৭] কেননা মুমিন এক পেটে খায় ও কাফের সাত পেটে খায় (অর্থাৎ সে সর্বদা বেশী খায়)।[৩৮]

আবূ হুরায়রা (রাঃ) খুবই কম খেতেন। তিনি বলতেন, আমার ১৫টি খেজুর থাকত। যার মধ্যে ৫টি দিয়ে ইফতার ও ৫টি দিয়ে সাহারী করতাম। বাকী ৫টি পরের দিনের ইফতারের জন্য রেখে দিতাম’।[৩৯]

উপসংহার : রামাযান মাস আল্লাহ্র আনুগত্য ও ইবাদতে অতিবাহিত করার মধ্যেই জান্নাতে ছায়েমের জন্য ‘রাইয়ান’ নামক দরজা নির্ধারিত হয়। শুধু লোক দেখানো বা গতানুগতিক দিন পার করার মধ্যে নয়। যারা রামাযান মাসে তাক্বওয়ার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারে তাদের জন্য রয়েছে ঈদের প্রকৃত আনন্দ। তাই আসুন! আমরা রামাযানের গুরুত্ব ও মর্যাদা যথাযথভাবে উপলব্ধি করে তাক্বওয়ার বলে বলিয়ান হয়ে ধর্মীয় ভাব গাম্ভির্যের সাথে রামাযান অতিবাহিত করি। আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সেই তাওফীক দান করুন-আমীন!

---

৩০. *তিরমিযী হা/৭৬৪।*
৩১. *বুখারী হা/১৯০৩; মিশকাত হা/১৯৯৯।*
৩২. *বায়হাক্বী শো‘আব হা/৩৬৪৬; বিন বায, মাজমূ‘ ফাতাওয়া ১৫/৪৬।*
৩৩. *বুখারী হা/১৯০৪; মিশকাত হা/১৯৫৯।*
৩৪. *ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/১৯৯৬; হাকেম হা/১৫৭০, সনদ ছহীহ।*
৩৫. *ছিয়াম ও কিয়াম, পৃ. ১১৪।*
৩৬. *তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৫১৯২।*
৩৭. *মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৭৮।*
৩৮. *বুখারী, মিশকাত হা/৪১৭৩।*
৩৯. *বুখারী হা/১৯৬৯; মুসলিম হা/১১৫৬; মিশকাত হা/২০৩৬। আবু নু‘আইম ইস্ফাহানী, হিলইয়াতুল আউলিয়া ১/৩৮৪।*

এম হোমিও কিওর
এখানে স্ত্রীরোগ, শিশুরোগ, যৌন রোগ সহ সকল
জটিল ও কঠিন রোগের সু-চিকিৎসা করা হয়।
সাক্ষাতের সময়
সকাল ৯-টা থেকে দুপুর ১২-টা
বিকাল ৫-টা থেকে রাত্রি ৮-টা (শুক্রবার বন্ধ)।
বি.দ্র. কুরিয়ার যোগে ঔষধ পাঠানো হয়
যোগাযোগ :
ডা. মুহাম্মাদ মুনজুরুল হক (ডি.এইচ.এম.এস)
জনতা ব্যাংকের নিচে, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী
মোবাইল : ০১৯১৬-৭৭৭৬৬৩, ০১৭১১-৪১৫৪৯৯।

ছিয়ামের ফাযায়েল ও মাসায়েল

আত-তাহরীক ডেস্ক

ছওম বা ছিয়াম : অর্থ বিরত থাকা। শরী'আতের পরিভাষায় আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ছুবহে ছাদিক হ'তে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যৌন সম্ভোগ হ'তে বিরত থাকাকে 'ছওম' বা 'ছিয়াম' বলা হয়। ২য় হিজরী সনে ছিয়াম ফরয হয়।

ছিয়ামের ফাযায়েল : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছওয়াবের আশায় রামাযানের ছিয়াম পালন করে, তার বিগত সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়'।[১]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরও বলেন, 'আদম সন্তানের প্রত্যেক নেক আমলের ছওয়াব দশগুণ হ'তে সাতশত গুণ পর্যন্ত প্রদান করা হয়। আল্লাহ বলেন, কিন্তু ছওম ব্যতীত। কেননা ছওম কেবল আমার জন্যই (রাখা হয়) এবং আমিই তার পুরস্কার প্রদান করব। সে তার যৌনাকাঙ্খা ও পানাহার কেবল আমার জন্যই পরিত্যাগ করে। ছিয়াম পালনকারীর জন্য দু'টি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে। একটি ইফতারকালে, অন্যটি তার প্রভুর সাথে দীদারকালে। তার মুখের গন্ধ আল্লাহ্র নিকটে মিশকের খোশবুর চেয়েও সুগন্ধিময়। ছিয়াম (অন্যায় অপকর্মের বিরুদ্ধে) ঢাল স্বরূপ। অতএব যখন তোমরা ছিয়াম পালন করবে, তখন মন্দ কথা বলবে না ও বাজে বকবে না। যদি কেউ গালি দেয় বা লড়াই করতে আসে তখন বলবে, আমি ছায়েম'।[২]

মাসায়েল :

১. ছিয়ামের নিয়ত : নিয়ত অর্থ- মনন করা বা সংকল্প করা। অতএব মনে মনে ছিয়ামের সংকল্প করাই যথেষ্ট। হজ্জের তালবিয়া ব্যতীত ছালাত, ছিয়াম বা অন্য কোন ইবাদতের শুরুতে আরবী বা অন্য ভাষায় নিয়ত পড়া বিদ'আত।

২. ইফতারের দো'আ : 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে শেষ করবে।[৩] ইফতারের দো'আ হিসাবে প্রসিদ্ধ আল্লাহুম্মা লাকা ছুমতু... হাদীছটি 'যঈফ'। ইফতার শেষে নিম্নোক্ত দো'আ পড়া যাবে- 'যাহাবায যামাউ ওয়াবতাল্লাতিল উরূকু ওয়া ছাবাতাল আজরু ইনশাআল্লাহ' (পিপাসা দূরীভূত হ'ল ও শিরাগুলি সঞ্জীবিত হ'ল এবং আল্লাহ চাহেন তো পুরস্কার ওয়াজিব হ'ল)।[৪]

৩. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, দ্বীন চিরদিন বিজয়ী থাকবে, যতদিন লোকেরা ইফতার দ্রুত করবে। কেননা ইহূদী-নাছারাগণ ইফতার দেরীতে করে'।[৫] তিনি বলেন, তোমরা ইফতার দ্রুত কর এবং সাহারী দেরীতে কর।[৬] তিনি আরো বলেন, 'আহলে কিতাবদের সাথে আমাদের ছিয়ামের পার্থক্য হ'ল সাহারী খাওয়া'।[৭]

৪. সাহারীর আযান : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় তাহাজ্জুদ ও সাহারীর আযান বেলাল (রাঃ) দিতেন এবং ফজরের আযান অন্ধ ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতূম (রাঃ) দিতেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'বেলাল রাত্রে আযান দিলে তোমরা খানাপিনা কর, যতক্ষণ না ইবনু উম্মে মাকতূম ফজরের আযান দেয়'।[৮] বুখারীর ভাষ্যকার হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, 'বর্তমান কালে সাহারীর সময় লোক জাগানোর নামে আযান ব্যতীত যা কিছু করা হয় সবই বিদ'আত'।[৯]

৫. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'খাদ্য বা পানির পাত্র হাতে থাকা অবস্থায় তোমাদের মধ্যে যদি কেউ ফজরের আযান শোনে, তবে সে যেন প্রয়োজন পূর্ণ না করে পাত্র রেখে না দেয়'।[১০]

৬. তারাবীহ্র ছালাতের ফযীলত : রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি রামাযানের রাত্রিতে ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় রাত্রির ছালাত আদায় করে, তার বিগত সকল গোনাহ মাফ করা হয়'।[১১]

৭. তারাবীহ্র রাক'আত সংখ্যা : (ক) হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান বা রামাযানের বাইরে (তিন রাক'আত বিতরসহ) এগার রাক'আতের বেশী রাতের নফল ছালাত আদায় করতেন না'।[১২]

(খ) হযরত সায়েব বিন ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, 'ওমর ফারূক (রাঃ) উবাই ইবনু কা'ব ও তামীম আদ-দারী (রাঃ)-কে রামাযানের রাত্রিতে লোকদেরকে সাথে নিয়ে জামা'আত সহকারে এগারো রাক'আত ছালাত আদায়ের নির্দেশ দান করেন'।[১৩] এ সময় তাঁরা প্রথম রাত্রিতে ইবাদত করতেন।[১৪] শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, মুওয়াত্ত্বায় *(হা/৩৮০)* ইয়াযীদ বিন রূমান কর্তৃক যে বর্ণনাটি এসেছে যে, 'লোকেরা ওমর ফারূক (রাঃ)-এর যামানায় ২৩ রাক'আত তারাবীহ পড়ত' একথাটি 'যঈফ'। কেননা ইয়াযীদ বিন রূমান ওমর (রাঃ)-এর যামানা পাননি।[১৫] অতএব ইজমায়ে ছাহাবা কর্তৃক ওমর, ওছমান ও আলী (রাঃ)-এর যামানা থেকে ২০ রাক'আত তারাবীহ সাব্যস্ত বলে যে কথা চালু রয়েছে, তার কোন শারঈ ভিত্তি নেই। একথাটি 'মুদরাজ' বা পরবর্তীকালে অনুপ্রবিষ্ট। এতদ্ব্যতীত চার খলীফার কারো থেকেই ছহীহ সনদে ২০ রাক'আত তারাবীহ প্রমাণিত নয়।[১৬] বিশ রাক'আত তারাবীহ-এর প্রমাণে বর্ণিত হাদীছটি জাল।[১৭]

---

[১] বুখারী হা/৩৮; মুসলিম হা/৭৬০; মিশকাত হা/১৯৫৮।
[২] বুখারী হা/১৯০৪; মুসলিম হা/১১৫১; মিশকাত হা/১৯৫৯।
[৩] বুখারী, মিশকাত হা/৪১৯৯; মুসলিম, ঐ, হা/৪২০০।
[৪] আবুদাঊদ হা/২৩৫৭-২৩৫৮; মিশকাত হা/১৯৯৩-৯৪।
[৫] আবুদাঊদ হা/২৩৫৩; মিশকাত হা/১৯৯৫।
[৬] ত্বাবারাণী, ছহীহুল জামে' হা/৩৯৮৯।
[৭] মুসলিম হা/১০৯৬।
[৮] বুখারী হা/১৯১৯; মুসলিম হা/১০৯২; নায়লুল আওত্বার ২/১২০ পৃঃ।
[৯] ফাৎহুল বারী হা/৬২২-২৩-এর ব্যাখ্যা, 'ফজরের পূর্বে আযান' অনুচ্ছেদ ২/১২৩-২৪; নায়লুল আওত্বার ২/১১৯।
[১০] আবুদাঊদ হা/২৩৫০; মিশকাত হা/১৯৮৮।
[১১] মুসলিম হা/৭৫৯; মিশকাত হা/১২৯৬।
[১২] বুখারী হা/১১৪৭; মুসলিম হা/৭৩৮; মিশকাত হা/১১৮৮।
[১৩] মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৩৭৯, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৩০২, 'ছালাত' অধ্যায়, 'রামাযানে রাত্রি জাগরণ' অনুচ্ছেদ।
[১৪] বুখারী, মিশকাত হা/১৩০১।
[১৫] দ্রঃ আলবানী, মিশকাত হা/১৩০২ টীকা-২।
[১৬] হাশিয়া মুওয়াত্ত্বা পৃঃ ৭১-এর হাশিয়া-৭, 'রামাযানে ছালাত' অধ্যায়; দ্রঃ তুহফাতুল আহওয়াযী শরহ তিরমিযী হা/৮০৩-এর ব্যাখ্যা ৩/৫২৬-৩২।
[১৭] আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/৪৪৫, ২/১৯১ পৃঃ।

(গ) জামা‘আতের সাথে রাতের ছালাত (তারাবীহ) আদায় করা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত এবং দৈনিক নিয়মিত জামা‘আতে আদায় করা ‘ইজমায়ে ছাহাবা’ হিসাবে প্রমাণিত।[১৮] অতএব তা বিদ‘আত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

৮. লায়লাতুল ক্বদরের দো‘আ : ‘আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা ‘আফুব্বুন তুহিব্বুল ‘আফওয়া ফা‘ফু ‘আন্নী’। অর্থ-‘হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা পসন্দ কর, অতএব আমাকে তুমি ক্ষমা কর’।[১৯]

৯. ই‘তিকাফ : ই‘তিকাফ তাক্বওয়া অর্জন করার একটি বড় মাধ্যম। এতে লায়লাতুল ক্বদর অনুসন্ধানের সুযোগ হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে নববীতে রামাযানের শেষ দশকে নিয়মিত ই‘তিকাফ করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর স্ত্রীগণও ই‘তিকাফ করেছেন’।[২০] নারীদের জন্য বাড়ীর নিকটস্থ মসজিদে ই‘তিকাফ করা উত্তম।[২১]

২০শে রামাযান সূর্যাস্তের পূর্বে ই‘তিকাফ স্থলে প্রবেশ করবে এবং ঈদের আগের দিন বাদ মাগরিব বের হবে।[২২] তবে বাধ্যগত কারণে শেষ দশদিনের সময়ে আগপিছ করা যাবে। প্রাকৃতিক প্রয়োজন ছাড়া ই‘তিকাফকারী নিজ বাড়ীতে প্রবেশ করবে না।[২৩]

১০. ফিৎরা : (ক) ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের ক্রীতদাস ও স্বাধীন, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড় সকলের উপর মাথাপিছু এক ছা‘ খেজুর, যব ইত্যাদি (অন্য বর্ণনায়) খাদ্যবস্তু ফিৎরার যাকাত হিসাবে ফরয করেছেন এবং তা ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে আদায়ের নির্দেশ দান করেছেন’।[২৪] ঈদুল ফিতরের ১ বা ২ দিন আগে বায়তুল মাল জমাকারীর নিকট ফিৎরা জমা করা সুন্নাত, যা ঈদের পরে হকদারগণের মধ্যে বণ্টন করতে হবে।[২৫]

(খ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে মদীনায় ‘গম’ ছিল না। মু‘আবিয়া (রাঃ)-এর যুগে সিরিয়ার গম মদীনায় আমদানী হ’লে উচ্চ মূল্যের বিবেচনায় তিনি গমে অর্ধ ছা‘ ফিৎরা দিতে বলেন। কিন্তু ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরীসহ অন্যান্য ছাহাবীগণ মু‘আবিয়া (রাঃ)-এর এই ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত অমান্য করেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ ও প্রথম যুগের আমলের উপরেই কায়েম থাকেন। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, ‘যারা অর্ধ ছা‘ গমের ফিৎরা দেন, তারা মু‘আবিয়া (রাঃ)-এর ‘রায়’-এর অনুসরণ করেন মাত্র’।[২৬] (গ) মদীনার হিসাবে এক ছা‘ এদেশের আড়াই কেজি চাউলের সমান অথবা প্রমাণ সাইজ হাতের পূর্ণ চার অঞ্জলী চাউল। টাকা দিয়ে ফিৎরা আদায় করার কোন দলীল নেই।

১১. ঈদের তাকবীর : ছালাতুল ঈদায়েনে প্রথম রাক‘আতে সাত, দ্বিতীয় রাক‘আতে পাঁচ মোট ১২ তাকবীর দেওয়া সুন্নাত।[২৭] ছহীহ বা যঈফ সনদে ৬ (ছয়) তাকবীরের পক্ষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ’তে কোন হাদীছ নেই।[২৮]

১২. মহিলাদের ঈদের জামা‘আত : মহিলাগণ শারঈ পর্দা বজায় রেখে পুরুষদের ঈদের জামা‘আতে শরীক হ’তে পারবেন। উম্মে ‘আতিয়া (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) আমাদের ঋতুবতী এবং বিবাহিতা ও অবিবাহিতা মহিলাদের ঈদগাহে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে ঋতুবতী মহিলারা ঈদগাহে মুসলমানদের জামা‘আতে ও তাদের দো‘আতে শরীক হবে। কিন্তু ছালাত আদায় থেকে বিরত থাকবে।[২৯]

১৩. ছিয়াম ভঙ্গের কারণ সমূহ : (ক) ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে খানাপিনা করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় এবং তার কাযা ওয়াজিব হয়। (খ) যৌনসম্ভোগ করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় এবং তার কাফফারা স্বরূপ একটানা দু’মাস ছিয়াম পালন অথবা ৬০ (ষাট) জন মিসকীন খাওয়াতে হয় *(নিসা ৯২; মুজাদালাহ ৪)*। (গ) ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে ক্বাযা আদায় করতে হবে। তবে অনিচ্ছাকৃত বমি হ’লে, ভুলক্রমে কিছু খেলে বা পান করলে, স্বপ্নদোষ বা সহবাসজনিত নাপাকী অবস্থায় সকাল হয়ে গেলে, চোখে সুর্মা লাগালে বা মিসওয়াক করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় না।[৩০]

১৪. ছিয়ামের অন্যান্য বিধান : (ক) অতি বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বা অসুস্থ তথা যারা ছিয়াম পালনে অক্ষম, তারা ছিয়ামের ফিদইয়া হিসাবে দৈনিক একজন করে মিসকীন খাওয়াবেন *(বাক্বারাহ ২/১৮৪)*। ছাহাবী আনাস (রাঃ) গোশত-রুটি বানিয়ে একদিনে ৩০ (ত্রিশ) জন মিসকীন খাইয়েছিলেন।[৩১] ইবনু আব্বাস (রাঃ) গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী মহিলাদেরকে ছিয়ামের ফিদইয়া আদায় করতে বলতেন।[৩২] (খ) মৃত ব্যক্তির ছিয়ামের ক্বাযা তার উত্তরাধিকারীগণ আদায় করবেন অথবা তার বিনিময়ে ফিদইয়া দিবেন।[৩৩] ফিদইয়ার পরিমাণ দৈনিক এক মুদ বা সিকি ছা‘ চাউল অথবা গম।[৩৪] তবে বেশী দিলে বেশী নেকী পাবেন *(বাক্বারাহ ২/১৮৪)*।

---

[১৮] *মিশকাত হা/১৩০২।*
[১৯] *আহমাদ, ইবনু মাজাহ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২০৯১।*
[২০] *বুখারী হা/২০২৬; মুসলিম হা/১১৭২; মিশকাত হা/২০৯৭।*
[২১] *ফাৎহুল বারী হা/২০৩৩-এর আলোচনা।*
[২২] *সাইয়িদ সাবিক্ব, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৪৩৬ ‘ই‘তিকাফ স্থলে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময়’ অনুচ্ছেদ।*
[২৩] *বুখারী হা/২০২৯।*
[২৪] *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৫, ১৮১৬।*
[২৫] *বুখারী হা/১৫০৮-১২; ঐ দ্রঃ ফাৎহুল বারী, ৩/৪৩৬-৪১।*
[২৬] *দ্রঃ ফাৎহুল বারী (কায়রো : ১৪০৭ হি), ৩/৪৩৮ পৃঃ।*
[২৭] *আহমাদ, আবূদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৪৪১।*
[২৮] *আলোচনা দ্রষ্টব্য : নায়লুল আওত্বার ৪/২৫৩-৫৬ পৃঃ; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃ. ২০৬-১২।*
[২৯] *বুখারী হা/৯৮০-৯৮১; মুসলিম হা/৮৯০; মিশকাত হা/১৪৩১।*
[৩০] *শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ৫/২৭১-৭৫, ২৮৩; ১/১৬২ পৃঃ।*
[৩১] *ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ১৮৪ আয়াত।*
[৩২] *বুখারী হা/৪৫০৫; ইরওয়া হা/৯১২; নায়ল ৫/৩১১ পৃঃ।*
[৩৩] *নায়ল ৫/৩১৫-১৭ পৃঃ।*
[৩৪] *বায়হাক্বী হা/৮০০৫-০৬, ৪/২৫৪ পৃঃ।*

সূচীপত্র

যাকাত ও ছাদাক্বা

-আত-তাহরীক ডেস্ক

‘যাকাত’ অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া, পবিত্রতা ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থে ঐ দান, যা আল্লাহ্র নিকটে ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং যাকাত দাতার মালকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে। ‘ছাদাক্বা’ অর্থ ঐ দান যার দ্বারা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ হয়। পারিভাষিক অর্থে যাকাত ও ছাদাক্বা মূলতঃ একই মর্মার্থে ব্যবহৃত হয়।

যাকাত ও ছাদাক্বার উদ্দেশ্য :

যাকাত ও ছাদাক্বার মূল উদ্দেশ্য হ’ল দারিদ্র্য বিমোচন ও ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَاءِهِمْ- ‘আল্লাহ তাদের উপরে ছাদাক্বা ফরয করেছেন। যা তাদের ধনীদের নিকট থেকে নেওয়া হবে ও তাদের গরীবদের মধ্যে ফিরিয়ে দেওয়া হবে’।[১]

যাকাতের প্রকারভেদ :

যাকাত চার প্রকার মালে ফরয হয়ে থাকে। ১. স্বর্ণ-রৌপ্য বা সঞ্চিত টাকা-পয়সা ২. ব্যবসায়রত সম্পদ ৩. উৎপন্ন ফসল ৪. গবাদি পশু। টাকা-পয়সা একবছর সঞ্চিত থাকলে শতকরা আড়াই টাকা বা ৪০ ভাগের ১ ভাগ হারে যাকাত দিতে হয়। ব্যবসায়রত সম্পদ ও গবাদি পশুর মূলধনের এক বছর হিসাব করে যাকাত দিতে হয়। উৎপন্ন ফসল যেদিন হস্তগত হবে, সেদিনই যাকাত (ওশর) ফরয হয়। এর জন্য বছরপূর্তি শর্ত নয়।

যাকাতের নিছাব :

১. স্বর্ণ-রৌপ্যে পাঁচ উক্বিয়া বা ২০০ দিরহাম। ২. ব্যবসায়রত সম্পদ-এর নিছাব স্বর্ণ-রৌপ্যের ন্যায়। ৩. খাদ্য শস্যের নিছাব পাঁচ অসাক্ব, যা হিজাযী ছা‘ অনুযায়ী ১৯ মণ ১২ সেরের কাছাকাছি বা ৭১৭ কেজির মত হয়। এতে ওশর বা এক দশমাংশ নির্ধারিত। সেচা পানিতে হ’লে নিছফে ওশর বা ১/২০ অংশ নির্ধারিত। ৪. গবাদি পশু : (ক) উট ৫টিতে একটি ছাগল (খ) গরু-মহিষ ৩০টিতে ১টি দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী বাছুর (গ) ছাগল-ভেড়া-দুম্বা ৪০টিতে একটি ছাগল।[২]

যাকাতুল ফিৎর :

এটিও ফরয যাকাত, যা ঈদুল ফিৎরের ছালাতে বের হওয়ার আগেই মাথা প্রতি এক ছা‘ বা মধ্যম হাতের চার অঞ্জলী (আড়াই কেজি) হিসাবে দেশের প্রধান খাদ্যশস্য হ’তে প্রদান করতে হয়। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের স্বাধীন ও ক্রীতদাস, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড় সকলের উপর মাথা পিছু এক ছা‘ খেজুর, যব ইত্যাদি (অন্য বর্ণনায়) খাদ্যবস্তু ফিৎরার যাকাত হিসাবে ফরয করেছেন এবং তা ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে জমা দেয়ার নির্দেশ দান করেছেন’।[৩] ছোট-বড়, ধনী-গরীব সকল মুসলিম নর-নারীর উপরে যাকাতুল ফিৎর ফরয। এর জন্য ‘ছাহেবে নিছাব’ অর্থাৎ সাংসারিক প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ বাদে ২০০ দিরহাম বা সাড়ে ৫২ তোলা রূপা কিংবা সাড়ে ৭ তোলা স্বর্ণের মালিক হওয়া শর্ত নয়।

ছাদাক্বা ব্যয়ের খাত সমূহ :

পবিত্র কুরআনে সূরায়ে তওবা ৬০নং আয়াতে ফরয ছাদাক্বা সমূহ ব্যয়ের আটটি খাত বর্ণিত হয়েছে। যথা-

১. ফক্বীর : নিঃসম্বল ভিক্ষাপ্রার্থী, **২. মিসকীন :** যে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজন মিটাতেও পারে না, মুখ ফুটে চাইতেও পারে না। বাহ্যিকভাবে তাকে সচ্ছল বলেই মনে হয়, **৩. ‘আমেলীন :** যাকাত আদায়ের জন্য নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ, **৪. ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট ব্যক্তিগণ।** অমুসলিমদেরকে ইসলামে দাখিল করাবার জন্য এই খাতটি নির্দিষ্ট, **৫. দাসমুক্তির জন্য।** এই খাত বর্তমানে শূন্য। তবে অনেকে অসহায় কয়েদী মুক্তিকে এই খাতের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেছেন *(কুরতুবী)*, **৬. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি :** যার সম্পদের তুলনায় ঋণের পরিমাণ বেশী। কিন্তু যদি তার ঋণ থাকে ও সম্পদ না থাকে, এমতাবস্থায় সে ফক্বীর ও ঋণগ্রস্ত দু’টি খাতের হকদার হবে, **৭. ফী সাবীলিল্লাহ** বা আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করা **৮. দুস্থ মুসাফির :** পথিমধ্যে কোন কারণবশতঃ পাথেয় শূন্য হয়ে পড়লে পথিকগণ এই খাত হ’তে সাহায্য পাবেন। যদিও তিনি নিজ দেশে বা বাড়ীতে সম্পদশালী হন। ফিৎরা অন্যতম ফরয যাকাত হিসাবে তা উপরোক্ত খাত সমূহে বা ঐগুলির একাধিক খাতে ব্যয় করতে হবে। খাত বহির্ভূতভাবে কোন অমুসলিমকে ফিৎরা দেওয়া জায়েয নয়।[৪]

বায়তুল মাল জমা করা :

ফিৎরা ঈদের এক বা দু’দিন পূর্বে বায়তুল মালে জমা করা সুন্নাত। ইবনু ওমর (রাঃ) অনুরূপভাবে জমা করতেন। ঈদুল ফিৎরের দু’তিন দিন পূর্বে খলীফার পক্ষ হ’তে ফিৎরা জমাকারীগণ ফিৎরা সংগ্রহের জন্য বসতেন ও লোকেরা তাঁর কাছে গিয়ে ফিৎরা জমা করত। ঈদের পরে হকদারগণের মধ্যে বণ্টন করা হ’ত।[৫]

যাকাত-ওশর-ফিৎরা-কুরবানী ইত্যাদি ফরয ও নফল ছাদাক্বা রাষ্ট্র কিংবা কোন বিশ্বস্ত ইসলামী সংস্থা-র নিকটে জমা করা, অতঃপর সেই সংস্থা-র মাধ্যমে বণ্টন করাই হ’ল বায়তুল মাল বণ্টনের সুন্নাতী তরীকা। ছাহাবায়ে কেরামের যুগে এ ব্যবস্থাই চালু ছিল। তাঁরা নিজেদের যাকাত নিজেরা হাতে করে বণ্টন করতেন না। বরং যাকাত সংগ্রহকারীর নিকটে গিয়ে জমা দিয়ে আসতেন। এখনও সঊদী আরব, কুয়েত প্রভৃতি দেশে এ রেওয়াজ চালু আছে।

---

[১] *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৭৭২ ‘যাকাত’ অধ্যায়।*

[২] *বিস্তারিত নিছাব ‘যাকাত ও ছাদাক্বা’ বই দ্রষ্টব্য।*

[৩] *বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/১৮১৫-১৬।*

[৪] *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩৮৬; মির‘আত হা/১৮৩৩-এর ব্যাখ্যা, ১/২০৫-৬।*

[৫] *দ্রঃ বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/১৫১১-এর আলোচনা, মির‘আত১/২০৭ পৃ.।*

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পদ্ধতিতে পানি পান এবং আধুনিক বিজ্ঞান

*-ইঞ্জিনিয়ার আসীফুল ইসলাম চৌধুরী**

বলা হয় স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। আর স্বাস্থ্য গঠনে পানি হ'ল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। পানি এমন একটি উপাদান যা ব্যতীত জীবন ধারণ অসম্ভব। মানুষের শরীরের ৬০-৭৫ ভাগ অংশ পানি দ্বারা গঠিত। আল্লাহ বলেন, أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ 'আমরা কি তোমাদেরকে সৃষ্টি করিনি নিকৃষ্ট পানি হ'তে?' *(মুরসালাত ৭৭/২০)*। তিনি আরো বলেন, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا– 'তিনিই মানুষকে পানি হ'তে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি তার বংশগত ও বিবাহগত সম্পর্ক নির্ধারণ করেছেন। বস্তুতঃ তোমার প্রতিপালক সর্বশক্তিমান' *(ফুরক্বান ২৫/৫৪)*।

আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিয়েছেন যে, পানি দ্বারাই মানুষের সৃষ্টি। তাই মানুষের দৈহিক বৃদ্ধি, গঠন এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্যাদি সম্পাদনের জন্য পানি অপরিহার্য। আর পানযোগ্য পানির প্রধান উৎস হ'ল পাহাড়-পর্বত। আল্লাহ বলেন, وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، 'আর আমরা তাতে স্থাপন করেছি সুউচ্চ পর্বতমালা এবং তোমাদেরকে পান করিয়েছি সুপেয় পানি' *(মুরসালাত ৭৭/২৭)*।

আমরা সকলে জানি আমাদের বিশুদ্ধ পানি পান করতে হবে। প্রশ্ন হ'ল- কেবল বিশুদ্ধ পানি পান করলেই কি শরীর সুস্থ থাকবে? নাকি সুনির্দিষ্ট কোন নিয়ম-পদ্ধতি মেনে পানি পান করতে হবে? ইসলাম নির্ধারণ করে দিয়েছে পৃথিবীতে সকল বস্তু ব্যবহারের সুনির্দিষ্ট নিয়ম-পদ্ধতি। পানি পান করারও রয়েছে সুনির্দিষ্ট নিয়ম। আমরা যদি এই নিয়মের ব্যতিক্রম করি তবে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের কিভাবে পানি পান করতে হয় তা শিখিয়েছেন। এক্ষণে আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাতী পদ্ধতিতে পানি পান করলে কি উপকার লাভ হবে এবং না করলে কি ক্ষতির সম্মুখীন হ'তে হবে তা জানার চেষ্টা করব।-

দাঁড়িয়ে পানি পান না করা :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দাঁড়িয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا، 'নবী করীম (ছাঃ) দাঁড়িয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।'[1] অর্থাৎ দাঁড়িয়ে পানি পান করলে ক্ষতির সম্মুখীন হ'তে হবে। যেমন-

১. বদহজম : দাঁড়িয়ে পানি পান পরিপাকতন্ত্রকে ধ্বংস করতে পারে। কারণ আমরা যখন দাঁড়িয়ে পানি পান করি, তখন তা প্রচণ্ড শক্তি ও গতির সঙ্গে খাদ্যনালীর মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে এবং সরাসরি নীচের পেটে গিয়ে পড়ে, যা ক্ষতিকর। ফলে এর কারণে বদহজম হ'তে পারে।

২. ট্রিগার আর্থ্রাইটিস : দাঁড়িয়ে পানি পান করাবস্থায় স্নায়ুগুলি উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থায় থাকে, যা শরীরে তরলের ভারসাম্যকে ব্যাহত করে। যার ফলে শরীরে টক্সিন এবং বদহজম বৃদ্ধি পায়। এটি জয়েন্টগুলোতে তরল জমা করে এবং আর্থ্রাইটিসকে ট্রিগার করে। ডাঃ রুস্তগি বলেছেন, 'দাঁড়িয়ে পানি পান করলে জয়েন্টে তরল জমা হ'তে পারে এবং বাতের সমস্যা এবং জয়েন্টের ক্ষতি হ'তে পারে'।

৩. ফুসফুসের ঝুঁকি বাড়ে : দাঁড়িয়ে পানি পান করলে প্রয়োজনীয় পুষ্টি ও ভিটামিন লিভার ও পরিপাকতন্ত্রে সঠিকভাবে পৌঁছায় না। আমরা যখন দাঁড়িয়ে পানি পান করি তখন পানি সিস্টেমের মধ্য দিয়ে খুব দ্রুত প্রবাহিত হয় এবং তা ফুসফুস এবং হার্টের কার্যকারিতাকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলে। কারণ এইভাবে পানি পান করলে অক্সিজেনের মাত্রা ব্যাহত হয়।

৪. কিডনির সমস্যা : গবেষণায় জানা গেছে যে, আমাদের কিডনী বসে থাকা অবস্থায় ভাল ফিল্টার করে। দাঁড়িয়ে পানি পান করার সময়, উচ্চ চাপে তরল কোন পরিস্রাবণ ছাড়াই পেটের নীচের দিকে চলে যায়। এর ফলে পানির দূষিত কণা মূত্রাশয়ে জমা হয় এবং কিডনির কার্যকারিতা ক্ষতিগ্রস্ত করে। অনেক সময় মূত্রনালীতে পাথর জমতে পারে।[2]

উপরোক্ত সমস্যাগুলো হ'তে বাঁচতে হ'লে দাঁড়িয়ে নয়, বরং বসে পানি পান করতে হবে।

তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করা :

তিন নিঃশ্বাসে অর্থাৎ ধীরে ধীরে পানি পান করতে হবে।

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ ثَلاَثًا وَقَالَ "هُوَ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ وَأَبْرَأُ 'নবী করীম (ছাঃ) তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করতেন এবং বলতেন, এভাবে পানি পান করলে তৃষ্ণা উত্তমরূপে নিবারিত হয়, খাদ্য অধিক হজম হয় এবং স্বাস্থ্য ভাল থাকে'।[3]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করতে বলেছেন। একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের শরীরে দৈনিক গড়ে ৩.৭ লিটার পানির প্রয়োজন হয়। যা মূলতঃ সে সারাদিনে যত পরিমাণ স্বাভাবিক পান করে, যত ধরনের শরবত পান করে এবং যে খাদ্য সে ভক্ষণ করে তা হ'তে আসে। আবার একজন মানুষ যখন পানি গিলে খায়, সাধারণত প্রায় ৫০-

---

[1] *আবূদাঊদ হা/৩৬৭৫।*

[2] *Dr. Vipul Rustgi, general physician, Apollo Spectra, Delhi.*

[3] *আবূদাঊদ হা/৩৬৮৫।*

১০০ মি.লি. পানি প্রতি ঢোকে গিলে খাওয়ার সাথে সাথে খাদ্যনালী এবং পেটে প্রবেশ করে। তবে চুমুকের আকার এবং গিলে ফেলার ধরনের উপর ভিত্তি করে এর পরিমাণ কমবেশী হয়। আবার কোনকিছু গিলার সময় ০.৫-১.৫ মিলি মুখের লালা খাদ্যনালী দিয়ে পেটে প্রবেশ করে। এই লালা খাদ্য হজমে সহায়তা করে।

লালায় অ্যামাইলেজ নামক এনজাইম রয়েছে, যা হজমের প্রাথমিক পর্যায়ে ভূমিকা পালন করে। অ্যামাইলেজ জটিল কার্বো-হাইড্রেটগুলিকে সহজ শর্করাতে ভেঙ্গে দেয়। যখন আমরা খাদ্য গ্রহণ করি, তখন লালা আমাদের মুখের খাবারের সাথে মিশে যায় এবং লালার মধ্যে থাকা অ্যামাইলেজ এনজাইম খাদ্যের মাল্টোজ এবং ডেক্সট্রিন নামক স্টার্চ ভেঙ্গে ফেলতে সহায়তা করে।

এই এনজাইমেটিক হজম খাদ্যের রাসায়নিক ভাঙ্গনের একটি অংশ যা পাকস্থলীতে পৌঁছানোর আগে মুখের মধ্যে ঘটে। একবার খাবার গিলে ফেলা হ'লে এটি পরিপাকতন্ত্রের মধ্য দিয়ে চলে যায় এবং অন্যান্য পাচক এনজাইম এবং পাকস্থলীর অ্যাসিডের সাহায্যে পাকস্থলী এবং ক্ষুদ্রান্ত্রে আরো হজম ক্রিয়া চালাতে থাকে।

তাই পানি একেবারে পান না করে ধীরে ধীরে পান করা উচিত। যখন তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করা হবে, তখন পানি ধীরে ধীরে পেটে পৌঁছবে এবং এতে অধিক পরিমাণ লালা পেটে যাওয়ার সুযোগ পাবে। ফলে আমাদের হজম ক্রিয়া বৃদ্ধি পাবে।[৪]

বোতল জাতীয় পাত্রের মুখে মুখ লাগিয়ে পানি পান না করা :

অনেকে পানি পান করার সময় বোতলের মুখে মুখ লাগিয়ে পান করে। এরূপভাবে পানি পান করতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ করেছেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ وَعَنْ رُكُوبِ الْجَلاَّلَةِ وَالْمُجَثَّمَةِ، 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মশকের মুখে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতে, অপবিত্র বস্তু ভক্ষণকারী জানোয়ারের পিঠে আরোহণ করতে এবং তীর বিদ্ধ পশুর গোশত ভক্ষণ করতে নিষেধ করেছেন।[৫]

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَفْوَاهِهَا 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মশক উল্টিয়ে ধরে এর মুখে মুখ লাগিয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন'।[৬]

আমরা জেনেছি যে, মুখের লালার গুরুত্ব এবং তা কিভাবে হজম প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে। যখন বোতলজাতীয় পাত্র উল্টিয়ে ধরে মুখে মুখ লাগিয়ে পানি পান করা হয় তখন পানি সরাসরী পাকস্থলিতে গিয়ে পড়ে এবং পানির সাথে মুখের লালার মিশ্রণ হয় না। এভাবে পানি পান করলে শরীরের ভিতরে উৎপন্ন হওয়া কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাইরে বের হ'তে পারে না এবং তা পানির সাথে মিশে কার্বনিক এসিড তৈরী করে। ফলে খাদ্য হজম প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়। তাই মশক বা বোতল উল্টিয়ে ধরে মুখের সাথে মুখ লাগিয়ে পানি পান করা স্বাস্থের জন্য ক্ষতিকর।

পাত্রের মধ্যে ফুঁ না দেওয়া বা নিঃশ্বাস না ফেলা :

অনেকে পানি পান করার সময় পাত্রে নিঃশ্বাস ফেলে বা গরম পানীয় পান করার সময় বা গরম খাবার ঠাণ্ডা করার জন্য ফুঁ দিয়ে থাকে। এরূপ নিঃশ্বাস ফেলতে বা ফুঁ দিতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ করেছেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الإِنَاءِ أَوْ يُنْفَخَ فِيهِ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পাত্রের মধ্যে শ্বাস ফেলতে এবং তাতে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন'।[৭]

আমরা যখন পানি পান করি তখন পানিকে ভিতরে প্রবেশ করতে দেওয়ার জন্য ভিতর থেকে গ্যাস বের হয় যা স্বাভাবিক। কিন্তু যখন পানিতে নিঃশ্বাস ফেলা হয় বা ফুঁ দেওয়া হয় তখন সেই নিঃশ্বাসে বা ফুঁ-এর সাহায্যে কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গত হয়। এই কার্বন-ডাই-অক্সাইড পানির সাথে বিক্রিয়া করে কার্বোনিক এসিড উৎপন্ন করে এবং এই এসিড পানির সাথে পেটে প্রবেশ করে। যখন এই কার্বোনিক এসিড পেটে প্রবেশ করে তখন পেটে গ্যাস উৎপন্ন হয়, যার ফলে পেট ফেঁপে যায়। যা আমাদের অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই এসিডের কারণে আমাদের হজম ক্রিয়া ব্যাহত হয় এবং খাদ্য পাকস্থলি হ'তে ক্ষুদ্রান্ত্রে যেতে অনেক সময় নেয়। এসকল কারণে পেট ফেঁপে গিয়ে আমাদের অস্বস্থি অনুভূত হয়।

অতএব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত মোতাবেক পানি পান করলে অর্থাৎ বসে, তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করলে এবং পানির মধ্যে নিঃশ্বাস বা ফুঁ না দিলে এই পানি আমাদের হজমে সহায়তা করবে এবং স্বাস্থ্য ভাল থাকবে ইনশাআল্লাহ। অপরদিকে এইভাবে পানি পান না করলে অনেক বড় ক্ষতি হয়ত হবে না কিন্তু নিয়মিত এই সুন্নাত বিরোধী পদ্ধতিতে পানি পান করার কারণে তা একসময় বড় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন!

দৃষ্টি আকর্ষণ

আত-তাহরীক-এ প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের দায়ভার সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপন দাতার। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের কোন দায়বদ্ধতা নেই। -*সম্পাদক*।

---

৪. *The Economic Times, 18 march, 2018.*

৫. *আবূদাউদ হা/৩৬৭৭*।

৬. *ছহীহ মুসলিম হা/৫১০০*।

৭. *আবূদাউদ হা/৩৬৮৬*।

অমর বাণী

*-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ**

১. ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, صَحِبْتُ الصُّوفِيَّةَ، فَمَا انْتَفَعْتُ مِنهُم إلَّا بِكَلِمَتَيْنِ سَمِعتُهم يقولُون: الوَقْتُ سَيفٌ، فإنْ قَطَعْتَهُ وإلَّا قَطَعَك ونَفْسُكَ إنْ لَمْ تَشْغَلْها بالحقِّ شَغَلَتْك بالبَاطِلِ، 'আমি ছূফীদের সাথে মিশে তাদের কাছ থেকে শুধু দু'টি উপকারী কথা শিখেছি : (১) সময় হচ্ছে তরবারীর মতো। যদি তুমি একে কাটতে না পার, তবে সে তোমাকে কেটে ফেলবে (অর্থাৎ সময়ের সদ্ব্যবহার না করলে হারানো সময় আর ফিরে আসবে না এবং এজন্য আফসোস করেও কোন লাভ হবে না), (২) যদি তোমার নফসকে তুমি ভালো কাজে ব্যস্ত না রাখ, তবে সে তোমাকে অন্যায় কাজে ব্যস্ত রাখবে'।[১]

২. ওহাব আল-মাক্কী (রহঃ) বলেন, لَأَنْ أَدَعُ الْغِيبَةَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَكُونَ لِيَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، مُنْذُ خُلِقَتْ إِلَى أَنْ تَفْنَى، فَأَجْعَلُهَا فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى، لَأَنْ أَغُضَّ بَصَرِي عَمَّا حَرَّمَ اللهُ تَعَالَى، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَكُونَ لِيَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا فَأَجْعَلُهَا فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى 'দুনিয়ার সূচনালগ্ন থেকে লয়প্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত পার্থিব সকল ধন-সম্পদের মালিক হয়ে তার সবটুকু আল্লাহ্‌র রাস্তায় বিলিয়ে দেওয়ার চেয়েও গীবত পরিত্যাগ করতে পারা আমার নিকটে অধিকতর প্রিয়। পৃথিবীর বুকে যত অর্থবিত্ত আছে সব হস্তগত করে আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করার চেয়ে দৃষ্টির হেফাযত করতে পারাটা আমার কাছে অধিক পসন্দনীয়'।[২]

৩. ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, الْمَطْلُوبُ مِنْ الْقُرْآنِ هُوَ فَهْمُ مَعَانِيهِ، وَالْعَمَلُ بِهِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ هَذِهِ هِمَّةَ حَافِظِهِ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالدِّينِ 'কুরআন পাঠের মূল উদ্দেশ্য হ'ল- এর অর্থ অনুধাবন করা এবং তদনুযায়ী আমল করা। কুরআনের বাহকের যদি এই অভিপ্রায় না থাকে, তবে সে আলেম ও দ্বীনদারদের অন্তর্ভুক্ত হবে না'।[৩]

৪. ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, اَلْقَلْبُ الْحَيُّ هُوَ الَّذِي يَعْرِفُ الْحَقَّ وَيَقْبَلُهُ وَيُحِبُّهُ وَيُؤْثِرُهُ عَلَى غَيْرِهِ فَإِذَا مَاتَ الْقَلْبُ لَمْ يَبْقَ فِيهِ إِحْسَاسٌ وَلَا تَمْيِيْزَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ 'জীবন্ত অন্তর হ'ল- যা হক চিনে, সেটা গ্রহণ করে ও পসন্দ করে এবং সকল কিছুর উপর হককে প্রাধান্য দেয়। কিন্তু অন্তর যখন মরে যায়, তখন সেখানে হক ও বাতিলের পার্থক্য করার অনুভূতিও অবশিষ্ট থাকে না'।[৪]

৫. আব্দুল আযীয ইবনে আবূ রাওয়াদ (রহঃ) তাহাজ্জুদের সময় বিছানার উপর হাত রেখে বলতেন, مَا أَلْيَنَكَ وَلَكِنَّ فِرَاشَ الْجَنَّةِ أَلْيَنُ مِنْكَ ثُمَّ يَقُوْمُ إِلَى صَلَاتِهِ، '(হে বিছানা!) তুমি কত নরম! কিন্তু জান্নাতের বিছানা তোমার চেয়ে আরো বেশী নরম। একথা বলেই তিনি ছালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন'।[৫]

৬. ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, اِجتِنَابُ المَعَاصِي، وَتَرْكُ مَا لَا يَعْنِيْكَ يُنَوِّرُ القَلْبَ، 'গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা এবং অনর্থক বিষয় পরিত্যাগ করা অন্তরকে ঈমানের আলোয় আলোকোজ্জ্বল করে তোলে'।[৬]

৭. মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব আল-কুরাযী (রহঃ) বলেন, مَا عُبِدَ اللهُ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ تَرْكِ الْمَعَاصِي، 'আল্লাহ্‌র ইবাদত করা অপেক্ষা গোনাহ পরিত্যাগ করা তাঁর নিকটে অধিক প্রিয়'।[৭]

৮. আইয়ূব সাখতিয়ানী (রহঃ) বলেন, إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يُنَافِسُ فِي الدُّنْيَا، فَنَافِسْهُ فِي الْآخِرَةِ، 'যখন তুমি কাউকে দুনিয়া নিয়ে প্রতিযোগিতা করতে দেখবে, তখন তুমি তার সাথে আখেরাত নিয়ে প্রতিযোগিতা করবে'।[৮]

৯. যাহ্‌হাক (রহঃ) বলেন, خُلَّتَانِ مَنْ كَانَتا فِيهِ هَنَئَاهُ دِينُهُ وَدُنْيَاهُ، مَنْ نَظَرَ فِي دِينِهِ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ، لَمْ تَزَلْ نَفْسُهُ تَتُوقُ إِلَى عَمَلِهِ، وَمَنْ نَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ، لَمْ تَسْمُ نَفْسُهُ، 'দু'টি গুণ যার মাঝে থাকবে ও তার দ্বীন ও দুনিয়া উভয়টাই সুখময় হবে। যে ব্যক্তি দ্বীনের ক্ষেত্রে তার চেয়ে অগ্রগামী ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি দিবে, তার মন সবসময় নেক আমলের প্রতি আগ্রহী থাকবে। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার ক্ষেত্রে তার চেয়ে অনগ্রসর ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি দিবে, তার নফস কখনো আমলের ক্ষেত্রে উচ্চাকাংখী হবে না'।[৯]

১০. শুজা' আল-কিরমানী বলেন, مَنْ عَمَّرَ ظَاهِرَهُ بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ، وَبَاطِنَهُ بِدَوَامِ الْمُرَاقَبَةِ، وَغَضَّ بَصَرَهُ عَنْ الْمَحَارِمِ، وَكَفَّ نَفْسَهُ عَنْ الشَّهَوَاتِ وأَكَلَ مِنَ الحَلَالِ؛ لَمْ تُخطِئ فِرَاسَتُهُ، 'যে ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে সুন্নাতের অনুসরণ করে, গোপনে সর্বদা আল্লাহকে ভয় করে, হারাম বিষয় থেকে দৃষ্টি অবনমিত রাখে, প্রবৃত্তির চাহিদা থেকে নিজেকে বিরত রাখে এবং হালাল খাবার খায়, তার বিচক্ষণতা সর্বদা অব্যর্থ প্রমাণিত হয়'।[১০]

** এম.ফিল গবেষক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।*

[১] ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালেকীন, ৩/৫৪৬।

[২] আবুল লাইছ সামারকান্দী, তাম্বীহুল গাফিলীন, পৃ. ১৬৬।

[৩] ইবনু তায়মিয়াহ, আল-ফাতাওয়াল কুবরা ২/১৩৫।

[৪] ইবনুল ক্বাইয়িম, শিফাউল 'আলীল, পৃঃ ১০৪।

[৫] আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানী. তাম্বীহুল মুগতাররীন, পৃ. ৮৯।

[৬] যাহাবী. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১০/৯৮।

[৭] ইবনু হাজার হায়তামী, আয-যাওয়াজির আন ইক্বতিরাফিল কাবায়ের, ১/২০।

[৮] মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ, ৭/১৮৮।

[৯] ইবনুশ শাজারী, তারতীবুল আমালী, ২/৪৩২।

[১০] ইবনুল ক্বাইয়িম, রওযাতুল মুহিব্বীন, পৃ. ১৬১।

স্ত্রী নির্বাচনে নিয়তের গুরুত্ব

-আব্দুত তাওয়াব

ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া (রহঃ) বলেন, ‘একদিন আমি সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না (রহঃ)-এর কাছে ছিলাম। এমন সময় এক লোক এসে তাকে নিজ স্ত্রীর ব্যাপারে বলল, ‘হে আবূ মুহাম্মাদ! ঐ নারীর ব্যাপারে আমার অভিযোগ আছে। আমি যেন তার কাছে সবচেয়ে লাঞ্ছিত ও সবচেয়ে তুচ্ছ। তার কথা শুনে সুফিয়ান (রহঃ) কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে থাকলেন। এরপর মাথা তুলে বললেন, ‘হয়ত তুমি তাকে এ আশায় বিবাহ করেছ যে, তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে? লোকটি বলল, জি, আবূ মুহাম্মাদ! সুফিয়ান বললেন, مَنْ ذَهَبَ إِلَى الْعِزِّ ابْتُلِيَ بِالذُّلِّ، وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى الْمَال ابْتُلِيَ بِالْفَقْرِ، وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى الدِّيْن يَجْمَعُ اللهُ لَهُ الْعِزَّ وَالْمَالَ مَعَ الدِّين، ‘যে মর্যাদা বাড়াতে চায়, সে লাঞ্ছনা দ্বারা পরীক্ষিত হয়। আর যে সম্পদ অর্জন করতে চায়, সে দারিদ্র্য দ্বারা পরীক্ষিত হয়। আর যে দ্বীন অনুযায়ী চলতে চায়, আল্লাহ তাকে দ্বীনদারীর সাথে মর্যাদা ও সম্পদ উভয়টা দান করেন।

এরপর সুফিয়ান ঘটনা বলতে শুরু করলেন, আমরা ছিলাম চার ভাই। মুহাম্মাদ, ইমরান, ইব্রাহীম ও আমি। মুহাম্মাদ সবার বড়। ইমরান সবার ছোট। আমি ছিলাম মেজ। মুহাম্মাদ যখন বিয়ে করতে চাইলেন, তিনি বংশ মর্যাদাসম্পন্ন মেয়ে খুঁজলেন। এরপর নিজের চেয়ে বেশী বংশ মর্যাদাসম্পন্ন একজনকে বিয়ে করলেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে লাঞ্ছনা দ্বারা পরীক্ষা করলেন। ইমরান বিয়ের ক্ষেত্রে সম্পদের প্রতি আগ্রহী হ'ল। তাই সে নিজের চেয়ে বেশী ধন-সম্পদশালী মেয়েকে বিয়ে করল। আল্লাহ তা'আলা ইমরানকে দারিদ্র্য দ্বারা পরীক্ষা করলেন। সবাই তার কাছ থেকে নিল, কিন্তু তাকে কিছুই দিল না। অবশেষে নারীর কার্যাদী পরিচালনার জন্য আমিই বাকী থাকলাম।

একবার আমাদের বাসায় মা'মার ইবনে রাশীদ (রহঃ) আসলেন। আমি তার সাথে বিয়ের ব্যাপারে পরামর্শ করলাম। তার কাছে আমার ভাইদের ঘটনা খুলে বললাম। তিনি আমাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দু'টি হাদীছ শুনিয়ে দিলেন। যেখানে তিনি বলেছেন, تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، ‘নারীদের বিয়ে করা হয় চারটি জিনিস দেখে- তার ধন-সম্পদ, বংশ-মর্যাদা, রূপ-সৌন্দর্য এবং দ্বীনদারী। তুমি দ্বীনদার নারীকে বিয়ে করে সফল হও, অন্যথা তোমার উভয় হাত ধূলি ধূসরিত হোক’ *(বুখারী হা/৫০৯০; মুসলিম হা/১৪৬৬)*। অন্যত্র আয়েশা (রাঃ)-এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مُؤْنَةً ‘যে নারীর ভরণপোষণ যত সহজ, সে নারী তত বরকতময়’ *(আহমাদ হা/২৫১১৯, সনদ যঈফ)*।

এরপর আমি নিজের বিয়ের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাতকে পাত্রী বাছাইয়ের মাপকাঠি নির্ধারণ করলাম। দ্বীনদার ও ভরণপোষণ সহজ হয় এমন নারীতে বিয়ে করলাম। অবশেষে আল্লাহ আমাকে দ্বীনের সাথে সাথে সম্মান ও সম্পদ উভয়টাই দান করলেন *(আবূ নু'আইম, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৭/২৮৯)*।

শিক্ষা :

১. বান্দা তার ভালো নিয়তের প্রতিদান দুনিয়াতেই পেয়ে থাকে, ঠিক যেমন মন্দ নিয়তের পরিণতি দুনিয়াতেও ভোগ করে। আর পরকালীন প্রতিদান তো আছেই।
২. দ্বীন-দুনিয়ার সকল কাজে সৎ নিয়তের প্রতি যত্নশীল হওয়া মুমিনের কর্তব্য।
৩. পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে অবশ্যই দ্বীনদারীকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত। কেননা দ্বীনদার ব্যক্তির মাঝেই দুনিয়া-আখেরাতের কল্যাণ নিহিত থাকে। নতুবা দুনিয়াতেই এর পরিণতি ভোগ করতে হবে। যার বেশুমার নযীর আমাদের আশেপাশেই বিদ্যমান।
৪. জীবনের সর্বক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শের অনুসরণে রয়েছে মানবতার মুক্তি ও কল্যাণের নিশ্চয়তা।
৫. যে কোন সমস্যায় বিজ্ঞ ও দ্বীনদার আলেমদের পরামর্শ নেওয়া উচিত। কেননা উম্মাতের প্রতিটি ব্যক্তির জন্য তারাই সর্বাধিক কল্যাণকামী।
৬. সঙ্গী ও বন্ধু নির্বাচনেও দ্বীনকে প্রাধান্য দেওয়া যরূরী। সম্পর্ক স্থাপনে টাকা-পয়সা ও পদ-মর্যাদা প্রাধান্য পেলে ঈমান-আমল চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পাশাপাশি পার্থিব মান-মর্যাদাও হ্রাস পায়।

আল-ইহরাম হজ্জ কাফেলা
(বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ পালনের একটি নির্ভরযোগ্য কাফেলা)
পরিচালনায় : মাওলানা মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম, এম.এম. (এম.এ)
মোবাইল : ০১৭১১১৬১২৮৩, ০১৯১৫৭২৩১৮২
ব্যবস্থাপনায়
শুভ এয়ার ট্রাভেলস এ্যান্ড ট্যুরস ও আলী এয়ার ট্রাভেলস এ্যান্ড ট্যুরস
সরকার অনুমোদিত ট্রাভেলস ও হজ্জ-ওমরাহ এজেন্ট। লাইসেন্স নং যথাক্রমে ১৯৫ ও ৬৪৯
হজ্জের নিবন্ধন ও ওমরাহর বুকিং-এর জন্য আজই যোগাযোগ করুন
হেড অফিস : ২৯২ ইনার সার্কুলার রোড, শতাব্দী সেন্টার (লিফটে-৫) রুম নং ৫/জ ফকিরাপুল। ঢাকা-১০০০
খুলনা অফিস : ৩ কে.ডি.এ এভিনিউ (৫ম তলা) খুলনা ৯১০০ (শিববাড়ি মোড়ের নিকটে) মোবা : ০১৭১৬০৭৯৫০৭

দুধ চায়ের বদলে পান করতে পারেন যেসব স্বাস্থ্যকর চা

বিশ্বজুড়ে যেসব পানীয় জনপ্রিয়, তার অন্যতম চা। ছোট-বড় সবার কমবেশি পসন্দের পানীয় এটি। বিশ্বজুড়ে নানা রকম চা উৎপাদিত হয়। বিভিন্ন উপায়ে চা প্রক্রিয়াকরণ করা হয়, যার ওপর নির্ভর করে এর গুণাগুণ। শীতের সকালে দুধ চা দিয়ে অনেকের দিনের শুরু হয়। বেশী করে দুধ ও চিনি দেওয়া চা না খেলে যেন দিনই ভালো কাটবে না। কিন্তু এই অভ্যাসের পেছনে যে ক্ষতি আছে এ কথা অনেকেই জানেন না। তাই জড়তা কাটাতে চাইলে দুধ চায়ের বিকল্প পানীয় বেছে নিতে পারেন।

রং চা : রং চা বা লাল চা খেলে শরীর আর্দ্র থাকে। লাল চায়ের মাধ্যমে প্রচুর উপকারী রাসায়নিক উপাদান শরীরে প্রবেশ করে। এসকল উপাদান শরীরে বিভিন্ন উপকার করে থাকে। ফলে হাড় সতেজ থাকে, মন ভালো থাকে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, শরীরের তাপমাত্রাও নিয়ন্ত্রণ করে। বর্তমানে অনেকেই এন্টি অক্সিডেন্টের জন্যে গ্রিন টি-এর শরণাপন্ন হন। গ্রিন টি এর মধ্যে প্রচুর এন্টি অক্সিডেন্ট আছে। কিন্তু লাল চা কোন অংশেই কম নয়। বিশেষত নিয়মিত লাল চা পান করলে কোলেস্টেরল, ডায়াবেটিস এবং প্রেসারের রোগীদের হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটুকু হ্রাস পায়।

পুদিনা চা : নিয়মিত চায়ে খেতে পারেন পুদিনার চা। এতে পেটের অনেক সমস্যাই কমে যাবে। দূর হবে ক্লান্তি ও মাথা ব্যথা। পানি গরম করে তাতে কুচি কুচি করে কয়েকটা পুদিনা পাতা কেটে মিনিট ১৫ ঢাকনা দিয়ে রাখুন। এই চা খেলে নিমেষেই দূর হয়ে যাবে যে কোনও শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি।

দারুচিনি চা : অতিরিক্ত মেদ ঝরাতে খেতে পারেন দারুচিনি চা। পানি গরম করে দারুচিনি গুঁড়ো, লেবুর রস ও মধু মিশিয়ে নিন। তারপর তা ছেঁকে নিন। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট, যা বিভিন্ন রোগ থেকে শরীরকে বাঁচাতে সহায়তা করে।

তুলসি চা : সর্দি, কাশি, জ্বরে ভুগে রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতাও বিগড়ে যায়। তবে শরীরকে যদি এসবের মধ্যে থেকে দূরে রাখতে চান তাহ'লে তুলসি পাতা খাওয়া অত্যন্ত উপকারী। এতে রয়েছে শক্তিশালী অ্যাডাপটোজেনিক ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের প্রভাব। একটি পাত্রে পানি গরম করে তাতে তুলসী পাতা ফুটিয়ে নিন। তারপর মধু ও লেবু মিশিয়ে নিলেই তৈরি তুলসি চা। লেবুতে থাকা ভিটামিন সি শরীরের রোগ প্রতিরোধ শক্তি বাড়াতে সহায়তা করে। ডায়াবেটিসের সমস্যা থাকলে নিয়মিত তুলসি চা খান, এটি রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে।

আল-হুদা ইসলামী লাইব্রেরী

ইসলামী কিতাব ও বই-পুস্তক প্রাপ্তির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

এখানে হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ সহ অন্যান্য প্রকাশনীর ইসলামী, ক্বওমী, আলিয়া মাদ্রাসার কিতাব ও স্কুল, কলেজের যাবতীয় বই-পুস্তক এবং স্টেশনারী সামগ্রী পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়।

প্রোঃ মুহাম্মাদ শামসুল হুদা বিন আব্দুল্লাহ

বি. দ্র. দেশের সর্বত্র ভি.পি, কুরিয়ার সার্ভিস ও ডাকযোগে বই পেতে যোগাযোগ করুন।

মোবাইল : ০১৭২০-৬৬৭৯৩০, ০১৭৪০-৫৪৮৫৪৬

ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া, (আম চত্বর), রাজশাহী।

তাবলীগী ইজতেমা ২০২৪ সফল হোক

তাক্বওয়া হজ্জ কাফেলা

মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করাই আমাদের লক্ষ্য

হজ্জ ও ওমরাহ-এর জন্য বুকিং চলছে

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ :
- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী হজ্জ ও ওমরাহ সম্পাদন।
- হজ্জে যাওয়ার আগে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- সার্বক্ষণিক গাইড ও দেশীয় খাবারের ব্যবস্থা এবং কাছাকাছি আবাসন ব্যবস্থার নিশ্চয়তা।
- সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে হজ্জ-ওমরাহ পালনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

- **হজ্জ-এর প্রাক-নিবন্ধন চলমান**
- **প্রতি মাসেই ওমরাহ প্যাকেজ**

কার্যালয় সমূহ :

প্রধান কার্যালয়	নীলফামারী অফিস	রাজশাহী অফিস	রংপুর যোগাযোগ
মুছত্বফা সরকার ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাক্বওয়া হজ্জ কাফেলা আল-আমীন ফার্মেসী সেন্ট্রাল রোড, রংপুর। ০১৭৮৮-০৫১২০৮ ০১৮৬০-৮৪১৫৯৬।	**মাওলানা আতীকুর রহমান ইছলাহী** ডালপট্টি, নীলফামারী। ০১৭৫০-২৪৫৬৫৬।	**নাদীম বিন সিরাজ** সুলতানাবাদ, নিউ মার্কেট, রাজশাহী, ০১৭৫৩-৫০৮৬৫৬ ০১৭৪২-৮৬৯৮৮৮।	**রেযাউল করীম** দারুস সুন্নাহ শপ, হাজী লেন, সেন্ট্রাল রোড, রংপুর, ০১৭৪০-৪৯০১৯৯

সূচীপত্র

ইসমাইল এন্ড ব্রাদার্স

ISMAIL & BROTHERS

দেশী-বিদেশী
যাবতীয় কাগজ,
বোর্ড, খুচরা ও
পাইকারী বিক্রেতা

ফোন : ০২৫-৭৩৯০৬০৫ মোবাইল : ০১৭১৫-৫৯৫৯৪৫

৬/৭, জুমরাইল লেন, (আরমানীটোলা),
নয়াবাজার, ঢাকা-১১০০

রফিক লেমিনেশন

প্রোঃ মুহাম্মাদ রবিউল ইসলাম

ডিলার : বসুন্ধরা, ফ্রেশ ও পার্টেক্স পেপার
পরিবেশক : টোকা ইনক বাংলাদেশ

এখানে সব ধরনের কাগজ, অফসেট প্রেসের কালি, প্লেট, মোজা, ব্ল্যাংকেট এবং যাবতীয় কেমিক্যাল সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা হয়। এছাড়াও বইয়ের কভার, ম্যাগাজিন কভার, লেবেল, কার্টুন লেমিনেটিং করা হয়।

যোগাযোগ
৩৮/৩৯, হকার্স মার্কেট (নিউ মার্কেট), রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭১৬-০৭৭৭৮৪

তাবলীগী ইজতেমা'২৪ সফল হোক

ডিলারশীপ ও পাইকারী ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

খুচরা মূল্য :

- কালোজিরা ফুলের মৌসুমের মধু-৫০০ গ্রাম ৫৯০/-
- বরই ফুলের প্রাকৃতিক মধু-৫০০ গ্রাম ৫৯০/-
- প্রাকৃতিক বিভিন্ন ফুলের মিক্স মধু-৫০০ গ্রাম ৫৫০/-
- বিভিন্ন ফুলের মিক্স মধু-৫০০ গ্রাম ৩৪০/-
- সরিষা ও লিচু ফুলের মিক্স মধু-৫০০ গ্রাম ২৯৫/-
- শক্তি প্লাস আরোগ্য কালোজিরা তেল ৭৫ মিলি. ১৭০/-
- শক্তি প্লাস শান্তির দূত জয়তুন তেল ৭৫ মিলি. ১৭০/-

কালোজিরা তেল
প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলের বিভিন্ন ফুলের মৌসুমে প্রাকৃতিক ভাবে সংগৃহিত
মৌচাক
মধু
বি.এস.টি.আই লাইসেন্স নং-৫৫১৮
যয়তুন তেল

যোগাযোগ : প্রত্যাশা এন্টারপ্রাইজ, প্রসাদপুর বাজার, মান্দা, নওগাঁ। মোবাইল : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

ATAB MEMBER
Biman BANGLADESH AIRLINES

ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস

ট্রাভেল এজেন্সী নিবন্ধন সনদ নং ০০১৩৫৯৬, ATAB রেজিঃ নং ১৭১৪২

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা! ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস (সাবেক **ক্বাযী হজ্জ কাফেলা**) বিগত কয়েক বছর যাবৎ রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীদের খিদমত করে আসছে। আগামী বছরগুলিতেও এ ট্রাভেলস আপনাদের খিদমতে নিয়োজিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ নিয়তে ও সুন্নাতসম্মত পদ্ধতিতে হজ্জব্রত পালনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহ্‌র সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।
- একাধিক প্যাকেজ মোতাবেক উভয় হারামের সম্ভবপর নিকটবর্তী স্থানে আবাসনের ব্যবস্থা।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা।
- ঢাকা বিমানবন্দর হ'তে শুরু করে ফেরত আসা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক গাইডের ব্যবস্থা।
- হজ্জ ও ওমরাহ্‌র যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার জন্য নিয়মিত তা'লীমের ব্যবস্থা।

বি: দ্র:

- **সব সময় হজ্জের প্রাক-নিবন্ধন চালু আছে।**
- **প্রতিমাসে ওমরাহ্‌র প্যাকেজ চালু থাকবে (যাত্রী হওয়া সাপেক্ষে)। সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ (দুই) মাস আগে যোগাযোগ করতে হবে।**

ঢাকা অফিস : ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস, আল-আমীন কমপ্লেক্স, ২৬২, ফকিরের পুল (৪র্থ তলা, স্যুট নং ৪০৩), মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০।
মোবাইল নং ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩। ই-মেইল : quaziharuntravels1967@gmail.com

রাজশাহী অফিস : ক্বাযী হারূণুর রশীদ, ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫।

নতুন শিক্ষা কারিকুলাম : মুসলিম জাতিসত্তা ধ্বংসের নীল নকশা

-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

বলা হয় ‘শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড’। তবে তা যদি হয় আদর্শহীন কুশিক্ষা তখন সে শিক্ষাই হবে জাতি ধ্বংসের মূল কারণ। কোন জাতির জাতিসত্তাকে চিরতরে বিলীন করতে চাইলে সর্বাগ্রে সে জাতির শিক্ষাব্যবস্থার উপর দন্ত-নখর বসাতে হয়। আর সে কাজটিই অত্যন্ত সুচতুরভাবে করেছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। শতকরা ৯৫ভাগ মুসলমানের এই দেশে মুসলিম জাতিসত্তাকে চিরতরে ধ্বংস করার জন্য নাস্তিক্যবাদী ও ব্রাহ্মণ্যবাদী এই নয়া শিক্ষা কারিকুলাম জাতির স্কন্ধে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, ‘কারিকুলাম’ (Curriculum) বা শিক্ষাক্রম হ’ল একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সংবিধান। শিক্ষা কার্যক্রম কি উদ্দেশ্যে পরিচালিত হবে, কি বিষয়বস্তুর মাধ্যমে উদ্দেশ্য অর্জিত হবে; কখন, কিভাবে, কি উপকরণের সাহায্যে তা বাস্তবায়িত হবে, শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি কিভাবে মূল্যায়ন করা হবে এসবের যাবতীয় পরিকল্পনার রূপরেখাকেই শিক্ষাক্রম বা কারিকুলাম বলা হয়।

গত বছর (২০২৩ সালে) প্রথম, ৬ষ্ঠ ও সপ্তম এই তিনটি শ্রেণীতে পরীক্ষামূলকভাবে এই কারিকুলাম চালু হয়েছিল। তখন থেকেই সারাদেশে এ নিয়ে প্রতিবাদের ঝড় উঠে। অভিভাবকগণ রাজপথে নামেন। মিছিল, মিটিং, সমাবেশ এবং বক্তব্য-বিবৃতির মাধ্যমে এর অসারতা তুলে ধরেন। কিন্তু কর্তা ব্যক্তিদের কর্ণকুহরে কিছুই প্রবেশ করেনি। এরি মধ্যে চলতি বছর আরো চারটি শ্রেণীতে চালু করা হয় এই কারিকুলাম। দ্বিতীয়, তৃতীয়, অষ্টম ও নবম শ্রেণীতে। এরপর ২০২৫ সালে চতুর্থ, পঞ্চম ও দশম শ্রেণীতে, ২০২৬ সালে একাদশ শ্রেণীতে এবং ২০২৭ সালে দ্বাদশ শ্রেণীতে ধাপে ধাপে নতুন শিক্ষাক্রম চালু করা হবে মর্মে জানানো হয়। এভাবে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিকল্পনার মাধ্যমে জাতি ধ্বংসের নীল নকশা বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে সংশ্লিষ্ট মহল। কি আছে এই কারিকুলামে? কেন এর বিরোধিতা? মুসলিম জাতিসত্তা বিলীনে এই কারিকুলামের ভূমিকা কি? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার প্রয়াস পাব আমরা আলোচ্য নিবন্ধে।

কি আছে এই কারিকুলামে?

নতুন কারিকুলামে আমূল পরিবর্তন আনা হয়েছে। নিকটঅতীতে চালু হওয়া সৃজনশীল পদ্ধতি বাতিল করা হয়েছে। দশম শ্রেণীর আগের সব পাবলিক পরীক্ষা তুলে দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞান, মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগ বিভাজন মাধ্যমিক পর্যায় থেকে উঠিয়ে একাদশ শ্রেণীতে নেয়া হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষা সকলের জন্য অভিন্ন রাখা হয়েছে। সঙ্গত কারণে অধ্যায় বা বিষয়সূচী কমাতে হবে। ফলে যারা বিজ্ঞান ও গণিত শিখতে আগ্রহী তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং এর মাধ্যমে সাধারণ ধারার শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ হ্রাস পাবে। একইভাবে ব্যবসায় শিক্ষা (Commerce) বিভাগের কোন বই মাধ্যমিক স্তরে রাখা হয়নি। বরং জীবন ও জীবিকা বইয়ে আংশিক কিছু অধ্যায় সংযোজন করা হয়েছে মাত্র। যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।

নতুন কারিকুলামে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এসেছে মূল্যায়ন পদ্ধতিতে। দূরঅতীতে ফলাফলে বিভাগ/শ্রেণী ও পরবর্তীতে চালু হওয়া গ্রেডিং পদ্ধতি আর থাকছে না। শিখনকালীন, সামষ্টিক ও আচরণিক এই তিনটি পর্যায়ে সম্পন্ন হবে নতুন মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। জিপিএর পরিবর্তে ফলাফল হবে তিন স্তরে। এর মধ্যে প্রথম স্তরকে বলা হবে পারদর্শিতার প্রারম্ভিক স্তর। দ্বিতীয় স্তরকে বলা হবে অন্তর্বতী বা মাধ্যমিক স্তর। আর সর্বশেষ, অর্থাৎ সবচেয়ে ভালো স্তরটিকে বলা হবে পারদর্শী স্তর। মূল্যায়ন কার্যক্রমে তিন ধরনের চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করা হবে। মূল্যায়ন কার্যক্রমে অংশ নিলেই বর্গাকৃতির চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করা হবে। আর বৃত্ত দিয়ে বোঝানো হচ্ছে একজন শিক্ষার্থী শিখেছে। আর ত্রিভুজ দিয়ে বোঝানো হচ্ছে সর্বোচ্চ ভাল অর্থাৎ ঐ শিক্ষার্থীরা সব কাজে পারদর্শী। বিগত দিনের ন্যায় কাগজে-কলমে কোন লিখিত পরীক্ষা থাকবে না।

নতুন কারিকুলামের পাঠ্যবই সমূহে শালীনতাহীন এবং উঠতি বয়সী যুবক-যুবতীদের জন্য চরম ঝুকিপূণ বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে, যা ক্লাসে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য পাঠদানেও লজ্জাকর। ৬ষ্ঠ শ্রেণীর স্বাস্থ্য সুরক্ষা বইয়ের ৪৭ থেকে ৪৯ পৃষ্ঠায় বয়ঃসন্ধিকালে নারী-পুরুষের দেহের পরিবর্তন, নারী-পুরুষের শরীর থেকে কি নির্গত হয়, কোন অঙ্গের আকার কেমন হয়, বিপরীত লিঙ্গের প্রতি কেমন আকর্ষণ হয় ইত্যাদি শেখানো হচ্ছে। ‘বিজ্ঞান অনুসন্ধানী পাঠ’ বইয়ের ১০ম অধ্যায়ের ‘মানব শরীর’ শিরোনামে ১০৯ থেকে ১১২ পৃষ্ঠায় নারী-পুরুষের গুপ্তাঙ্গ, লোম গজানো, নিতম্ব, উরু, স্রাব, মাসিক, সেক্স হরমোন ইত্যাদি কোমলমতি শিশুদের পড়ানো হচ্ছে, যা চরম উদ্বেগের বিষয়।

অপরদিকে পাঠ্যপুস্তক থেকে ইসলাম ঘনিষ্ঠ বিষয়বস্তুগুলোকে বাদ দিয়ে ইসলাম বিরোধী বিষয়বস্তুকে সুপরিকল্পিতভাকে যোগ করা হয়েছে। বাদ দেয়া হয়েছে ইসলামী শিক্ষার নানা বিষয়। নবম শ্রেণীর ইসলাম শিক্ষা বই থেকে ইসলামের অকাট্য ফরয বিধান ‘জিহাদ’ অধ্যায়টিই বাদ দেওয়া হয়েছে। বিশ্ব মানচিত্রের ছবি থেকে ফিলিস্তীনকে বাদ দিয়ে সে জায়গায় অবৈধ দখলদার সন্ত্রাসী রাষ্ট্র ‘ইসরাঈলে’র নাম সংযুক্ত করা হয়েছে।

নতুন কারিকুলাম অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের এখন প্রতিদিনই স্কুলব্যাগে বই-পুস্তকের পরিবর্তে বিভিন্ন উপকরণ নিয়ে স্কুলে যেতে হয়। এখন আর আগের মত ক্লাসে পড়াশোনা করতে হয় না। বাড়ীতেও পড়াশোনার কোন চাপ নেই। ব্যবহারিক শিক্ষার নামে শিখানো হচ্ছে নাচ, গান, রান্না-বান্না, ঘর গোছানো, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি। এ্যাসাইনমেন্টের

নামে কোমলমতি সন্তানদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে চরিত্র বিধ্বংসী ডিভাইস। রাতভর ইন্টারনেটের জগতে ঘুরে সন্তান কি করছে কে পাহারা দিবে? এই প্রশ্ন এখন সচেতন অভিভাবক মহলের।

মাদ্রাসা শিক্ষা ধ্বংসের কারিকুলাম : নতুন এই কারিকুলামে মাদ্রাসা শিক্ষাকে যেন টার্গেট করা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদেরকে ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুনের বিপরীতে অশ্লীলতা-বেহায়াপনা শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। গান-বাজনা, নৃত্য, ঢোল-তবলা, হারমোনিয়াম ইত্যাদি চরিত্র বিধ্বংসী জাহান্নামী সংস্কৃতিকে জাতীয় সংস্কৃতি বলে কোমলমতি সন্তানদের বিশেষত মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের মগজ ধোলাই করা হচ্ছে। উদাহরণত দু'একটি যেমন-

ইবতেদায়ী প্রথম শ্রেণীর 'ইংলিশ ফর টুডে' বইতে শিক্ষার্থীদের ইংলিশ কনভার্সেশন/কথোপকথন শেখাতে গিয়ে ইতিপূর্বে সালাম বিনিময় রাখা হয়েছিল। কিন্তু এখন সেখানে সালাম বাদ দিয়ে 'গুড মর্নি', 'হাই', 'হ্যালো' ইত্যাদি নিয়ে আসা হয়েছে।

বিগত বছরের ইবতেদায়ী শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকগুলোর ছবিতে শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীদের হিজাব, টুপি ও পাঞ্জাবি পরিহিত অবস্থায় দেখানো হয়েছিল। কিন্তু ২০২৪ সালের পাঠ্যপুস্তকগুলোতে তাদেরকে হিজাব, টুপি ও পাঞ্জাবি বিহীন অবস্থায় উপস্থাপন করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকের বিভিন্ন স্থানে 'আমার আত্মপরিচয়' শিরোনামে নাম, লিঙ্গ, বয়স, পসন্দের খাবার, পোষাক, খেলা, শখ উল্লেখ থাকলেও ধর্মের পরিচয় সেখানে রাখা হয়নি।

মাদ্রাসা বোর্ডের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর 'শিল্প ও সংস্কৃতি' বইয়ের প্রচ্ছদে গোল বৃত্তের মধ্যে হিজাবহীন মেয়ের হারমোনিয়াম বাজানোর দৃশ্য, আরেক মেয়ের নৃত্যের ছবি ও এক ছেলের ছবি আঁকার দৃশ্য দেখে সমঝদার পাঠকের বুঝতে বাকী থাকার কথা নয় যে, কর্তাব্যক্তিদের উদ্দেশ্য কি? এই বইয়েরই ২১ পৃষ্ঠায় 'নব আনন্দে জাগো' শিরোনামের গল্পে বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে বিভিন্ন উৎসব-আয়োজন সম্পর্কে উল্লেখ করা হয় যে, '..এ ছাড়া আয়োজন করা হয় যাত্রাপালা, সার্কাস, বাউল গান, লোকনাটক, পুতুলনাচ ও গানের অনুষ্ঠান। এসবই আমাদের সংস্কৃতির অমূল্য অংশ, যা সংরক্ষণ করা আমাদের দেশ ও জাতীর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ লোকশিল্পই হল আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির শিকড়' *(পৃ: ২৩)*।

একই বইয়ের ৩৭-৩৮ পৃষ্ঠায় শিখানো হচ্ছে সংগীতের স্বর, নাচ ও অভিনয়। যেমন- 'সংগীতের মূল স্বর হলো ৭টি- সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি। একাধিক স্বরের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় সুর। সংগীত, নাচ আর অভিনয় এরা পরস্পরের আত্মার আত্মীয়। সংগীতের সাথে যেমন সম্পর্ক রয়েছে নাচের, তেমনি নাচের সাথে আবার মিল রয়েছে অভিনয়ের। নাচ বলতে বুঝায় শরীরের ছন্দবদ্ধ নানা ভঙ্গি'। অতঃপর পর্দাহীনা এক মেয়েরে হারমোনিয়াম বাজানোর দৃশ্য এবং ছেলে ও মেয়েদের নৃত্যের অঙ্গভঙ্গির কিছু দৃশ্য দেখানো হয়েছে। একই বইয়ের ৪১-৪৩ পৃষ্ঠায় শিখানো হচ্ছে ঢোল ও তবলা বাজানোর নিয়ম। সেখানে এক ছাত্রকে তবলা বাজাতে দেখা যায়। যা দেখে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা হারমোনিয়াম, ঢোল-তবলা বাজানো ও নৃত্য শিখবে।

প্রিয় পাঠক! পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, নতুন কারিকুলামে লিখিত কোন পরীক্ষা রাখা হয়নি। শিখনকালীন, সামষ্টিক ও আচরণিক এই তিনটি পর্যায়ে সম্পন্ন হবে মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। সেকারণ এখন থেকে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরাও ক্লাসে হারমোনিয়াম, ঢোল-তবলা বাজিয়ে এবং নৃত্য পরিবেশনের মাধ্যমে তাদের যোগ্যতা প্রদর্শন করে মূল্যায়নে ভাল করতে হবে। এছাড়া কোন উপায় নেই। অন্যথা তারা এবিষয়ে অকৃতকার্য হবে। আশা করি বুঝতে কারো বাকী নেই যে, মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের ক্রমান্বয়ে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

৬ষ্ঠ শ্রেণীর 'স্বাস্থ্য সুরক্ষা' বইয়ের ৪১ পৃষ্ঠায় 'আমার কৈশোরের যত্ন' শিরোনামে একটি ছেলে ও একটি মেয়ের ছবি দিয়ে গল্পটি সাজানো হয়েছে। এরা দু'জন শৈশবে বন্ধু ছিল, কৈশোরে বন্ধু এবং যৌবনেও বন্ধু। যৌবনে গিয়ে ছেলে বন্ধুটি মেয়ে বন্ধুর ওড়না ধরে আছে।

উক্ত বইয়ের ৪৭-৫০ পৃষ্ঠায় 'কৈশোর বা বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তন বিষয়ে সহায়ক তথ্য ও ধারণা' শিরোনামে যা উপস্থাপন করা হয়েছে তা লজ্জাহীনতা বৈ কিছুই নয়। এগুলো জানার জন্য পুঁথিগত বিদ্যার প্রয়োজন হয় না। যুগ-যুগান্তর ধরে প্রকৃতিগগতভাবেই মানুষ এগুলো জানে ও সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়। এর জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে বইয়ের পাতা নষ্ট করা ও শিক্ষক রাখার প্রয়োজন হয় না। নিশ্চয়ই স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, উক্ত বইয়ের লেখকদের মা-চাচী-খালারাও বয়ঃসন্ধিকাল পার করেছেন পুঁথিগত বিদ্যা ছাড়াই।

একই বইয়ের ৫৬ পৃষ্ঠায় 'চলো বন্ধু হই' শিরোনামে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে একসঙ্গে সাইকেল চালানার দৃশ্য উপস্থাপন করে এবং ছেলের সাথে মেয়ের বন্ধুত্ব স্থাপনের দৃশ্য দেখিয়ে মুসলিম তরুণ ও যুবকদের ফ্রি মিক্সিংয়ের দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। তাছাড়া উক্ত বইয়ের প্রচ্ছদের চিত্রও আপত্তিকর। সেখানে দু'টি মেয়ে মুখোমুখি বসে একজনের পায়ের পাতার সাথে আরেকজনের পায়ের পাতা মিলিয়ে তার উপরে নিজেদের হাতের আঙ্গুল দিয়ে উচ্চতা তৈরী করে ধরে আছে, আর তার উপর দিয়ে আরেকটি মেয়ে হাই জাম্প দিয়ে পার হচ্ছে। অদূরে দাঁড়িয়ে ১টি ছেলে ও ৩টি মেয়ে দেখছে। বুঝানো হচ্ছে যে, মেয়েরা আর মেয়েদের গণ্ডিতে থাকবে না, এরাও ছেলেদের ন্যায় হাইজাম্প, লংজাম্প ইত্যাদি সবধরনের খেলায় অংশগ্রহণ করবে। তা আবার মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা। এছাড়া প্রায় সব বইয়ের প্রচ্ছদে বাদ্য-বাজনার ছবি, ভেতরে হিজাব বিহীন ছবি, ছেলে-মেয়েদের একত্রিত ছবি, কখনো মহিলাদের বেপর্দা ছবিতে ভরপুর।

ট্রান্সজেন্ডার: সপ্তম শ্রেণীর ‘ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান’ বইয়ে ‘শরীফ’ থেকে ‘শরীফা’ হওয়ার ন্যক্কারজনক গল্পের অবতারণা করা হয়েছে। যার মাধ্যমে পশ্চিমাদের এলজিবিটিকিউ (LGBTQ) তথা সমকামী আন্দোলনকে প্রমোট করা হয়েছে। এই ধরনের ট্রান্সজেন্ডারের গল্প ৭ম শ্রেণীর পাঠ্যবইয়ে ঢুকিয়ে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের বেহায়াপনার দিকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। যদিও খোদ অমুসলিমরাও এই জঘন্য কর্মকাণ্ডের ঘোর বিরোধিতা করেছে। গণতন্ত্রের পাদপীঠ ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক ট্রান্সজেন্ডার নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, ‘কেউ চাইলেও লিঙ্গ পরিবর্তন করতে পারে না’ তিনি বলেন, ‘পুরুষ পুরুষই, নারী নারীই’। ট্রান্সজেন্ডার বা এলজিবিটি মতাদর্শ অন্তর্ভুক্তির প্রতিবাদে কানাডায় বিক্ষোভ করেছেন লাখ লাখ পিতা-মাতা। এ বছরের শুরুতে জেলখানায় জন্মগত পুরুষ এক ট্রান্সজেন্ডার নারী প্রকৃত নারী রুমমেটকে ধর্ষণের ইস্যুতে স্কটল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগে বাধ্য হন। রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের অবস্থানও এলজিবিটির বিরুদ্ধে। চীনের একই মনোভাব। সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ অক্ষুণ্ন রাখতে আফ্রিকা মহাদেশের দেশগুলোর অবস্থানও এলজিবিটির বিরুদ্ধে। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোও ট্রান্সজেন্ডার মতাদর্শের বিরুদ্ধে অবস্থা নিয়েছে। বিশ্বসেরা টেক-বিলিনিয়ার ইলন মাস্কও ট্রান্সজেন্ডারের বিরুদ্ধে সরাসরি অবস্থান নিয়েছেন। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের মতো উন্নত দেশের সংসদে বিতর্কের বিষয় হয়- ‘পুরুষ কি গর্ভে সন্তান ধারণ করতে পারে?’ অথচ ইসলাম বহু পূর্বেই এ বিষয়ে সুস্পষ্ট বক্তব্য তুলে ধরেছে। পুরুষ ও নারী জাতির গঠন, আকৃতি, স্বভাব, কর্মক্ষেত্র সম্পূর্ণ পৃথক। নারী সন্তান ধারণ ও লালন-পালন করবে, আর পুরুষ রিযিকের সন্ধানে বেরিয়ে পড়বে। মহান আল্লাহ মানুষের মধ্যে পুরুষ ও নারী এ দু’টি জাতিই সৃষ্টি করেছেন। তৃতীয় কোন লিঙ্গের উল্লেখ শরী‘আতে নেই। হিজড়ারা মূলতঃ অঙ্গ প্রতিবন্ধী। এরাও এই দুই শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত। ট্রান্সজেন্ডার বলে কোন পরিভাষা না আছে ইসলামে, না আছে মেডিকেল সাইন্সে। এগুলো শয়তানী মস্তিষ্ক থেকে তৈরী হওয়া শয়তানী পরিকল্পনা। যা যেনা-ব্যভিচারের দিকে প্রলুব্ধ করে।

মূলতঃ পশ্চিমা কুরুচিপূর্ণ বিকৃত কালচারকে এদেশে বৈধতা দেয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে রাম ও বামপন্থী একটি গোষ্ঠী। আর দূর থেকে এদের ইন্ধন দিচ্ছে একই ঘারানার পশ্চিমা অপশক্তি। উল্লেখ্য, শুধুমাত্র একজন নারী নিজেকে পুরুষ দাবী করলে সে পুরুষ এবং একজন পুরুষ নিজেকে নারী দাবী করলে সে নারী; এক্ষেত্রে জৈবিক ও দৈহিক গঠন কোন বিষয় না এমন চিন্তা ও মানসিকতা অসুস্থ চিন্তা ব্যতীত কিছুই নয়। মহান আল্লাহ্র ভাষায় এরা চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়, বরং তার চেয়েও অধিক প্রথভ্রষ্ট *(আ‘রাফ ৭/১৭৯)*।

বলাবাহুল্য যে, শুধু মনে করার কারণে কারো লিঙ্গ পরিবর্তন হ’তে পারে না। এমনকি অস্ত্রোপচারের মাধ্যমেও লিঙ্গ পরিবর্তন হয় না। এভাবে না কোন পুরুষ নারী হয়ে যায় আর না কোন নারী পুরুষ হয়। এরপরও যদি কেউ এমনটি মনে করে বা এর স্বীকৃতি দেয় তাহ’লে সে মূলতঃ আল্লাহ্র সৃষ্টির মাঝে পরিবর্তন সাধন করল। যা স্পষ্ট হারাম। আল্লাহ বলেন, আমার সৃষ্টির মধ্যে কোন পরিবর্তন নেই *(রূম ৩০/৩০)*। তাই যে কোন ধর্মের সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি ও রুচিসম্পন্ন ব্যক্তি এর সমর্থন করতে পারে না।

দুর্ভাগ্য, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় এ সমস্ত ঘৃণ্য, জঘন্য পশুত্বকে উৎসাহিত করা হয়েছে। আমাদের ফুলের মত পবিত্র সন্তানদেরকে এসব বাজে বিষয় শিখানোর মাধ্যমে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? অভিভাবকরা সাবধান!

নতুন কারিকুলাম নিয়ে অভিভাবকদের অভিমত : অভিভাবকরা মনে করেন, উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে দেশের শিক্ষা কারিকুলামে যে পরিবর্তনের কথা বলা হচ্ছে তা মূলতঃ শিক্ষার্থীদের মেধাহীন করার চক্রান্ত। অবিলম্বে এই কারিকুলাম বাতিল করাসহ আট দফা দাবী জানিয়েছেন অভিভাবকদের সংগঠন ‘সম্মিলিত শিক্ষা আন্দোলন’। দাবীগুলো হচ্ছে- ১. ‘শিক্ষানীতি বিরোধী’ নতুন কারিকুলাম সম্পূর্ণ বাতিল করতে হবে। ২. নম্বরভিত্তিক দু’টি লিখিত পরীক্ষা চালু রাখতে হবে। ৩. নবম শ্রেণী থেকেই শিক্ষার্থীর আগ্রহ অনুযায়ী বিষয় নির্বাচনের সুযোগ রাখতে হবে। ৪. ত্রিভুজ, বৃত্ত, চতুর্ভুজ ইত্যাদি নির্দেশক বা ইন্ডিকেটর বাতিল করে নম্বর ও গ্রেডভিত্তিক মূল্যায়ন পদ্ধতি রাখতে হবে। ৫. সবসময় সব শিখন, প্রজেক্ট ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক ক্লাসের ব্যয় সরকারকে বহন করতে হবে এবং স্কুল পিরিয়ডেই সব প্রজেক্ট সম্পন্ন হ’তে হবে। ৬. শিক্ষার্থীদের দলগত ও প্রজেক্টের কাজে ডিভাইসমুখী হ’তে নিরুৎসাহিত করতে হবে এবং তাত্ত্বিক বিষয়ে অধ্যয়নমুখী করতে হবে। ৭. প্রতিবছর প্রতি ক্লাসে নিবন্ধন ও সনদ দেয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হবে, প্রাথমিক ও জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা চালু রাখতে হবে এবং এসএসসি ও এইচএসসি দু’টি পাবলিক পরীক্ষা বহাল রাখতে হবে। ৮. সবসময় সব শ্রেণীতে নতুন কারিকুলাম বাস্তবায়নের আগে অবশ্যই তা মন্ত্রিপরিষদ ও সংসদে উত্থাপন করতে হবে।

পরিশেষে বলব, জাতিকে মেধাশূন্য, আদর্শহীন ও নাস্তিক বানানোর এই কারিকুলাম বাতিল করে তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। বিশেষত মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা যেখানে কুরআন-হাদীছ শিখবে, দৈনন্দিন জীবন চলার সুন্নাতী পদ্ধতি শিখবে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অবদান রাখবে, রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনাদর্শ থেকে শিক্ষা নিয়ে আখলাকে হাসানার অধিকারী হয়ে সমাজকে আলোকিত করবে, সেখানে আদর্শহীন ও চরিত্রহীন করার গভীর ষড়যন্ত্র হচ্ছে এই নতুন শিক্ষা কারিকুলাম। ঈমানদার মুসলমানরা কখনো নাস্তিক্যবাদী ও ব্রাহ্মণ্যবাদী এই কারিকুলাম সমর্থন করতে পারে না। মহান আল্লাহ আমাদের জাতিসত্তাকে যাবতীয় অপশিক্ষা ও অপসংস্কৃতি থেকে হেফাযত করুন-আমীন!

কবিতা

খুলে দাও মনের বাঁধন

-মুহাম্মাদ গিয়াছুদ্দীন
ইব্রাহীমপুর, ঢাকা।

হে আল্লাহ! তাওফীক দাও করতে ধৈর্যধারণ,
অনুগত হই তব, দাও সুখের মরণ।
ফিরিয়ে নিওনা আমার থেকে তোমার মুখ
ক্ষমা কর দয়া কর দূর কর সব দুখ।
হে প্রভু! তোমাকে সিজদা করি হই অবনত
হস্ত-পদ মুখমণ্ডল করি তব পদানত।
যতদিন বাঁচিয়ে রাখ ঠিক রাখ ঈমান
ঈমানের সাথে দিও মৃত্যু কর ভাগ্যবান।
হে প্রভু! শক্তি দাও, হেফাযত করতে লজ্জাস্থান
কঠিনকে কর সহজ, করতে সত্যের সন্ধান।
সঠিক পথের দিশা দাও, করতে অনুসরণ
তোমার অনুগ্রহে করি সৌভাগ্য অর্জন।
দয়াময়! ইসলামী ফিতরাতে মোরা হই উজ্জীবিত
দুর্যোগ-দুর্বিপাকে পড়ে না হই যেন পর্যুদস্ত।
রাসূলের দ্বীন মোদের ইব্রাহীমী মিল্লাত
ইবাদত করি তব দিন-রাত।
ইখলাছের উপর করি জীবন যাপন
ইয়াক্বীন-আক্বীদার সাথে তুমি দিও মরণ।
তোমার যিকিরে খুলে যায় মনের বাঁধন
প্রাণভরে তোমার নে'মত করি আস্বাদন।
তোমার রহমতে ভরে দাও হৃদয় মোর
নেক বান্দাদের সাথে বাঁধি মোরা প্রীতি ডোর।

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী

-মুহাম্মাদ আরাফাত ইসলাম
দিনাজপুর।

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী!
তোমার তুলনীয় প্রতিষ্ঠান কেবল তুমিই
তোমার উদ্দেশ্য হ'ল অহি-র জ্ঞান বিতরণ
মেনে চলছে বাংলার সব সচেতন মুসলমান
ছাত্র-ছাত্রীদের সযত্নে করা হয় পাঠদান
দেশ-বিদেশে গিয়ে এরা আনছে বয়ে সুনাম।
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী!
তোমার সুনাম ছড়িয়ে আছে বিশ্বব্যাপী
আছে সেথায় যোগ্য ও অভিজ্ঞ পরিচালনা পর্ষদ
যারা সদা দেয় সুপরামর্শ দেখায় সুপথ
শিক্ষার্থীরা যেন হ'তে পারে দ্বীনদার-পরহেযগার
কথা-কাজে মিল যেন থাকে সদা সকলের।
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী!
তোমার ফুলের সুভাষ ছড়িয়ে গেছে বিশ্বব্যাপী।

আজব কৃতি

-আব্দুল কাদের আকন্দ
শান্তিনগর, মহলদারপাড়া
দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।

হে স্রষ্টা! তোমার আজব কৃতি অদ্ভূত কারিগরি,
চর্মচোখে যা দেখা যায় না দেখি অণুবিক্ষণ ধরি।
শত শত প্রাণী বিন্দুতে নড়ে তা সৃজিলে কেমনে?
পাকস্থলি শিরা-উপশিরা নাসিকা-কর্ণও রয়েছে সেখানে।
রয়েছে আরও কলিজা মগজ হৃদপিণ্ড তার,
চলিতে দিয়াছ হস্ত-পদ আর যা কিছু দরকার।
তাহার দেহের যন্ত্রগুলি আবার না জানি কতটুকু,
চলা ফেরায় দেখা যায় সেও কত পটু!
ঐ যে দেখি পাখির ডিম বুকের নীচেতে তার,
খোলস ফাটার আগে প্রাণ কেমনে গেল তার?
চিউঁ চিউঁ করছে ছানা ভিতরে থাকিয়া,
হে সৃষ্টা! তোমার আজব কৃতি না পারি উঠিতে বুঝিয়া।
চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্ররাজি করেছ বিশাল হ'তে আরও বিশাল,
ছাই মাটি হ'তে কত রং দেখাও গাছে গাছে হলুদ লাল।
প্রজাপতির ডানায় আঁকো হরেক রকম সাজ,
তোমার দয়াতেই অগনিত সৃষ্টি বিশ্বে করছে বিরাজ।
মানবের জ্ঞানের বাইরে তাহা বুঝিতে এ সবই,
দাসত্ব স্বীকার করে এজন্য সকলে তোমারই।
বৃক্ষ হইতে যখন পত্র ঝরিয়া পড়ে,
ক্ষমতা নেই মানুষের তা লাগাইয়া দিতে পারে।
তোমার সৃষ্টিকৌশল দেখিয়া নির্বাক বনিয়া যাই,
দাসত্ব স্বীকার করিয়া শেষে তোমার কাছে মাথা নোয়াই।

দুনিয়ার পাগল

-আব্দুস সাত্তার মণ্ডল
তাহেরপুর, রাজশাহী।

আসল রূপের দেখরে শোভা জ্ঞানের চক্ষু খুলে,
সারা জনম দেখলিরে তুই দু'টি আঁখি মেলে।
রঙ্গ-রূপের নাইকো সীমা দেখে গেলি ভুলে,
স্বাদে-গন্ধে পাগল হলি কি ছিল তার মূলে।
অজ্ঞতা তোর অন্ধকারে রাখে পলে পলে,
আসল রূপের দেখার শোভা জ্ঞানের চক্ষু খুলে।
দেখরে ভেবে শেষ নবী কেন সত্য কথা বলেন
আল-আমীনের উপাধি সে একা কেমনে পেলেন।
অত্যাচারের শত গ্লানি বুকে পেতে নিলেন
ক্ষমা করে শ্রেষ্ঠ হ'লেন ক্ষমাকারী বলেন।
মাটির দেহ ছেড়ে পাখী যাবে যখন চলে,
অন্ধকারে পড়তে হবে, থাকতে হবে ভূ-তলে।
প্রাণপাখী তোর আল্লাহ্র কাছে কেঁদে কেঁদে বলে,
করব না ভুল জনমে আর দেহখানা ফিরে পেলে।
আল্লাহ তখন বলবে শুনে কেন ছিলি ভুলে,
ছিল কি অভাব কিছু জগতের ঐ কুলে।
ভোগের নেশায় জগত মাঝে ছিলে মায়া জালে,
কর্মফলে ভুগতে হবে বাঁচবি না তো কোনই ছলে।

সূচীপত্র

স্বদেশ

মেডিকেলে চান্স পেল ৫ মাস বয়সে পিতৃহারা দরিদ্র পরিবারের জমজ তিন ভাই

বগুড়ার ধুনট উপযেলায় জমজ তিন ভাই মেডিকেল কলেজে ভর্তির সুযোগ পেয়েছেন। এদের মধ্যে এক ভাই মাফিউল হাসান গত বছর, অপর দুই ভাই ছাফিউল হাসান ও রাফিউল হাসান এবার চান্স পান। তারা তিনজনই ধুনট নবীর উদ্দীন পাইলট হাই স্কুল থেকে মাধ্যমিক ও পরে বগুড়ার সরকারী শাহ সুলতান কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন। এমনকি ঐ গ্রামে তারাই প্রথম মেডিকেলে চান্স পেয়েছেন।

তাদের বয়স যখন ৫ মাস, তখন তাদের পিতা গোলাম মুছত্বফা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ভালো চিকিৎসার অভাবে মারা যান। তাই বুদ্ধিজ্ঞান হওয়ার পর থেকেই চিকিৎসক হয়ে অভাবী মানুষের সেবা করার প্রতিজ্ঞা ছিল তাদের মনে। আজ তারা ছোট বেলার স্বপ্নপূরণের দ্বারপ্রান্তে।

পিতা-মাতা দু'জনেরই দায়িত্বই পালন করেছেন মা আর্জিনা বেগম। অভাবের সঙ্গে তো বটেই, লড়াই করতে হয়েছে তাকে প্রতিনিয়ত সমাজের সাথেও। তিন মানিককে বুকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকা আর্জিনা আজ একজন গর্বিত মা। স্বামীর ভিটেবাড়ি আর বাবার বাড়ির সামান্য জমি সবটুকুই বিক্রি করে দিতে হয়েছে তিন ছেলেকে পড়ালেখা করাতে গিয়ে। মা আর্জিনা বেগম বলেন, পিতার স্নেহ-মমতা পায়নি ওরা। নিজে কষ্ট করে এবং জমি বিক্রি করে ওদের পড়ালেখা করিয়েছি। স্বপ্ন একটাই- ওদের চিকিৎসক হয়ে যাতে আমাদের মত গরীব-অসহায় মানুষদের সেবা করতে পারে। তিনি বলেন, কত খুশি হয়েছি প্রকাশ করতে পারব না। মানুষ ওদের দেখতে আসে। আমার বুকটা ভরে যায়।

৫৯ বছর পর চালু হ'ল রাজশাহী-মুর্শিদাবাদ নৌপথ

বাংলাদেশ ও ভারতের নৌ প্রটোকলের আওতায় চালু হ'ল বহুল কাঙ্ক্ষিত রাজশাহী, গোদাগাড়ীর সুলতানগঞ্জ পোর্ট অব কল এবং সুলতানগঞ্জ-মায়া নৌপথে পণ্যবাহী নৌযান চলাচল। গত ১২ই ফেব্রুয়ারী সকাল ১১টায় সুলতানগঞ্জ নৌ-বন্দর এবং ভারতের মুর্শিদাবাদের মায়া নৌ-বন্দর পর্যন্ত পণ্যবাহী নৌযান চলাচলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমূদ চৌধুরী। এ সময় উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী সিটি করপোরেশনের মেয়র এএইচএম খায়রুযযামান লিটন।

১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের আগপর্যন্ত সুলতানগঞ্জ-মায়া গোদাগাড়ী-লালগোলা নৌপথে বাণিজ্য চালু ছিল। পরে একসময় রুটটি বন্ধ হয়ে যায়। সুলতানগঞ্জ নৌ-বন্দরের মাধ্যমে ভারত থেকে পণ্য আমদানিতে সময় ও খরচ কমে যাবে। এতে উপকৃত হবেন দু'দেশের ব্যবসায়ীরা। ব্যবসায়ীরা আশা করছেন, বছরে এই নৌপথে দুই দেশের মধ্যে হাযার কোটি টাকার বাণিজ্য হবে।

এ ব্যাপারে রাজশাহী সিটি মেয়র বলেন, নৌপথটি গোদাগাড়ীর সুলতানগঞ্জ, রাজশাহী ও পাকশী হয়ে আরিচা ঘাট পর্যন্ত গেছে। দীর্ঘদিন এটির ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ ছিল না। নানামুখী প্রচেষ্টায় অবশেষে প্রথম পর্যায়ে সুলতানগঞ্জ-মায়া নৌপথে চলাচলের শুরু হ'ল। পরবর্তীতে এটি রাজশাহী হয়ে আরিচা পর্যন্ত চালু হবে। রাজশাহী নগরীতে নৌ-বন্দর স্থাপন করা হবে। শুরুতে এই নৌপথে ভারত থেকে পাথর, বালি ও বিভিন্ন ধরনের খাদ্যসামগ্রী আনা হবে।

বিদেশ

ভারতে মাদ্রাসায় পড়াবে রামায়ণ

ভারতের মাদ্রাসার পাঠ্যক্রমে প্রাচীন ভারতের জ্ঞান-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি চর্চা হিসাবে বেদ, গীতা, রামায়ণ পড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছে দেশটির কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। প্রাথমিকভাবে ১০০ মাদ্রাসায় এগুলো পড়ানো শুরু করা হবে। পরবর্তীতে ৫০০ মাদ্রাসায় তা চালু করা হবে। এছাড়া চলতি বছরেই নতুন এই সিলেবাস উত্তরাখণ্ডের চারটি মাদ্রাসায় যুক্ত করা হচ্ছে। উত্তরাখণ্ড ওয়াকফ বোর্ড জানিয়েছে, পর্যায়ক্রমে তাদের ১১৭টি মাদ্রাসার পাঠ্যসূচীতেই যুক্ত হবে রামায়ণ। রামায়ণ পাঠদানের জন্য নতুন শিক্ষকও নিয়োগ দেওয়া হবে। উত্তরাখণ্ড ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান শাদাব শামস বলেন, 'আমরা শিক্ষার্থীদের কুরআন শিক্ষার পাশাপাশি রামায়ণও পড়াবো। আমরা যদি লক্ষ্মণের কাহিনী থেকে তাদের শেখাতে পারি যে বড় ভাইয়ের জন্য তিনি কত ত্যাগ করেছিলেন, তাহ'লে ক্ষমতার লালসে আওরঙ্গজেবের ভাই হত্যার কাহিনী শেখানোর দরকার কি?

তিনি বলেন, ওয়াকফ বোর্ড থেকে এই চার মাদ্রাসায় রামায়ণ জানা চারজন প্রিন্সিপালকে নিয়োগ দেওয়া হবে। নতুন সিলেবাস তৈরির জন্য আরও বড় পরিকল্পনা রয়েছে তাদের।

[কি চমৎকার ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ! কি চমৎকার যুক্তিবাদ! মুসলিম শাসকরা ৬৫০ বছর ভারত বর্ষ শাসন করেও কোন অমুসলিমকে তাদের ধর্মগ্রন্থ বা ধর্মাচার ছাড়তে বাধ্য করেনি। যদি সেটা করত, তাহলে ভারত আজ হিন্দু ভারত থাকতো না। হিংস্র মারাঠা নেতা শিবাজীরা মুসলিম শাসকদের উদারতা পেয়েছে। অথচ আজকের ভারতে তাদেরকেই তাচ্ছিল্য করা হচ্ছে। মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষাগার মাদ্রাসাগুলিতে কুরআনের সাথে হিন্দু ধর্মগ্রন্থ রামায়ন পড়াতে বাধ্য করা হচ্ছে মুসলিম নামধারী কিছু সরকারী মৌলবী দিয়ে। তাদের বশংবদদের মাধ্যমে বাংলাদেশেও অনুরূপ ধাক্কা আসতে পারে। অতএব জাতি সাবধান! (স.স.)]

২০২২ সালে ক্যান্সারে মৃত্যু হয়েছে প্রায় ১ কোটি মানুষের

২০৫০ সালের মধ্যে ক্যান্সার বাড়বে ৭৭ শতাংশ!

দূরারোগ্য ব্যাধি ক্যান্সার সম্পর্কে সতর্ক করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। সম্প্রতি এক বিবৃতিতে সংস্থাটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, আগামী ২৫ বছরের মধ্যেই ক্যান্সার আরও মারাত্মক আকার নিতে চলেছে। ২০৫০ সালের মধ্যে নতুন করে ক্যান্সার আক্রান্তের হার ৭৭ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২২ সালে আনুমানিক ২০ মিলিয়ন নতুন ক্যান্সারের ঘটনা ঘটেছে। ২০৫০ সালের মধ্যে ৩৫ মিলিয়নেরও অধিক মানুষ নতুন করে ক্যান্সার আক্রান্ত হবে বলে অনুমান করা হয়েছে। তাদের পরিচালিত একটি সমীক্ষায় দেখা যায়, ২০২২ সালে ক্যান্সার আক্রান্ত হয়ে বিশ্বে প্রায় ১ কোটি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। ১৮৫টি দেশে ৩৬ ধরনের ক্যান্সারের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। যার প্রভাবে এত অধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

গবেষকেরা বলছেন, ক্যানসার আক্রান্ত হওয়ার ক্ষেত্রে জিনগত বিষয়গুলো কারণ। তবে গরু-ছাগলের গোশত অধিক পরিমাণে খাওয়া, ফল ও দুধ কম খাওয়া এবং মদ ও তামাক অতিরিক্ত সেবন করা ৫০ বছরের কম বয়সী ব্যক্তিদের ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার অন্যতম কারণ। এর পাশাপাশি শারীরিক কর্মকাণ্ড কম করা, অতিরিক্ত ওযন এবং উচ্চমাত্রার ডায়াবেটিসও কারণ হিসাবে আছে। স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাপন এবং বাইরের কাজকর্ম বাড়ানো হ'লে এই রোগে আক্রান্তের সংখ্যা কমতে পারে।

কিসে সুখ, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৫ বছরের গবেষণায় মিলেছে জবাব

সুখ সব কালে, সব যুগের মানুষের কাছেই আরাধ্য একটি জিনিস। দার্শনিক ও বিজ্ঞানীরা তখন হন্যে হয়ে খুঁজে ফিরছেন সেই প্রশ্নের উত্তর, সুখ বলে কি আসলেই কিছু আছে? কিসে মানুষের প্রকৃত সুখ?

সম্প্রতি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা গবেষণা রীতিমতো আলোচনার সৃষ্টি করেছে বিশ্বব্যাপী। সেখানে দাবী করা হয়েছে, চাইলে সুখ খুঁজে পাওয়া সম্ভব। আর এই সুখ ক্যারিয়ার, সফলতা বা অর্থ-সম্পদ কোথাও পাওয়া যাবে না। বরং সুখে থাকার জন্য প্রয়োজন মানুষ। পরিবার, প্রতিবেশী আর বন্ধুদের সমন্বয়ে চারপাশে সুন্দর একটা সামাজিক সুস্থতা তৈরি করা। মূলতঃ স্ত্রী-সন্তান, পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে ভালো একটা সম্পর্কই একজন মানুষকে সুখী করে তুলতে পারে।

১৯৩৮ সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা এই সুখের অন্বেষণ শুরু করেন। পৃথিবীব্যাপী চলা ৮৫ বছরের এই গবেষণার ফলাফল হ'ল, এমনকি খাদ্যাভ্যাস বা ব্যায়ামের চেয়ে পরিবার আর বন্ধু আমাদের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার সবচেয়ে বড় সমস্যা হ'ল, মানুষ শরীর বা মনের যত্ন নিলেও, টাকা পয়সার বিষয়ে সচেতন হলেও সম্পর্কগুলোর যত্ন নেওয়ার কথা বেমালুম ভুলে যায়।

অথচ মানবীয় সব সম্পর্ককেও একটা শিশুর মতোই যত্নে লালন-পালন করতে হয়। সঠিক মানুষদের নিজের আশপাশে রাখা এবং সম্পর্ক মজবুত রাখা সামাজিক সুস্থতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

মুসলিম জাহান

ইস্রাঈলী হামলায় এক হাযার মসজিদ ধ্বংস, নিহত শতাধিক ইমাম

যুদ্ধবিধ্বস্ত গাযা উপত্যকায় গত ৭ই অক্টোবর থেকে বর্বর ইস্রাঈলী হামলায় এখন পর্যন্ত এক হাযার মসজিদ ধ্বংস হয়েছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বরাত দিয়ে আনাদোলু এজেন্সি এ তথ্য জানিয়েছে। গাযার ওয়াকফ এবং ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, 'এই মসজিদগুলো পুনর্নির্মাণে প্রায় ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ হবে'।

মন্ত্রণালয়ের মতে, সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে ইস্রাঈলী হামলায় শতাধিক ইমাম নিহত হয়েছেন। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ইস্রাঈলী দখলদাররা কয়েক ডজন কবরস্থান ধ্বংস এবং কবর খনন অব্যাহত রেখেছে। এগুলোর পবিত্রতা লঙ্ঘন করছে এবং লাশ চুরি করছে। এটি আন্তর্জাতিক সনদ এবং মানবাধিকারের প্রতি স্পষ্ট চ্যালেঞ্জ। এছাড়া জাতিসংঘের মতে, ইস্রাঈলী হামলার ফলে খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি এবং ওষুধের তীব্র সংকটের মধ্যে গাযার ৮৫ শতাংশ বাসিন্দা অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত হয়েছে। এ অঞ্চলের ৬০ শতাংশ অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়ে গেছে।

বিশ্বে বাড়ছে হালাল পণ্যের বাজার

বিশ্বব্যাপী হালাল পণ্যের বাজার বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২৫ সালে হালাল বাজারের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৭.৭ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছবে বলে আশা করা হচ্ছে। হালাল বাজারের খাতের মধ্যে রয়েছে, খাদ্য ও পানীয়, ওষুধ, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য ও প্রসাধনী, ভ্রমণ ও পর্যটনসহ বিভিন্ন হালাল শিল্পপণ্য ও পরিষেবা। গত ২৩শে জানুয়ারী মক্কা হালাল ফোরাম আয়োজিত হালাল বাণিজ্যিক খাতবিষয়ক তিন দিনব্যাপী এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ইসলামী অর্থনীতির বাস্তবতা শীর্ষক প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানানো হয়। সেখানে বলা হয়েছে যে, হালাল অর্থনীতির বাজার বর্তমান দশকে বহু অংশে বৃদ্ধি পাবে। ২০২০ সালে এই বাজারের পরিমাণ ছিল ২.৩০ ট্রিলিয়ন ডলার।

মুসলিম-অমুসলিম সব দেশে ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ছে হালাল পণ্যের চাহিদা। বিশ্বে হালাল শিল্প খাতকে সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিশীল অর্থনৈতিক খাত হিসাবে বিবেচনা করা হয়। নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর খাবার হওয়ায় এসব পণ্য এখন সবার পসন্দের শীর্ষে। মুসলিম বিশ্বের প্রভাবশালী দেশ হিসাবে সঊদী আরব এখন হালাল শিল্পের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছে।

গাযায় ইস্রাঈলী হামলায় ইয়াতীম ২৪ হাযার শিশু

ফিলিস্তীনের গাযা উপত্যকায় ইস্রাঈলী হামলায় ২৪ হাযারের বেশী শিশু তাদের পিতা-মাতার একজন বা দু'জনকে হারিয়েছে। যুদ্ধের মধ্যে এই হিসাব পাওয়া কঠিন হওয়া সত্ত্বেও এই তথ্য জানিয়েছে বিবিসি। গাযার ২৩ লাখ মানুষের প্রায় অর্ধেক শিশু। ভয়াবহ এই যুদ্ধের কারণে তাদের জীবনও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। এছাড়া ফিলিস্তীনী স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের মতে, ইস্রাঈলী হামলায় সাড়ে ১১ হাযারের বেশী শিশু নিহত হয়েছে। এমনকি এর চেয়ে আরও বেশী শিশু আহত হয়েছে।

গাযা যুদ্ধের ভয়াবহতার মধ্যেই হাসপাতালে এক শিশু জন্মগ্রহণ করেছে, যাদের কোন নাম রেখে যেতে পারেনি মা। ইস্রাঈলী বিমান হামলায় গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর বাচ্চা ভালোভাবে প্রসব হ'লেও মারা যান ঐ নারী। নার্স জানান, বাচ্চাটির পিতা, পরিবার বা আত্মীয়-স্বজন সম্ভবত কেউ নেই। কেউ আসেনি তার খোঁজে।

ইউনিসেফের ফিলিস্তীন শাখার প্রধান যোগাযোগ কর্মকর্তা জনাথন ক্রিকক্স বলেন, এসব শিশুর একটা বড় অংশকে ধ্বংসস্তূপের নীচ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। ধ্বংসযজ্ঞ দেখে অনেক শিশু নির্বাক হয়ে গেছে। তারা আতঙ্কে কথা বলতে পারছে না। গাযায় কর্মরত শিশুবিষয়ক সংস্থা সস চিলড্রেনস ভিলেজের এক কর্মকর্তা বলেন, আমরা আনুমানিক চার বছর বয়সী এক শিশুকে উদ্ধার করেছি। শিশুটি তার পরিবারের সদস্যরা কোথায় বা কিভাবে নিহত হয়েছে, এ বিষয়ে কিছু বলতে পারছিল না। গাযা উপত্যকায় ইস্রাঈলী হামলা ইতিমধ্যে চার মাস পূর্ণ হয়েছে। পশ্চিম তীর বাদ দিয়ে শুধু গাযায় সাড়ে ২৮ হাযার ফিলিস্তীনী নিহত হয়েছে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

মস্তিষ্কে স্থাপন হ'তে যাচ্ছে ব্রেইনচিপ : লিখতে হবে না, ভাবলেই কাজ করবে ফোন, কম্পিউটার!

আগামীতে আর মনের কথা টাইপ করে লিখতে হবে না। হাতের কাছেও রাখতে হবে না ফোন বা কম্পিউটার। মনে মনে ভাবলেই সেটা টাইপ হয়ে যাবে নিমেষে। এমন দিন আসতে খুব দেরী নেই। কারণ এই প্রথম এক রোগীর মস্তিষ্কে ব্রেইনচিপ স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। এ তথ্য জানিয়েছেন টেসলার প্রধান নির্বাহী ইলন মাস্ক।

যুক্তরাষ্ট্রে নিউরোলিঙ্ক স্টার্ট-আপ তৈরি করা হয়েছিল সেই ২০১৬ সালে। মার্কিন ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের অনুমোদন পাওয়ার পরে গত বছর প্রথম ব্রেইনচিপ স্থাপনের ট্রায়াল শুরু হয়। মস্তিষ্কের সঙ্গে কম্পিউটারের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনই ছিল এর মূললক্ষ্য। ২০১৬ সালে মাস্কসহ প্রতিষ্ঠিত এই নিউরো টেকনোলজি কোম্পানির লক্ষ্য ছিল মানব মস্তিষ্ক এবং কম্পিউটারের মধ্যে একটি সংযোগ স্থাপন করা। যাতে মস্তিষ্কের সাহায্যেই কম্পিউটার কাজ

করতে পারে। সাতজন বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলী এবং ইলন মাস্ক এ কোম্পানি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এই কোম্পানির লক্ষ্য হ'ল মানুষের ক্ষমতাকে সুপারচার্জ করা। এর ফলে এএলএস বা পারকিনসনের মতো স্নায়ুবিক রোগব্যাধি চিকিৎসা করা সম্ভব হবে এবং মানুষ ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মধ্যে একটি দৃঢ় সম্পর্ক অর্জন করবে।

নিউরোলিংক প্রযুক্তি মূলত লিঙ্ক নামে একটি ইমপ্ল্যান্টের মাধ্যমে কাজ করবে। এতে মাথার খুলি না কেটেই অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে চামড়ার নিচে কয়েনের আকারের একটি ডিভাইস স্থাপন করা হয়।

এক সেকেণ্ডের জন্য পৃথিবীর ঘূর্ণন বন্ধ হ'লে কী হ'তে পারে?

পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে প্রতি সেকেণ্ডে ১৮.৫ মাইল বেগে তার অক্ষে ঘুরছে। প্রায় ২৪ ঘণ্টায় একটি ঘূর্ণন সম্পন্ন করে। আর

সূর্যের চারপাশে একটি পূর্ণ বৃত্ত সম্পূর্ণ করতে প্রায় ৩৬৫ দিন লাগে। আমরা কি কখনো ভেবে দেখেছি যে, মাত্র এক সেকেণ্ডের জন্য পৃথিবীর ঘূর্ণন বন্ধ হয়ে গেলে কি হ'তে পারে? হ্যাঁ পৃথিবীর ঘূর্ণন বন্ধ হ'লে এক সেকেন্ডের মধ্যেই মানবজাতি হারিয়ে যেতে পারে।

পৃথিবীর এই ঘূর্ণন আমাদের পৃথিবীর প্রাণ ও পরিবেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পৃথিবীর ঘূর্ণন দিন-রাতের যে চক্র রয়েছে, তার ওপরে প্রভাব ফেলে থাকে। আবহাওয়ার ধরন থেকে শুরু করে মহাসাগরের আচরণ পর্যন্ত পৃথিবীর ঘূর্ণনের ওপরে নির্ভরশীল। নিরক্ষরেখা বরাবর পৃথিবীর পৃষ্ঠ প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ১ হাযার ৬০০ কিলোমিটার বেগে ঘুরছে। এই গতি হঠাৎ থেমে গেলে নেমে আসবে বিপর্যয়। এখন যা কিছু ভূপৃষ্ঠে স্থির রয়েছে, তা ধ্বংসাত্মক গতিতে পূর্ব দিকে উৎক্ষিপ্ত হবে।

ঘূর্ণন বন্ধ হয়ে গেলে হাযার হাযার হারিকেনের শক্তি নিয়ে বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর ওপর ভেঙে পড়বে। গাছপালা উপড়ে যাবে, নদীর গতিপথ বদলে যাবে। আকস্মিকভাবে পৃথিবীর ঘূর্ণি থামলে ভূতাত্ত্বিক বিপর্যয়ও দেখা যাবে। গতিবেগের পরিবর্তনের ফলে বড় ধরনের ভূমিকম্প ও সুনামী হ'তে পারে। গ্রহের ঘূর্ণনের কারণে মহাসাগরগুলোর অবস্থানগত পরিবর্তনও দেখা যাবে। ফলে সমুদ্রের বিশাল ঢেউ উপকূলরেখাকে প্লাবিত করবে।

পৃথিবীর ঘূর্ণন বন্ধ হ'লে কি হবে, তা নিয়ে নিজেদের নানা ভাবনা প্রকাশ করেছেন বিজ্ঞানীরা। জ্যোতির্পদার্থ বিজ্ঞানী টাইসন বলেন, ঘূর্ণন আকস্মিকভাবে থেমে গেলে পৃথিবীর সবাই মারা যাবেন।

অ্যাস্ট্রোনমি ডট কমের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পৃথিবী চারপাশে অদৃশ্য চুম্বকীয় ক্ষেত্রের একটি জাল বিস্তৃত রয়েছে। যা মহাজাগতিক রশ্মি ও সূর্য থেকে আসা ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ঝড় থেকে আমাদের রক্ষা করে। এক সেকেন্ডের জন্য ঘূর্ণন বন্ধ হলে চৌম্বক ক্ষেত্রটির প্রভাব নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই পৃথিবীর ঘূর্ণন থেমে গেলে মহাজাগতিক সংকট তৈরি হবেই।

আপনার সোনামণির সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ সুগম করতে আজই সংগ্রহ করুন

সোনামণি প্রতিভা
(একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর'১২ হ'তে দ্বি-মাসিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন **'সোনামণি'**-এর মুখপত্র **'সোনামণি প্রতিভা'**।

নিয়মিত বিভাগ সমূহ :

বিশুদ্ধ আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ, হাদীছের গল্প এসো দো'আ শিখি, ইতিহাস, রহস্যময় পৃথিবী, যেলা ও দেশ পরিচিতি, যাদু নয় বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ম্যাজিক ওয়ার্ড, গল্পে জাগে প্রতিভা, একটু খানি হাসি, অজানা কথা, বহুমুখী জ্ঞানের আসর, কবিতা, মতামত ইত্যাদি।

লেখা আহ্বান

মেধাবী সোনামণি, দায়িত্বশীল এবং নবীন লেখকদের নিকট থেকে **'সোনামণি প্রতিভা'**র জন্য উক্ত বিভাগ সমূহে সোনামণিদের পাঠ উপযোগী লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। সাথে সাথে সোনামণিদেরকে কলমী জিহাদে উৎসাহিত ও সার্বিক সহযোগিতা করতে অভিভাবকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা : সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা) নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩, ০১৭২৬-৩২৫০২৯, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭।

তাবলীগী ইজতেমা ২০২৪ সফল হোক!

HOTEL NICE INT
OHONA RASTORA

হোটেল নাইস ইন্টারন্যাশনাল

তিন তারকা মানসম্পন্ন অত্যাধুনিক বিলাসবহুল আবাসিক হোটেল।
রাজশাহী শহরের প্রাণকেন্দ্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত পদ্মানদীর বাম তীর সংলগ্ন গণকপাড়া সাহেব বাজার জিরো পয়েন্ট এ অবস্থিত।

(১) শীততাপ নিয়ন্ত্রিত প্রতিটি কক্ষ (২) ২৪ ঘন্টা রুম সার্ভিস ও সিকিউরিটি (৩) কম্প্লীমেন্টারী সকালের নাস্তা ও দৈনিক নিউজ পেপার (৪) সিকিউরিটি ক্যামেরা (৫) ইন্টারনেট সার্ভিস (৬) জেনারেটর দ্বারা শীততাপ নিয়ন্ত্রণ (৭) জরুরী চিকিৎসা (৮) মানি চেঞ্জিং ও সেফটি লকার (৯) রেস্টুরেন্ট (১০) কনফারেন্স হল (১১) হোটেলের নিজস্ব পরিবহণ (১২) রূফটপ গার্ডেন ও সানবার্থ (১৩) কার পার্কিং (১৪) অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা (১৫) লন্ড্রি সার্ভিস (১৬) সেলুনের বিশেষ ব্যবস্থা (১৭) ভিসা/ক্রেডিট কার্ডে পেমেন্টের ব্যবস্থা (১৮) হোটেল থেকে ভ্রমণের সুব্যবস্থা (১৯) ড্রাইভার এ্যাকোমেডেশন।

ফোন : ৭৭৬১৮৮, ৭৭১৮০৮; ফ্যাক্স : ০৭২১-৭৭৫৬২৫, মোবাইল : ০১৭১১-৩৪০৩৯৬।

সূচীপত্র

মেসার্স মোমতাজ হোসেন

প্রোঃ মইনুদ্দীন আহমাদ (রানা)

পরিবেশক

সেতু কর্পোরেশন লিঃ ও অরণী ইন্টারন্যাশনাল লিঃ

ডিলার

বসুন্ধরা ও ক্লীনহীট এলপিজি
এবং স্পেয়ার মেশিন

এখানে বিভিন্ন প্রকার বালাই নাশক, এলপি গ্যাস ও স্পেয়ার মেশিন পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়।

তাবলীগী ইজতেমা'২৪ সফল হৌক

নওহাটা বাজার, পবা, রাজশাহী-৬২১৩।
মোবাইল : ০১৭১৫-২৪৯৮৩৪, ০১৯৩৩-৪১২২৫১।
E-mail : moin-nowhata@gmail.com

HOTEL MUKTA
INTERNATIONAL (RESIDENTIAL)

(A trusted home with a family touch)

Ganakpara, Shaheb Bazar (In front of T&T), Rajshahi-6100.
Phone : 880-721-771100, 771200
Mobile : 01711-302322.
Email: admin@hotelmukta.com.bd
website: hotelmukta.com.bd

তাবলীগী ইজতেমা ২০২৪ সফল হৌক

দি বিশাল কনফেকশনারী জোন

★মোঃ আবু বাক্কার★

মোবাইল : ০১৮৬৬-৯৮২৩৭৩, ০১৯২৯-৬১৪৬১৪।

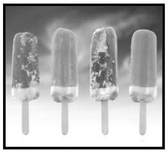

তাবলীগী ইজতেমা ২০২৪ সফল হৌক

শাহ্ মখদুম (রহঃ) মার্কেট, জিরো পয়েন্ট, সাহেব বাজার, রাজশাহী-৬১০০।

হোটেল এশিয়া
(আবাসিক)

HOTEL ASIA
(RESIDENTIAL)

☎০৭২১-৭৭৩৭২১, 📱 ০১৭১২-৪৩৯০২১

- * মনোরম পরিবেশ
- * রুচিসম্মত আবাসিক সুবিধা
- * গাড়ি পার্কিং-এর সু-ব্যবস্থা

তাবলীগী ইজতেমা'২৪ সফল হোক।

ইয়াসীন সুপার মার্কেট, ষ্টেশন রোড, গোরহাঙ্গা, রাজশাহী।

মোঃ সুকতার হোসেন
প্রোপ্রাইটার
মোবাইলঃ ০১৯২৭-২৭৫৩২৪

মেসার্স সুকতার ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ

এখানে সুদক্ষ কারিগর দ্বারা গ্রীল, জানালা, দরজা, কলাপসিবল গেট, সাটার গেট, স্টীল আলমারী, ফাইল কেবিনেট, লোহার সিন্দুক, স্টীল শোকেস, স্টীল খাট, ইত্যাদি প্রস্তুত, মেরামত ও সরবরাহ করা হয়।

বিমান বন্দর রোড, নওদাপাড়া (জনতা ব্যাংকের সামনে), সপুরা, রাজশাহী।

আল-আমীন ফার্মেসী

সেন্ট্রাল রোড, রংপুর-৫৪০০

হাকীম মুছতফা সরকার

এখানে অ্যাজমা, পাইলস, ডায়াবেটিস, অ্যালার্জি, বাত ব্যথা, বাধক ব্যথা, স্নায়ুবিক ও শারীরিক দুর্বলতা, আইবিএস প্রভৃতি রোগের ইউনানী চিকিৎসা দেওয়া হয়।

রোগী দেখার সময়

বিকাল ৪-৩০ থেকে রাত ১০-টা।
মোবা : ০১৮৬০-৮৪১৫৯৬, ০১৭৮৮-০৫১২০৮ (হোয়াটস অ্যাপ)

অনলাইনে চিকিৎসা প্রদান ও কুরিয়ারযোগে ওষুধ পাঠানো হয়

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

যেলা সম্মেলন : চট্টগ্রাম ২০২৪

মাযহাবী ইসলাম বাদ দিয়ে প্রকৃত ইসলামের অনুসারী হৌন!

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

২৬শে জানুয়ারী শুক্রবার রিয়াযুদ্দীন বাজার, চট্টগ্রাম : অদ্য বিকাল ৪-টায় যেলা শহরের স্টেশন রোডের রিয়াযুদ্দীন বাজারস্থ হোটেল সৈকত-এর মিলনায়তনে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চট্টগ্রাম যেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান।

তিনি সূরা নাহল-এর ৯৭ আয়াত তেলাওয়াত করে বলেন, যারা ঈমানদার হয়ে পৃথিবীতে আমলে ছালেহ করবে কেবল তারাই আল্লাহ্র নিকট উত্তম প্রতিদান পাবে। কাফের-মুশরিকরাও অনেক সময় দুনিয়ায় সৎকর্ম করে। কিন্তু ঈমান না থাকার কারণে তারা তাদের কর্মের প্রতিদান আল্লাহ্র নিকটে পাবে না। তিনি আরো বলেন, চট্টগ্রামকে বলা হয় 'বাবুল ইসলাম' বা ইসলামের দুয়ার। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নবুঅতকালে বাংলাদেশে ইসলাম এসেছিল আরব বণিক ও মুহাদ্দিছ ওলামায়ে দ্বীনের মাধ্যমে। যা ছিল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক নির্ভেজাল ইসলাম। নিঃসন্দেহে তা ৪র্থ শতাব্দী হিজরীতে সৃষ্ট মাযহাবী ইসলাম ছিল না।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ শেখ সাদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক এবং 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. শওকত হাসান, কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার আসীফুল ইসলাম চৌধুরী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আরজু হোসাইন ছাব্বীর।

উল্লেখ্য যে, সম্মেলনের পূর্বে মুহতারাম আমীরে জামা'আত উত্তর পতেঙ্গাস্থ চট্টগ্রাম যেলা 'আন্দোলন'-এর কার্যালয় ও চট্টগ্রাম আল-মারকাযুল ইসলামী কমপ্লেক্স সংলগ্ন বায়তুর রহমান আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব জুম'আর খুৎবা দেন দক্ষিণ হালি শহর আমীরুল মুমিনীন আবুবকর (রাঃ) ধুমপাড়-সাগরপাড় ৪তলা জামে মসজিদে।

সম্মেলনে চট্টগ্রাম ছাড়াও, কক্সবাজার, ফেনী, কুমিল্লা, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি প্রভৃতি যেলা সমূহ থেকে বিপুল সংখ্যক কর্মী ও সুধীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

যেলা সম্মেলন : কক্সবাজার ২০২৪

তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত বিশ্বাসের ভিত্তিতে জীবন পরিচালনা করুন!

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

২৭শে জানুয়ারী শনিবার কক্সবাজার : অদ্য বিকাল সাড়ে ৩-টায় যেলা শহরের পাবলিক হল মিলনায়তনে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কক্সবাজার যেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** জনগণের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান।

তিনি সূরা আলে ইমরান-এর ১৩৩ আয়াত তেলাওয়াত করে বলেন, খালেছ মুমিন ও মুত্তাক্বীদের জন্যই আল্লাহ তা'আলা জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন। সেই কাঙ্ক্ষিত জান্নাতে যেতে হ'লে অবশ্যই আমাদের নেকীর কাজে দ্রুত এগিয়ে আসতে হবে এবং নেকীর প্রতিযোগিতা করতে হবে। আর আমাদের জীবন পরিচালিত হবে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত বিশ্বাসের ভিত্তিতে।

তিনি কক্সবাজারের ইতিহাস বর্ণনা করে বলেন, ক্যাপ্টেন কক্স-এর নামে কক্সবাজার নামকরণ হয়। এই যেলার রামু উপযেলাটি প্রাচীন রাহমী বংশীয় রাজাদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যে রাজা ইসলামের নবী (ছাঃ)-কে এক কলস আদা পাঠিয়েছিলেন বলে একটি হাদীছ থেকে জানা যায় *(হাকেম হা/৭১৯০, ৪/১৫০)*। নাফ নদীর তীরবর্তী আরাকানের ২২ হাযার বর্গমাইল এলাকা প্রাচীন রাহমী বা 'রামু' রাজ্যভুক্ত ছিল। ১৪৩৪ থেকে ১৬৪৫ খৃ. পর্যন্ত দু'শো বছরের অধিক কাল যাবৎ ১৭ জন মুসলিম রাজা স্বাধীন আরাকান রাজ্য শাসন করেন। যা আজ মিয়ানমারের অধিকারভুক্ত। যেখান আদিবাসী রোহিঙ্গা মুসলিমরা আজ সেখান থেকে বিতাড়িত হয়ে বাংলাদেশে আশ্রিত। বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী আকিয়াব ছিল তখন শ্রেষ্ঠ বন্দর নগরী, যা চাউল রফতানীর জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। সেন্টমার্টিন প্রবাল দ্বীপটি প্রথমে আরব বণিকরাই আবিষ্কার করেন এবং নাম দেন জাযীরাহ বা দ্বীপ। পরবর্তীতে কক্সবাজার যেলা প্রশাসক মার্টিন-এর নামে সেন্ট মার্টিন দ্বীপের নামকরণ হয়। যদিও সেখানে কোন খৃস্টান ছিল না, আজও নেই। তিনি বলেন, সাগর তীরবর্তী ইসলামের এই স্মৃতিধন্য শহরে আজ আহলেহাদীছ আন্দোলনের যেলা সম্মেলন হচ্ছে, এটি বড়ই গৌরবের বিষয়। কারণ এই দ্বীপের মানুষ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আগমন বার্তায় খুশী হয়েছিল। তখনকার ইসলাম ছিল বিশুদ্ধ ইসলাম। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' যার পুনর্জাগরণে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি এ্যাডভোকেট মুহাম্মাদ শফীউল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক এবং 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. শওকত হাসান, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা তৈয়ব জালাল, কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ, চট্টগ্রাম যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ শেখ সাদী, সাংগঠনিক সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার আসীফুল ইসলাম চৌধুরী, হাফেয আহমাদ চৌধুরী আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব মাওলানা মুশতাক আহমাদ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান। সম্মেলনে কক্সবাজার ছাড়াও, চট্টগ্রাম, ফেনী, কুমিল্লা প্রভৃতি যেলা সমূহ থেকে বিপুল সংখ্যক কর্মী ও সুধীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, চট্টগ্রাম থেকে দুপুর সাড়ে ১১-টায় পর্যটন এক্সপ্রেস ট্রেন যোগে আমীরে জামা'আত সফরসঙ্গীদের নিয়ে কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। কেন্দ্রীয় মেহমান ছাড়াও চট্টগ্রাম যেলা সভাপতির নেতৃত্বে একটি টীম তাঁর সফরসঙ্গী হন। কক্সবাজারে পৌঁছলে যেলা সভাপতি এ্যাডভোকেট শফীউল ইসলামের নেতৃত্বে যেলা সংগঠনের নেতৃবৃন্দ তাঁকে অভ্যর্থনা জানান।

প্রশিক্ষণ

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রচার-প্রসারে অবদান রাখার জন্য ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর উদ্যোগে দেশব্যাপী সাংগঠনিক যেলা সমূহের সকল দায়িত্বশীল, উপদেষ্টা, কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য, সাধারণ পরিষদ সদস্য ও অগ্রসর প্রাথমিক সদস্যদের নিয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গত ১৮ই জানুয়ারী থেকে শুরু হয়েছে। যার সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট নিম্নরূপ :

১৮শে জানুয়ারী বৃহস্পতিবার নওদাপাড়া, রাজশাহী : অদ্য বাদ আছর নগরীর নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর পূর্ব পার্শ্বস্থ একাডেমিক ভবনের ২য় তলায় রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা ‘আন্দোলন’-এর উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি মাওলানা দুররুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক এবং ‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড’-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব।

১৯শে জানুয়ারী শুক্রবার ভোলা : অদ্য বাদ জুম‘আ যেলার সদর থানাধীন উত্তর বাপ্তা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা ‘আন্দোলন’-এর উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি কামরুল হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

২০শে জানুয়ারী শনিবার শিমুলবাড়ী, সাঘাটা, গাইবান্ধা-পূর্ব : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার সাঘাটা উপযেলাধীন শিমুলবাড়ী মা‘হাদ ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা ‘আন্দোলন’-এর উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর যুববিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ মশীউর রহমান সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা ‘যুবসংঘ’-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূন।

২০শে জানুয়ারী শনিবার গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা-পশ্চিম : অদ্য বাদ আছর যেলার গোবিন্দগঞ্জ উপযেলাধীন গোবিন্দগঞ্জ টিএন্ডটি সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদের পাশে অবস্থিত যেলা কার্যালয়ে যেলা ‘আন্দোলন’-এর উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি ডা. মুহাম্মাদ আওনুল মা‘বূদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম।

২০শে জানুয়ারী শনিবার বরিশাল-পশ্চিম : অদ্য দুপুর ১২-টায় যেলার সদর থানাধীন কাশিপুর দারুল উলূম সালাফিইয়াহ মাদ্রাসায় বরিশাল-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা ‘আন্দোলন’-এর উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি মাওলানা ইবরাহীম কাওছার সালাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

২৬শে জানুয়ারী শুক্রবার কুষ্টিয়া-পূর্ব : অদ্য বাদ জুম‘আ যেলার সদর থানাধীন রিযিয়া সা‘দ ইসলামিক সেন্টারে যেলা ‘আন্দোলন’-এর উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি ডা. মুহাম্মাদ মুর্তাযা চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন ও কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম।

২৬শে জানুয়ারী শুক্রবার জয়পুরহাট : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার সদর থানাধীন আরামনগর আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী মাদ্রাসা সংলগ্ন মসজিদে যেলা ‘আন্দোলন’-এর উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি ডা. আমীরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুন নূর। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা ‘আন্দোলন’-এর সহ-সভাপতি আব্দুল মুন‘ইম।

২৬শে জানুয়ারী শুক্রবার বরগুনা : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন ক্রোক ডি. কে পি রোড আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা ‘আন্দোলন’-এর উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি অধ্যাপক নূরুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

২৬শে জানুয়ারী শুক্রবার মহিষখোঁচা, আদিতমারী, লালমণিরহাট : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার আদিতমারী উপযেলাধীন মহিষখোঁচা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা ‘আন্দোলন’-এর উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি মাওলানা শহীদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা ‘আন্দোলন’-এর প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা মুনতাযির রহমান, উপদেষ্টা মাওলানা সিরাজুল ইসলাম ও আযহার আলী এবং সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম।

২৭শে জানুয়ারী শনিবার সেলীমনগর, লালমণিরহাট : অদ্য সকাল ১১-টায় লালমণিরহাট যেলার সদর থানাধীন সেলীমনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কুড়িগ্রাম-উত্তর ও দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা ‘আন্দোলন’-এর উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। কুড়িগ্রাম-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি মাওলানা সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন কুড়িগ্রাম-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা ‘আন্দোলন’-এর সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মাহমূদ।

২৭শে জানুয়ারী শনিবার ঝিনাইদহ : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার সদর থানাধীন ডাক বাংলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা ‘আন্দোলন’-এর উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি মাস্টার আব্দুল আযীযের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম ও ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুন নূর।

২৭শে জানুয়ারী শনিবার বংশাল, ঢাকা-দক্ষিণ : অদ্য বাদ আছর যেলার বংশালস্থ যেলা ‘আন্দোলন’-এর কার্যালয়ে ঢাকা-দক্ষিণ

সাংগঠনিক যেলা ‘আন্দোলন’-এর উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আযীমুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।

২৭শে জানুয়ারী শনিবার পটুয়াখালি : অদ্য দুপুর ১২-টায় যেলার সদর থানাধীন নতুন বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন মাদ্রাসা কমপ্লেক্সে যেলা ‘আন্দোলন’-এর উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ মনীরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

সুধী সমাবেশ

২৫শে জানুয়ারী বৃহস্পতিবার পাথরঘাটা, বরগুনা : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার পাথরঘাটা থানাধীন আমড়াতলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন জামে মসজিদে যেলা ‘আন্দোলন’-এর উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ যাকির মোল্লার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

মাসিক ইজতেমা

২২শে জানুয়ারী সোমবার গোপালপুর, মোহনপুর, রাজশাহী : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার মোহনপুর উপযেলাধীন গোপালপুর-পূর্বপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে উপযেলা ‘আন্দোলন’-এর উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা ‘আন্দোলন’-এর সাংগঠনিক সম্পাদক আশরাফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন এবং ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা ‘যুবসংঘ’-এর অর্থ সম্পাদক আব্দুল লতীফ।

শীতবস্ত্র বিতরণ

‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর সমাজকল্যাণ কার্যক্রমের অংশ হিসাবে দেশের বিভিন্ন যেলায় শীতার্ত গরীব-অসহায় মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। এ সম্পর্কিত রিপোর্ট নিম্নরূপ :

১০ই জানুয়ারী বুধবার দিনাজপুর-পশ্চিম : অদ্য সকাল ১০-টায় দিনাজপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা ‘আন্দোলন’-এর উদ্যোগে যেলার সদর থানাধীন লালবাগ ও শিকদারহাটে এবং বিরল, কাহারোল, বোচাগঞ্জ, খানসামা, চিরিরবন্দর ও বীরগঞ্জ থানার বিভিন্ন এলাকায় ৯০টি কম্বল বিতরণ করা হয়। উক্ত শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মফীযুল ইসলাম, সহ-সভাপতি তোফাযযল হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মমিনুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক আলাউদ্দীন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক ওছমান গণী ও দফতর সম্পাদক রবীউল ইসলাম প্রমুখ।

১৮ই জানুয়ারী মঙ্গলবার নওদাপাড়া, রাজশাহী : ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ ও ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় উদ্যোগে গত ১৯শে জানুয়ারী শুক্রবার থেকে ২১শে জানুয়ারী রবিবার রাত ৯-টা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত নগরীর বায়া, নওদাপাড়া, মহলদারপাড়া, ভাঁড়ালীপাড়া, ভদ্রা, রেলস্টেশন, রেলগেট, সাহেব বাজার জিরো পয়েন্ট, কোর্ট স্টেশন, হড়গ্রাম শেখপাড়া, মেডিকেল চত্বরসহ বিভিন্ন বস্তি এলাকায় শীতবস্ত্র হিসাবে ২০৫টি কম্বল বিতরণ করা হয়। উক্ত কাজে সার্বিক সহযোগিতা করেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, সমাজকল্যাণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ, ‘মারকায’ এলাকার সহ-সভাপতি আব্দুস সালাম ও সাধারণ সম্পাদক হাফীযুর রহমান প্রমুখ।

১৯শে জানুয়ারী শুক্রবার রাজশাহী-পূর্ব : অদ্য বিকাল সাড়ে ৪-টায় রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা ‘আন্দোলন’-এর উদ্যোগে যেলার বাগমারা উপযেলাধীন হাট গাঙ্গোপাড়া, বাঘা উপযেলাধীন হাট হাবাসপুর, মণিগ্রাম, চারঘাট উপযেলাধীন সারদা, ইউসুফপুর, পুঠিয়া উপযেলাধীন বানেশ্বর ও ভালুকগাছী ও দূর্গাপুর উপযেলার হোজা অনন্তকান্দি এলাকায় ১১৩টি কম্বল বিতরণ করা হয়। উক্ত শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন যেলা ‘আন্দোলন’-এর প্রধান উপদেষ্টা এস. এম সিরাজুল ইসলাম মাস্টার, উপদেষ্টা মাওলানা যিল্লুর রহমান, মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন, সভাপতি মুহাম্মাদ আনোয়ারুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক যিল্লুর রহমান ও যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রহীম প্রমুখ।

২১শে জানুয়ারী রবিবার কুষ্টিয়া-পূর্ব : অদ্য বিকাল সাড়ে ৩-টায় কুষ্টিয়া-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা ‘আন্দোলন’-এর উদ্যোগে কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ কার্যক্রমের অংশ হিসাবে যেলা শহরের রিযিয়া সা‘দ ইসলামিক সেন্টারের শীতার্ত গরীব-অসহায় মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র হিসাবে ৩০টি কম্বল বিতরণ করা হয়। উক্ত শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ বাহারুল ইসলাম, যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি ডা. আলী মুর্তাযা চৌধুরী, ‘আন্দোলন’-এর কর্মী মুহাম্মাদ জিহাদ ও মুহাম্মাদ রাজীব প্রমুখ।

২৭শে জানুয়ারী শনিবার চাঁপাই নবাবগঞ্জ-দক্ষিণ : অদ্য বিকাল ৪-টায় চাঁপাই নবাবগঞ্জ-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা ‘যুবসংঘ’-এর উদ্যোগে যেলার সদর থানাধীন নামোশংকরবাটি, আরামবাগ, রেহাইচর ও টিকরামপুরে ৫০টি কম্বল বিতরণ করা হয়। উক্ত শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন যেলা ‘যুবসংঘ’-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি আরীফুল ইসলাম, যেলা ‘যুবসংঘ’-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ছালেহ সুলতান, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ এমদাদুল হক, অর্থ সম্পাদক ওমর ফারূক রুবেল, প্রচার সম্পাদক খায়রুল ইসলাম, সদর উপযেলার সাবেক সভাপতি সাইফুল ইসলাম ও ‘আল-‘আওন’-এর সভাপতি মেছবাহুল হক প্রমুখ।

৫ই ফেব্রুয়ারী সোমবার কুড়িগ্রাম-দক্ষিণ : অদ্য বিকাল ৪-টায় কুড়িগ্রাম-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা ‘আন্দোলন’-এর উদ্যোগে যেলার রাজারহাট থানাধীন গতিআসাম ও হরিশ্বর তালুক এলাকায় শীতবস্ত্র হিসাবে ৫০টি কম্বল বিতরণ করা হয়। উক্ত শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি মাওলানা সিরাজুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মাহফূযুল হক ও যুববিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম প্রমুখ।

মহিলা সংস্থা

১৯শে জানুয়ারী শুক্রবার জান্নাতপুর, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার গোবিন্দগঞ্জ উপযেলাধীন জান্নাতপুরে যেলা ‘যুবসংঘ’-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূনের বাড়ীতে এক মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘যুবসংঘ’-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম।

সোনামণি

১লা ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার বিশ্বনাথপুর, শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ : অদ্য বেলা ১০-টায় যেলার শিবগঞ্জ থানাধীন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী মাদ্রাসায় কুইজ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক শহীদুল করীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক রবীউল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মাদ ইসমাঈল হোসাইন। অনুষ্ঠান শেষে কেন্দ্রীয় মেহমান বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

১লা ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার মোহনপুর বাজার, রাজশাহী : অদ্য বেলা ১১-টায় যেলার মোহনপুর থানাধীন দারুলহাদীছ সালাফী মাদ্রাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আফযুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু রায়হান ও মাহফূয আলী।

২রা ফেব্রুয়ারী শুক্রবার নন্দনালপুর, কুমারখালী, কুষ্টিয়া : অদ্য বাদ আছর যেলার কুমারখালী উপযেলাধীন সোনামণি আইডিয়াল মাদ্রাসা সংলগ্ন ঈদগাহ ময়দানে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক রেযাউল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মাহিম হোসাইন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ আবু হামযাহ।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড

অহি-র জ্ঞান ভিত্তিক আলোকিত সমাজ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয় নিন!

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

১৮ ও ১৯শে জানুয়ারী বৃহস্পতি ও শুক্রবার নওদাপাড়া, রাজশাহী : অদ্য সকাল ৯-টা হ'তে রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ হোটেল স্টার-এর কনভেনশন হলে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড'-এর উদ্যোগে শিক্ষাবোর্ড-এর অধিভুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক ও প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে আয়োজিত ২ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'শিক্ষা বোর্ড'-এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথির ভাষণে শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, যোগ্য শিক্ষক ব্যতীত যোগ্য শিক্ষার্থী গড়ে উঠতে পারে না। নরম মাটি যেভাবে কারিগরের হাতে সুন্দর হাড়ি-পাতিলে পরিণত হয়, নরম শিশুগুলি তেমনি সুন্দর ও চরিত্রবান শিক্ষকের হাতে সুন্দর মানুষে পরিণত হয়। সে হয় তার শিক্ষকের জন্য ছাদাক্বায়ে জারিয়া স্বরূপ। যার নেকী তিনি মৃত্যুর পরেও পেয়ে থাকেন।

'শিক্ষাবোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ঢাকা-এর অতিরিক্ত পরিচালক জনাব জুনায়েদ মুনীর, জাপান ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এ্যাণ্ড কলেজ, গাযীপুর-এর ভাইস প্রিন্সিপাল জনাব শামসুযযোহা, রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এণ্ড কলেজের প্রভাষক মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান, 'শিক্ষাবোর্ড'-এর সচিব জনাব শামসুল আলম, প্রধান পরিদর্শক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. নূরুল ইসলাম, সহকারী পরিদর্শক আব্দুন নূর প্রমুখ। প্রশিক্ষণে মোট ৮৫ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের তৃতীয় অধিবেশনে শিক্ষকগণ ডেমো ক্লাসে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে এমসিকিউ পদ্ধতিতে মূল্যায়ন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১ম স্থান অধিকার করেন দিনাজপুর দারুস সুন্নাহ মডেল মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান, ২য় স্থান অধিকার করেন ফরিদপুর সালথা আহলেহাদীছ মাদ্রাসা ও মসজিদ কমপ্লেক্সের প্রধান শিক্ষক মুহাম্মাদ রাক্বীবুল ইসলাম এবং ৩য় স্থান অধিকার করেন কুমিল্লা ইমাম বুখারী (রহঃ) সালাফিইয়াহ মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মুহাম্মাদ আতাউল্লাহ। তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত।

মারকায সংবাদ

তাখাছ্ছুছ বিভাগের উদ্বোধন : মারকাযের ইতিহাসে নতুন মাইলফলক

নওদাপাড়া, রাজশাহী ২২শে জানুয়ারী, সোমবার : অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীতে প্রথমবারের মতো 'তাখাছ্ছুছ ফিল হাদীছ ওয়াল ফিক্বহ' বিভাগের উদ্বোধনী দরস অনুষ্ঠিত হয়। মাদ্রাসার শিক্ষক মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উদ্বোধনী দরস প্রদান করেন মারকাযের প্রতিষ্ঠাতা, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। তিনি ড. মুছতফা আস-সিবাঈ রচিত 'আস-সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা ফিত-তাশরীঈল ইসলামী' গ্রন্থ থেকে 'তাদভীনুস সুন্নাহ' (হাদীছ সংকলনের ইতিহাস) বিষয়ে এক তথ্যবহুল ও জ্ঞানগর্ভ দরস প্রদান করেন। উপস্থিত ছিলেন মারকাযের দাওরায়ে হাদীছের শিক্ষক মণ্ডলীসহ অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ, ছানাবিয়াহ ও কুল্লিয়ার ছাত্রবৃন্দ এবং 'আন্দোলন' 'যুবসংঘ' 'সোনামণি'-র দায়িত্বশীল ও অন্যান্য সুধীসহ ৬০-এর অধিক ব্যক্তিবর্গ।

আমীরে জামা'আতের দরস প্রদানের মাধ্যমে ৮ জন ছাত্রকে নিয়ে মারকাযে তাখাছ্ছুছ বিভাগের নবযাত্রা শুরু হয়। উদ্বোধনী দরসে তিনি ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'তোমাদেরকে সবসময় লেখাপড়ার মধ্যেই থাকতে হবে। আমরা কেউ আসলে শিক্ষক নই, সবাই আমরা শিক্ষার্থী। মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের শিখতে হবে। শেখার কোন শেষ নেই। আমরা শিক্ষক হই আর শিক্ষার্থী হই সর্বাগ্রে আমাদেরকে সত্যিকারের মানুষ হ'তে হবে। তাহ'লে দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ তোমাদেরকে সম্মানিত করবেন। এমনকি সমুদ্রের পানির নীচের মাছ পর্যন্ত তোমার জন্য দো'আ করবে'।

উক্ত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, মারকাযের সেক্রেটারী মাওলানা দুররুল হুদা ও ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ড. নূরুল ইসলাম। মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ডের সচিব শামসুল আলম।

উল্লেখ্য যে, ২০০৩ সাল থেকে অধ্যাবধি অত্র প্রতিষ্ঠানে কুল্লিয়া তথা দাওরায়ে হাদীছ বিভাগ চালু রয়েছে।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/২০১) : ফসল যদি জমির মালিক ও বর্গাদার উভয়ের মধ্যে ভাগ হয়ে থাকে, তাহ'লে ওশর কি উভয়কেই দিতে হবে? না যেকোন একজন দিলেই হবে? এছাড়া ওশর প্রদানের জন্য ২০ মণ ফসল হওয়া আবশ্যক, না অল্প হ'লেও ওশর দিতে হবে?

-ফাহীম ফায়ছাল, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : মোট ফসলের উপর বর্গাদার ওশর দিবে। কারণ ওশর হয় ফসলের উপর, জমির উপরে নয়। এর উপরেই জমহূর বিদ্বানগণের ঐক্যমত রয়েছে। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন, জমির মালিককে ওশর দিতে হবে বর্গদারকে নয় *(ইবনু হাযম, আল-মুহাল্লা ৪/৪৭; ইবনু কুদামা, মুগনী ৩/৩০)*। তবে প্রথম অভিমতটিই অগ্রগণ্য *(ওছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৬/৮৮)*।

উল্লেখ্য যে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, পাঁচ অসাক্ব-এর কম পরিমাণ উৎপন্ন ফসলে ওশর নেই *(বুখারী হা/১৪৪৭; মিশকাত হা/১৭৯৪)*। আর পাঁচ অসাক্বের ওযন ৩শ' ছা'। আর ৩শ' ছা'-এর ওযন বিভিন্ন শস্যের বিভিন্ন রকম হ'তে পারে। এর আনুমানিক ওযন ১৫ মণ থেকে সাড়ে ২২ মণের কাছাকাছি হয়ে থাকে। সেজন্য কোন শস্য ২০ মণ হ'লে ওশর দেওয়া উচিৎ। অতএব কারো উৎপাদিত ফসল কমপক্ষে ১৫ মণ হ'লে ওশর দিতে পারে।

প্রশ্ন (২/২০২) : কুরবানী, আক্বীক্বা বা সাধারণ যবহ করার সময় কি কি দো'আ পাঠ করা সুন্নাত?

-জাবের, বারঘরিয়া, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : যে কোন পশু যবহ করার সময় বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর বলবে। এছাড়াও বিভিন্ন দো'আ বর্ণিত হয়েছে। যার কয়েকটি নিম্নরূপ- কুরবানীর পশু যবহ করার সময় বলবে, *বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্নী ওয়া মিন আহলে বায়তী* (আল্লাহ্র নামে, হে আল্লাহ! তুমি কবুল কর আমার ও আমার পরিবারের পক্ষ হ'তে)। এছাড়াও *'বিসমিল্লা-হি ওয়াল্লা-হু আকবার, আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্নী কামা তাক্বাব্বালতা মিন ইব্রাহীমা খালীলিক'* (...হে আল্লাহ! তুমি আমার পক্ষ হ'তে কবুল কর যেমন কবুল করেছ তোমার বন্ধু ইব্রাহীমের পক্ষ হ'তে) *(মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৬/৩০৮)*। উপরোক্ত দো'আগুলির সাথে অন্য দো'আও রয়েছে। যেমন- *ইন্নী ওয়াজ্জাহ্তু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাত্বারাস সামাওয়াতি ওয়াল আরয; 'আলা মিল্লাতি ইব্রাহীমা হানীফাঁও ওয়া মা আনা মিনাল মুশরিকীন। ইন্না ছলাতী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহইয়ায়া ওয়া মামাতী লিল্লাহি রব্বিল 'আলামীন। লা শারীকা লাহু ওয়া বিযালিকা উমিরতু ওয়া আনা মিনাল মুসলিমীন। আল্লা-হুম্মা মিনকা ওয়া লাকা; (মিন্নী ওয়া মিন আহলে বায়তী) বিসমিল্লা-হি ওয়াল্লাহু আকবার'* অথবা *'বিসমিল্লা-হি আল্লাহু আকবার'* *(মিশকাত হা/১৪৬১, সনদ হাসান; ইরওয়া ৪/৩৫০-৫১)*। তবে আক্বীক্বার পশু যবহ করার সময় বলবে, *আল্লা-হুম্মা মিনকা ওয়া লাকা, আক্বীক্বাতা ফুলান। বিসমিল্লা-হি ওয়াল্লা-হু আকবর* (হে আল্লাহ! তোমার পক্ষ থেকে তোমার জন্য অমুকের আক্বীক্বা। আল্লাহ্র নামে, আর আল্লাহ সবার চেয়ে বড়)। এ সময় *'ফুলান'*-এর স্থলে বাচ্চার নাম বলা যাবে। মনে মনে নবজাতকের আক্বীক্বার নিয়ত করে মুখে কেবল *'বিসমিল্লা-হি ওয়াল্লা-হু আকবর'* বললেও চলবে। কেননা 'বিসমিল্লাহ' বলা অপরিহার্য *(আন'আম- ৬/১২১; দ্র. হাফাবা প্রকাশিত 'মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা' বই)*।

প্রশ্ন (৩/২০৩) : ফরয ছালাতের পর তাসবীহ, তাহমীদ ও তাকবীর পাঠের নিয়ম কি?

-আনোয়ারুল ইসলাম, রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : এক্ষেত্রে চারটি পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে, যেগুলো ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত।

(১) সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার, আল্লাহু আকবর ৩৩ বার ও *লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহূ লা শারীকা লাহূ; লাহুল মুল্কু ওয়া লাহুল হাম্দু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর* ১ বার মোট ১০০ বার' (মুসলিম, মিশকাত হা/৯৬৬, ৯৬৭)।

(২) সুবহানাল্লাহ ৩৩, আলহামদুলিল্লাহ ৩৩, আল্লাহু আকবর ৩৩ মোট ৯৯ বার।

(৩) সুবহানাল্লাহ ২৫ বার, আলহামদুলিল্লাহ ২৫ বার, আল্লাহু আকবর ২৫ বার ও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ২৫ বার মোট ১০০ বার' *(আহমাদ হা/২১৬৪০; নাসাঈ হা/১৩৫০; মিশকাত হা/৯৭৩; ছহীহাহ হা/১০১)*।

(৪) সুবহানাল্লাহ ১০ বার, আলহামদুলিল্লাহ ১০ বার, আল্লাহু আকবর ১০ বার মোট ৩০ বার হ'লেও মীযানে তা অনেক ভারী' *(বুখারী হা/৬৩২৯; মিশকাত হা/৯৬৫)*। অতএব সময় বিবেচনা করে যেকোন একটির উপর আমল করা করবে।

প্রশ্ন (৪/২০৪) : মৃত ব্যক্তির পাশে আগরবাতি জ্বালানো যাবে কি?

-রিয়াযুদ্দীন, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তর : বিশেষ কোন বরকত লাভের উদ্দেশ্যে আগরবাতি জ্বালানো হ'লে তা শিরক হবে, যা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। তবে স্থান সুগন্ধিময় করার লক্ষ্যে মাইয়েতের পাশে আগরবাতি জ্বালানোতে কোন দোষ নেই *(আহমাদ হা/১৪০৬৯; নাসাঈ হা/৩৯৪০; মিশকাত হা/৫২৬১, সনদ হাসান)*।

প্রশ্ন (৫/২০৫) : কোন বান্দার হক নষ্ট হয়ে থাকলে সেই হক আদায়ের জন্য যদি সেই ব্যক্তিকে খুঁজে না পাওয়া যায়, তাহ’লে তার পক্ষ থেকে তার ছওয়াবের আশায় ছাদাক্বা করলে বান্দার হক আদায় হয়ে যাবে কি?

-শফীকুল ইসলাম, মাদারটেক, ঢাকা।

উত্তর : উক্ত সম্পদ মালিককে ফেরত দেয়ার সাধ্যমত চেষ্টা করতে হবে। মালিককে না পাওয়া গেলে তার ওয়ারিছদের ফেরত দিতে হবে। তাদেরও না পাওয়া গেলে মালিকের নামে ছাদাক্বা করে দিবে *(ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৩১৩৩-৩৫; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ‘উল ফাতাওয়া ২২/১৪২)*।

প্রশ্ন (৬/২০৬) : আমি দীর্ঘদিন যাবত দুরারোগ্য চর্মরোগে ভুগছি। ওষুধ খেলে কখনও নিয়ন্ত্রণে আসে, কখনও আসে না। টাখনুর উপরে কাপড় পরিধান করলে চর্মরোগের স্থানগুলো বেরিয়ে আসে। ফলে ভীষণভাবে বিব্রত ও লজ্জা বোধ করি। এক্ষণে আমি যদি লজ্জার কারণে অন্তরে পাপ বোধ রেখে টাখনু ঢেকে পায়জামা পরি, তবে আমি গোনাহগার হব কি?

-তৌসিফ ইসলাম, ভারত।

উত্তর : অহংকারবশে পুরুষের টাখনুর নীচে যতটুকু কাপড় যাবে, সেটুকু জাহান্নামের আগুনে পুড়বে (বুখারী হা/৩৪৮৫, ৫৭৮৭; মিশকাত হা/৪৩১৩-১৪)। তবে প্রশ্নে উল্লেখিত বিব্রতকর অবস্থায় তিনি গোনাহগার হবেন না। কারণ এটি বাধ্যগত অবস্থা। আর আল্লাহ কারু উপরে তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপান না (বাক্বারাহ ২৮৬)। আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আব্দুর রহমান বিন ‘আওফ ও যুবায়ের ইবনুল ‘আওয়াম (রাঃ)-কে তাদের চর্ম বা এলার্জি জনিত রোগ বা অন্য কোন বেদনার কারণে সফরে নরম রেশমী কাপড় পরিধানের অনুমতি দিয়েছিলেন *(বুখারী হা/২৯১৯; মুসলিম হা/২০৭৬; মিশকাত হা/৪৩২৬ ‘পোষাক’ অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (৭/২০৭) : নফল ছিয়াম রাখার পর কারণবশত তা ভেঙ্গে ফেলতে হ’লে তার ক্বাযা আদায় করতে হবে কি?

-ইশতিয়াক আলী, মণীপুর, গাযীপুর।

উত্তর : নফল ছিয়াম আদায়কারী তার ছিয়ামের ব্যাপারে স্বেচ্ছাধীন। সে চাইলে তা পূর্ণ করতে পারে, আবার চাইলে ছেড়ে দিতে পারে *(তিরমিযী হা/৭৩২; মিশকাত হা/২০৭৯, সনদ হাসান)*। তিনি আরো বলেন, নফল ছিয়ামের উদাহরণ হ’ল ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে স্বীয় ধন-সম্পদ থেকে দান করার নিয়তে কিছু মাল বের করল। এখন সে ব্যক্তি ইচ্ছা করলে তা দানও করতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে রেখেও দিতে পারে *(নাসাঈ হা/২৩২২; আলবানী, আদাবুয যিফাফ ১/১৫৯)*।

প্রশ্ন (৮/২০৮) : হতাশা, চিন্তা ও দুর্দশার সময় সূরা ক্বাছাছ-এর ২৪ আয়াতটি দো‘আ হিসাবে পাঠ করা যাবে কি? যেটি মূসা (আঃ) পাঠ করেছিলেন?

-হাসীবুর রশীদ, কাদিরগঞ্জ, রাজশাহী।

উত্তর : পবিত্র কুরআন মুমিনদের জন্য রোগ নিরাময়কারী এবং রহমত। সুতরাং উক্ত দো‘আ হতাশা দূর করার জন্য পাঠ করা যায় *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ‘উল ফাতাওয়া ১০/২৪৪-৪৬; ওছায়মীন, মাজমূ‘ ফাতাওয়া ২/৩৩৭)*। দো‘আটি হ’ল- রব্বে ইন্নী বিমা আনযালতা ইলাইয়া মিন খায়রিন ফক্বীর’ (হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার পক্ষ হ’তে আমার প্রতি কল্যাণ নাযিলের মুখাপেক্ষী) *(ক্বাছাছ ২৮/২৪)*। আল্লাহ বলেন, ‘আর আমরা কুরআন নাযিল করি, যা বিশ্বাসীদের জন্য আরোগ্য ও রহমত স্বরূপ’ *(ইসরা ১৭/৮২)*। অতএব উক্ত আয়াতটি দো‘আ হিসাবে পাঠ করা যাবে।

প্রশ্ন (৯/২০৯) : পরীক্ষার হল থেকে শিক্ষার্থীদের ছালাতের জন্য বের হ’তে দেওয়া হয় না। আবার বের হ’লেও পরীক্ষায় ক্ষতিগ্রস্ত হ’তে হয়। এমতাবস্থায় ওয়াক্ত শেষ হওয়ার আশংকা থাকলে শিক্ষার্থীর করণীয় কি?

-আসীফুর রহমান, শালবাগান, রাজশাহী।

উত্তর : কর্তৃপক্ষের উচিৎ ছালাতের সময় পরীক্ষা না রাখা। কারণ আল্লাহ তা‘আলা ছালাতের জন্য সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন *(নিসা ৪/১০৩)*। এক্ষণে পরীক্ষা চলাকালীন ছালাত আদায়ের সুযোগ না পেলে মা‘যূর হিসাবে পরীক্ষা শেষে ছালাত আদায় করে নিবে *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন ‘আলাদ-দারব ১৬/১৭৪-৭৫; ওছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন ‘আলাদ-দারব, টেপ নং ১০)*। আল্লাহ বলেন, ‘তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর’ *(তাগাবুন ৬৪/১৬)*। এছাড়া যোহর ও আছর ওয়াক্তের সময় পরীক্ষা হ’লে যোহরের ছালাতকে পিছিয়ে আছরের সাথে জমা করে পড়ে নিবে অথবা আছরের ছালাতকে এগিয়ে নিয়ে যোহরের সাথে জমা করে পড়ে নিবে *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন ‘আলাদ-দারব ১৬/১৭৪-৭৫)*।

প্রশ্ন (১০/২১০) : আমার মা আজ ২৫ দিন যাবৎ ব্রেন স্ট্রোক করে অচেতন অবস্থায় আছেন। বয়স ৯০-এর বেশী। তাঁর জন্য অনেকেই ছাদাক্বা করতে বলছেন বা খাসি যবেহ করতে বলছেন। এক্ষণে আমাদের করণীয় কি?

-আব্দুর রব, পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তর : ছাদাক্বা করা যায়। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা ছাদাক্বার মাধ্যমে রোগের চিকিৎসা করো *(ছহীহুত তারগীব হা/৭৪৪)*। বিপদকালীন অবস্থায় করণীয় সম্পর্কে নছীহত করে রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘তোমরা বিপদ দেখতে পেলে আল্লাহ্‌র নিকট দো‘আ কর এবং তার বড়ত্ব ঘোষণা কর। ছালাত আদায় কর ও ছাদাক্বা কর *(বুখারী হা/১০৪৪; মিশকাত হা/১৪৮৩)*। অতএব রোগীর চিকিৎসা হিসাবে পবিত্র মাল থেকে ছাদাক্বা করতে পারে। কেননা পবিত্র মাল ব্যতীত আল্লাহ কোন ছাদাক্বা কবুল করেন না *(মুসলিম হা/১০১৫; মিশকাত হা/২৭৬০)*।

প্রশ্ন (১১/২১১) : যদি ভুল করে কেউ কারো মোবাইলে টাকা রিচার্জ করে দেয়; কিন্তু যিনি পেয়েছেন তিনি জানতে না পারেন কে সেটা দিয়েছে। তাহ’লে তার করণীয় কি?

-যুবায়ের আহমাদ, সাপাহার, নওগাঁ।

সূচীপত্র

উত্তর : প্রথমে বিভিন্নভাবে টাকার মালিককে খোঁজার চেষ্টা করবে। খুঁজে না পেলে অজ্ঞাত ব্যক্তির নামে উক্ত টাকা ছাদাক্বা করে দিবে *(ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৩১৩৩-৩৫; মাজমূ‘উল ফাতাওয়া ২২/১৪২)*।

তবে মালিকের নামে দান করার পরে যদি তার সন্ধান পাওয়া যায় এবং সে তার টাকা দাবী করে, তাহ’লে উক্ত টাকা তাকে ফেরত দিতে হবে। তবে দানকারীর আমলনামায় তার দানের ছওয়াব যুক্ত হবে। আর যে কোন পবিত্র মালের ছাদাক্বা আল্লাহ্‌র নিকটে বর্ধিত হয়ে পাহাড়ের সমান হয় *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১৮৮৮)*।

প্রশ্ন (১২/২১২) : বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় কোটা সুবিধা থাকে। আমার পিতা সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। তার সন্তান হিসাবে ঐসকল কোটার সুযোগ নেওয়া উচিৎ হবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, কাদিরগঞ্জ, রাজশাহী।

উত্তর : সরকার কর্তৃক প্রদত্ত যেকোন বৈধ সুবিধা গ্রহণ করাতে দোষ নেই *(বিন বায, মাজমূ‘ ফাতাওয়া ৭/১২৬-৩০)*। আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেন, আমি ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) আমাকে কিছু দান করতেন, তখন আমি বলতাম, যে আমার চেয়ে বেশি অভাবগ্রস্ত, তাকে দিন। তখন আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) বলতেন, গ্রহণ কর। যখন তোমার কাছে এসব মালের কিছু আসে অথচ তার প্রতি তোমার লোভ নেই এবং তার জন্য তুমি প্রার্থী নও, তখন তা তুমি গ্রহণ করবে। আর যা এভাবে আসবে না, তার পিছে লেগে থেক না *(বুখারী হা/১৪৭৩; মিশকাত হা/১৮৪৫)*।

প্রশ্ন (১৩/২১৩) : ছোট কন্যাশিশুদের মসজিদে নিয়ে গিয়ে পিতা জামা‘আতের সাথে ছালাত আদায় করতে পারবেন কি?

-হাসীবুর রশীদ, রাজশাহী।

উত্তর : কন্যাশিশুদের মসজিদে নিয়ে যাওয়া যায়। তবে অন্য মুছল্লীদের জন্য বিরক্তিকর হ’লে তাদের নিয়ে যাবে না বা নিয়ে গেলেও পিছনে বসিয়ে রাখবে। আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে ইমামতি করতে দেখেছি। এমতাবস্থায় নাতনী উমামাহ বিনতে আবুল ‘আছ তাঁর কাঁধে থাকত। তিনি যখন রুকূতে যেতেন উমামাকে নীচে নামিয়ে রাখতেন। আবার যখন তিনি সিজদা হ’তে মাথা উঠাতেন, তখন তাকে কাঁধে উঠিয়ে নিতেন *(বুখারী হা/৫৯৯৬; মুসলিম হা/৫৪৩; মিশকাত হা/৯৮৪)*। শিশুপুত্র বা শিশুকন্যা যেই হোক তাকে ছালাতরত অবস্থায় বহন করা বা তাকে পাশে রাখা বৈধ। ছালাত ফরয হৌক বা নফল হৌক এতে কোন পার্থক্য নেই *(মিরক্বাত ২/৭৮২; মির‘আত ৩/৩৫০)*।

প্রশ্ন (১৪/২১৪) : আমার পোষা বিড়ালটি প্যারালাইজ্‌ড হওয়ার কারণে চলাফেরা করতে পারে না। পুরোপুরি শয্যাশায়ী। তার দেখাশোনা করার কেউ নেই। তাকে যদি ইনজেকশনের মাধ্যমে মেরে ফেলা হয়, তাহ’লে গুনাহ হবে কি?

-আবুবকর ছিদ্দীক, রংপুর।

উত্তর : শারঈ কারণ ব্যতীত জীব হত্যা মহাপাপ। সুতরাং অসুস্থ বিড়ালকে সাধ্যমত চিকিৎসা দিতে হবে এবং কোন মাধ্যম ব্যবহার করে তাকে হত্যা করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমার সামনে জাহান্নামকে পেশ করা হয়। তাতে আমি বনু ইস্রাঈলের এমন একজন মহিলাকে দেখতে পাই, যাকে একটি বিড়ালের কারণে শাস্তি দেয়া হচ্ছিল। সে বিড়ালটিকে বেঁধে রেখেছিল, তাকে খাদ্যও দেয়নি বা তাকে ছেড়েও দেয়নি যাতে সে চলাফেরা করে কীট-পতঙ্গ খেতে পারত। পরিশেষে বিড়ালটি ক্ষুধায় মরে গেল *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১৯০৩)*। অন্যত্র তিনি বলেন, ‘যে ব্যক্তি শারঈ ওযর ছাড়া চড়ুই কিংবা তদপেক্ষা ছোট পাখি হত্যা করবে, (ক্বিয়ামতের দিন) আল্লাহ তা‘আলা তাকে তার হত্যার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবেন *(নাসাঈ হা/৪৪৪৫; মিশকাত হা/৪০৯৪)*। ছাহাবীগণ আরয করলেন, পশু-পাখির সাথে সদ্ব্যবহার করার মধ্যেও কি আমাদের জন্য ছওয়াব আছে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ। প্রত্যেক তাযা প্রাণীর সাথে সদ্ব্যবহার করার মধ্যে ছওয়াব আছে *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১৯০২)*। অতএব বিনা কারণে কোন পশুকে হত্যা করা যাবে না। তবে কোন পশু বা প্রাণী যদি মানুষের নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়, তাহ’লে তাকে হত্যা করা যাবে *(বনু ইস্রাঈল ৩৩)*।

প্রশ্ন (১৫/২১৫) : হাত তুলে দো‘আ করার সময় দু’হাতের মাঝে ফাঁকা থাকবে, না মিলিয়ে রাখতে হবে?

-রেযওয়ানুল হক, গাবতলী, বগুড়া।

উত্তর : একাকী দো‘আ করার সময় হাতের পেট আকাশের দিকে মুখ বরাবর রেখে প্রার্থনা করবে। এ সময় এক হাত আরেক হাতের সাথে মিলে থাকবে *(নববী, শরহ মুসলিম ৬/১৯০; ওছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে‘ ৪/১৮)*। শায়খ ওছায়মীন বলেন, দুই হাত ফাঁকা করে বা আলাদা করে হাত তুলে প্রার্থনা করার পদ্ধতি কিতাব ও সুন্নাহ এবং সালাফদের আমলে নেই *(ওছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে‘ ৪/১৮)*।

প্রশ্ন (১৬/২১৬) : রামাযানে শয়তানদের বেঁধে রাখা হয় মর্মে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। এরপরেও মানুষ বিপথগামী হয়ে থাকে কেন?

-রাফিয়া তাসনীম, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : রামাযানে শয়তানদের শৃংখলাবদ্ধ করা হয় মর্মে একাধিক ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। এটি গায়েবী বিষয়। যেভাবে হাদীছে এসেছে সেভাবেই মুসলমানদের বিশ্বাস করতে হবে। তবে বিদ্বানগণ এর ব্যাখ্যায় বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, শয়তানরা মুসলমানদেরকে অন্য মাসে যেভাবে ফিৎনায় ফেলতে পারে সেভাবে রামাযানে পারে না। কারণ তারা ছিয়াম পালন, কুরআন তেলাওয়াত ও যিকিরে ব্যস্ত থাকে, যা অবৈধ কামনা-বাসনাকে দমন করে *(ফাৎহুল বারী ৪/১১৪)*। তারা এই মাসে ব্যাপকহারে মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে

পারে না বলেই তাদেরকে শৃংখলাবদ্ধ করার সাথে তুলনা করা হয়েছে। আবার কোন কোন বিদ্বান বলেছেন, যাতে শয়তান লোকদের ওয়াস্‌ওয়াসা দিতে ও মন্দ কর্মসমূহ তাদের নিকট সৌন্দর্যমণ্ডিত করে দিতে না পারে, সেজন্য তাদেরকে অপারগ করে দেওয়া হয়। অবশ্য কোন কোন বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, কেবল শয়তানদের মধ্যে অগ্রগামীদের শৃংখলবদ্ধ করা হয় সবাইকে নয় *(ফাৎহুল বারী ৪/১১৪)*। তবে আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ শয়তানকে বেঁধে রাখেন। কিন্তু কোন পদ্ধতিতে রাখা হয় আল্লাহই ভালো জানেন *(ওছায়মীন, মাজমূ‘ ফাতাওয়া ২০/৭৫)*।

প্রশ্ন (১৭/২১৭) : মদীনায় ছিয়াম পালন করা অন্যত্র ছিয়াম পালন অপেক্ষা হাযার মাস উত্তম এবং সেখানে একটি জুম‘আ আদায় করা অন্য শহরে হাযারটি জুম‘আ আদায় করা অপেক্ষা উত্তম— মর্মে বর্ণিত হাদীছটির সত্যতা জানতে চাই।

-নাজমুল হুদা, রেহাইরচর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি ‘বাতিল’ *(আলবানী, যঈফাহ হা/৮৩১)*। অন্য বর্ণনায় সত্তুরটি রামাযান অপেক্ষা উত্তম বলা হয়েছে। এ বর্ণনাটিও ‘যঈফ’ *(আতিয়া সালেম, শরহুল আরবাঈন ৫/৭৯)*। আরো উল্লেখ্য যে, মক্কায় ছিয়াম পালন করা অন্যত্র ছিয়াম পালন অপেক্ষা উত্তম মর্মে উল্লেখিত বর্ণনাটি জাল *(ইবনু মাজাহ হা/৩১১৭; যঈফাহ হা/৮৩২)*। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, অন্যত্র ছালাত আদায়ের চেয়ে আমার এই মসজিদে ছালাত আদায় করা এক হাযার গুণ উত্তম এবং মাসজিদুল হারামে ছালাত আদায় করা এক লক্ষ গুণ উত্তম *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৬৯২; ইবনু মাজাহ হা/১৪০৬)*।

প্রশ্ন (১৮/২১৮) : রামাযানে কারো অজ্ঞান হয়ে যাওয়া কি ছিয়াম ভঙ্গ হওয়ার কারণ?

-মুশতাক, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : রামাযানে দিনের বেলায় কেউ কিছু সময় অজ্ঞান হয়ে থাকলে তার ছিয়াম ভঙ্গ হবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তিন ব্যক্তির উপর থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। (১) নিদ্রিত ব্যক্তি, যতক্ষণ না জাগ্রত হয়, (২) অসুস্থ (পাগল) ব্যক্তি, যতক্ষণ না আরোগ্য লাভ করে এবং (৩) অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক, যতক্ষণ না সে বালেগ হয় *(আবুদাঊদ হা/৪৪০৩; মিশকাত হা/৩২৮৭)*।

প্রশ্ন (১৯/২১৯) : আমার স্বামীর একাধিক স্ত্রী আছে। এক্ষণে আমার কাছে না থাকার দিনে আমি স্বামীর অনুমতি ব্যতীত নফল ছিয়াম পালন করতে পারব কি?

-নাজমুন নাহার, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : এ অবস্থায় স্বামীর অনুমতি নিতে হবে না। কারণ স্বামীর উপস্থিতিতে স্ত্রীকে নফল ছিয়াম পালন করতে নিষেধ করার কারণ হচ্ছে স্বামীর চাহিদার প্রতি খেয়াল রাখা। অতএব স্বামী যেহেতু পাশে না থেকে আরেকজন স্ত্রীর নিকট অবস্থান করছে, সেজন্য নফল ছিয়াম পালনে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন (২০/২২০) : জনৈক ব্যক্তি স্ত্রী, তিন কন্যা, দুই সহোদর বোন ও চাচাতো ভাই এবং বোন রেখে মারা গেছে। মাইয়েতের তিন বিঘা জমি রয়েছে। এক্ষণে উক্ত সম্পত্তি কিভাবে বণ্টিত হবে?

-আহমাদ, রাজশাহী।

উত্তর : কন্যারা পাবে দুই-তৃতীয়াংশ, স্ত্রী এক-অষ্টমাংশ এবং বাকী সম্পত্তি দুই সহোদর বোন পাবে। দুই সহোদর বোন থাকায় চাচাতো ভাই-বোন কোন সম্পত্তি পাবে না। আল্লাহ বলেন, যদি দুইয়ের অধিক কন্যা থাকে, তাহ’লে তারা পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পাবে। আর যদি কেবল একজনই কন্যা হয়, তবে তার জন্য অর্ধেক... আর তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে স্ত্রীরা সিকি পাবে, যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে। যদি থাকে, তবে তারা অষ্টমাংশ পাবে.. *(নিসা ৪/১১-১২)*। এক্ষণে মোট তিন বিঘা বা ৯৯ শতক জমি থেকে স্ত্রী পাবে ১২.৩৭৫ শতক, তিন কন্যার প্রত্যেকে পাবে ২২.০০৭৭ শতক করে মোট ৬৬.০২৩১ শতক এবং দুই সহোদর বোন পাবে ১০.২৯৬ শতক করে মোট ২০.৫৯২ শতক।

প্রশ্ন (২১/২২১) : পিতা জীবিত অবস্থায় কন্যা সন্তানদের কোন সম্পত্তি হেবা করতে পারবেন কি? পারলে কতটুকু পারবেন?

-আব্দুল্লাহ, কাকনহাট, রাজশাহী।

উত্তর : পিতা সুস্থ অবস্থায় তার কন্যা সন্তানদের বা ছেলে সন্তানদের প্রয়োজন মাফিক সম্পত্তি হেবা করতে পারবেন। তবে অছিয়ত করতে পারবেন না। কারণ ওয়ারিছদের জন্য কোন অছিয়ত নেই *(বুখারী হা/২৭৪৭; মিশকাত হা/৩০৭৪)*। পিতা অন্যান্য ওয়ারিছদের বঞ্চিত না করার নিয়ত রেখে প্রয়োজন মত সম্পত্তি ছেলে বা মেয়েদের ইনছাফের ভিত্তিতে হেবা করতে পারবেন। কারণ একজন সুস্থ ব্যক্তি তার সম্পদ খরচ করা বা দান করার ব্যাপারে স্বাধীন। আবুবকর (রাঃ) তাবূক যুদ্ধের পূর্বে তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি দান করেছিলেন *(আবুদাঊদ হা/১৬৭৮; মিশকাত হা/৬০২১, সনদ হাসান)*। ইবনু কুদামাহ বলেন, হাদীছ প্রমাণ করে যে, সন্তানদের মাঝে সমতা করা ওয়াজিব। অন্যান্য ওয়ারিছেরা এর স্থলাভিষিক্ত নয় *(মুগনী ৬/৫৪)*। তবে একাধিক ছেলে বা মেয়েদের মাঝে হেবা করলে সমতা বিধান করা আবশ্যক। অনুরূপভাবে একাধিক স্ত্রীর মাঝে হেবা করলে সমতা রাখা আবশ্যক *(মুসলিম হা/১৬২৩; মিশকাত হা/৩০১৯)*।

প্রশ্ন (২২/২২২) : অনেকে ফরয ছালাতের পর বৃদ্ধাঙ্গুলে ফুঁক দিয়ে চোখে লাগায়। এটা শরী‘আতসম্মত কি?

-খালিদ হাসান, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : ছালাতের পর এরূপ আমল রাসূল (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম বা সালাফে ছালেহীনের আমল দ্বারা প্রমাণিত নয়। অতএব এটি বিদ‘আত *(মুসলিম হা/১৭১৮; মিশকাত হা/৫৩১৫)*। তবে চিকিৎসা হিসাবে উক্ত আমল করা যায়। কারণ রাসূল (ছাঃ) সূরা নাস, ফালাক্ব ও ইখলাছ পাঠ করে হাতে ফুঁক

সূচীপত্র

দিয়ে শরীরে হাত বুলাতেন। তিনি বার্ধক্যে উপনীত হ'লে আয়েশা (রাঃ) সেগুলো পাঠ করে তাঁর হাত দ্বারা মাসাহ করতেন *(বুখারী হা/৫৭৩৫, ৫৭৫১)*।

প্রশ্ন (২৩/২২৩) : মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানোর জন্য পানি গরম করার সময় পানিতে বরই পাতা দেওয়া এবং মশারী টাঙানোর বিশেষ কোন ফযীলত আছে কি?

-কাবীল হোসাইন, লালমণিরহাট।

উত্তর : পানিতে বরই পাতা ব্যবহার করা মুস্তাহাব। কারণ পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে এটা পরিপূর্ণ *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৩/১১৩; ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৭/৪৭৩)*। রাসূল (ছাঃ) তার মৃত কন্যার গোসল দানের নির্দেশনা দিয়ে বলেন, 'তোমরা তিনবার, পাঁচবার, প্রয়োজন বোধ করলে এর চেয়ে বেশী বার পানি ও বরই পাতা দিয়ে তাকে গোসল দাও। আর শেষ বার দিবে কর্পুর। অথবা বলেছেন, কিছু কর্পুর পানিতে ঢেলে দিবে *(বুখারী হা/১২৫৮; মিশকাত হা/১৬৩৪)*। গোসল করানোর সময় কাপড় বা এজাতীয় কিছু দিয়ে মাইয়েতের চার দিকে পর্দা করা উচিৎ। তবে মশারী টাঙানোর কোন ফযীলত নেই।

প্রশ্ন (২৪/২২৪) : আমার পিতা শারীরিক কারণে ফরয ছিয়াম রাখতে পারেন না। তিনি ফিদইয়ার পাশাপাশি ছিয়াম পালনের মত নেকী অর্জন করা সম্ভব এরূপ কিছু আমল করতে চান। এ বিষয়ে করণীয় জানতে চাই।

-আবুল কালাম, নাটোর।

উত্তর : অতি বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা যারা ছিয়াম পালনে অক্ষম, তারা ছিয়ামের ফিদ্ইয়া হিসাবে দৈনিক একজন করে মিসকীন খাওয়াবেন *(বাক্বারাহ ২/১৮৪)*। ছাহাবী আনাস (রাঃ) অতি বৃদ্ধ অবস্থায় গোশত-রুটি বানিয়ে একদিনে ৩০ (ত্রিশ) জন মিসকীন খাইয়েছিলেন *(কুরতুবী)*। ফিদ্ইয়ার পরিমাণ দৈনিক এক মুদ বা সিকি ছা' চাউল বা গম *(বায়হাক্বী হা/৮৪৭৫-৭৬, ৪/২৫৪ পৃ.)*। তবে বেশী দিলে বেশী নেকী পাবেন। কেননা আল্লাহ বলেন, 'যদি কেউ স্বেচ্ছায় বেশী দান করে, তবে সেটি তার জন্য উত্তম হবে' *(বাক্বারাহ ২/১৮৪)*।

প্রশ্ন (২৫/২২৫) : আমি পরিবার থেকে গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেছি। তাই টয়লেটে ছালাত আদায় করতে হয়, জুম'আ পড়তে পারি না, ফরয ছিয়াম রাখতে পারি না। আমি কি প্রতিনিয়ত পাপী হচ্ছি? আমার জন্য করণীয় কী?

-মাহমূদ, শ্রীপুর, মাগুরা।

উত্তর : টয়লেটে ছালাত আদায় করা জায়েয নয় *(তিরমিযী হা/৩১৭; মিশকাত হা/৭৩৭; আহমাদ হা/১১৮০১, সনদ ছহীহ)*। তবে কোন উপায়ান্তর না থাকলে বাধ্যগত অবস্থায় ফরয ছালাত এমন স্থানেও আদায় করা যায় *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব)*। সেক্ষেত্রে ভয়ের কারণে যোহর-আছর ও মাগরিব-এশা এক সাথে জমা ও ক্বছর করে সুন্নাত ছাড়াই পড়া যায়। উল্লেখ্য যে, আখেরাত বাঁচানোর জন্য প্রয়োজনে সবকিছুর মায়া ত্যাগ করে হিজরত করতে হবে এবং স্বাধীনভাবে দ্বীন পালন করতে হবে।

প্রশ্ন (২৬/২২৬) : আমি একজন ট্রাক চালক। অধিকাংশ দিন আমাকে ট্রাক নিয়ে সফরে থাকতে হয়। রামাযানে কোন কোন দিন আমার জন্য ছিয়াম রাখা অনেক কষ্টকর হয়ে যায়। এসময় আমি ছিয়াম ভাঙ্গতে পারব কি?

-আব্দুল ওয়াদূদ, যশোর।

উত্তর : মুসাফির ব্যক্তি সফরকালে ছিয়াম ভাঙ্গতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাস পাবে, সে যেন এ মাসের ছিয়াম রাখে। তবে যে ব্যক্তি পীড়িত হবে অথবা সফরে থাকবে সে এটি অন্য সময় গণনা করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান, কঠিন চান না। যাতে তোমরা (এক মাসের) নির্ধারিত গণনা পূর্ণ করতে পার *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*। সেক্ষেত্রে রামাযানের পরে সুবিধাজনক সময়ে অবশ্যই ক্বাযা ছিয়ামগুলো আদায় করে নিবে।

প্রশ্ন (২৭/২২৭) : ছিয়ামরত অবস্থায় কাউকে জোরপূর্বক কিছু খাইয়ে দেওয়া হ'লে উক্ত ছায়েমের জন্য করণীয় কি? তার কাফফারা দিতে হবে কি? ঐদিন সে ছিয়াম রাখবে না ছেড়ে দেবে?

-নাজমা বেগম, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : রামাযানে জোরপূর্বক কোন ছায়েমকে খাদ্য খাওয়ানো হ'লে তার ছিয়াম ভঙ্গ হবে না। সে ছিয়াম চলমান রাখবে এবং দিনের বাকী সময়ে কিছু খাবে না *(নববী, আল-মাজমূ' ৬/৩২৬; ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৯/১৯৪)*। আল্লাহ বলেন, 'যার উপরে (কুফরীর জন্য) যবরদস্তি করা হয়, অথচ তার হৃদয় ঈমানের উপর অটল থাকে, সে ব্যতীত *(নাহল ১৬/১০৬)*। এ ব্যাপারে ইয়াসির ও তার বৃদ্ধা স্ত্রীকে হত্যার পর তাদের একমাত্র পুত্র আম্মার বিন ইয়াসিরের বেঁচে যাওয়ার ঘটনাটি স্মরণ করুন *(দ্র. 'সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)' ৩য় মুদ্রণ ১৪৪ পৃ.)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ আমার উম্মতের ভুল, বিস্মৃতি এবং বাধ্য হয়ে করার বিষয়টি ক্ষমা করেছেন' *(ইবনু মাজাহ হা/২০৪৩; মিশকাত হা/৬২৮৪; ইরওয়া হা/১০২৭)*। অতএব যবরদস্তির দিনটি পুরা ছিয়াম রাখবে। পরে এর ক্বাযা আদায় করতে হবে না।

প্রশ্ন (২৮/২২৮) : কোন কোন কারণে ছিয়াম ভঙ্গ হ'লে শুধু ক্বাযা ওয়াজিব হয়?

-আব্দুল হাই, কারমাইকেল কলেজ, রংপুর।

উত্তর : যে সকল কারণে ছিয়াম ছেড়ে দিলে কেবল ক্বাযা ওয়াজিব হয় সেগুলো হ'ল- ১. কোন ওযরের কারণে ছিয়াম ছাড়লে। যেমন অসুস্থ বা মুসাফির ব্যক্তির ছিয়াম, ঋতুবতী ও নিফাসওয়ালী নারীর ছিয়াম, গর্ভবতী বা দুগ্ধদান কারীণী মায়ের ছিয়াম। ২. কোন কারণ ছাড়াই ইচ্ছাকৃতভাবে ছিয়াম ছেড়ে দেওয়া। যেমন কারো ছিয়ামের নিয়ত না করা, কারো দিনের বেলা ছিয়াম ছেড়ে দেওয়া অথবা বীর্যস্খলন করা ইত্যাদি।

উল্লেখ্য যে, কেউ স্বেচ্ছায় রামাযানের দিনে স্ত্রী মিলন করলে ক্বাযা আদায়ের পাশাপাশি কাফফারা আদায় করতে হবে। আর তা হ'ল টানা দুই মাস ছিয়াম পালন করা কিংবা ৬০ জন

মিসকীনকে খাওয়ানো *(নববী, আল-মাজমূ‘ ৬/২৭৩; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৩/৩৭, ৪/৩৬৫)*।

প্রশ্ন (২৯/২২৯) : অবহেলাবশতঃ গত তিনবছর রামাযানের ছিয়াম পালন থেকে বিরত ছিলাম। এক্ষণে বোধোদয় হওয়ার পর আমার করণীয় কি?

-আব্দুল ওয়াদূদ, কুমিল্লা।

উত্তর : রামাযানের ছিয়াম ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম। যা অবহেলাবশতঃ পরিত্যাগ করার মাধ্যমে ব্যক্তি কবীরা গোনাহে পতিত হয়। অতএব উক্ত তিন বছর ছিয়াম ত্যাগের জন্য অনুতপ্ত চিত্তে তওবা করতে হবে এবং ভবিষ্যতে কোন দিন তা পরিত্যাগ করব না বলে প্রতিজ্ঞা করে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাইলে আল্লাহ ক্ষমা করবেন ইনশাআল্লাহ *(যুমার ৫৩-৫৪)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি রামাযান পেল অথচ নিজের পাপকে ক্ষমা করিয়ে নিতে পারল না, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে *(ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৯০৭, ছহীহ আত-তারগীব হা/৯৯৭)*।

প্রশ্ন (৩০/২৩০) : আমি জর্ডান প্রবাসী। এখানে অনেকেই বলে থাকেন ডেড সি গযব নাযিলের স্থান হওয়ায় এখানে গোসল করা জায়েয নয়। একথা কি ঠিক?

-আব্দুর রহমান ছাক্বিব, জর্ডান।

উত্তর : গযব নাযিলের স্থান অভিশপ্ত হওয়ায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গযব নাযিলের স্থানে অবস্থান করতে এবং সেখানে পানি পান করতে নিষেধ করে বলেন, ‘তোমরা গযবপ্রাপ্ত ছামূদ কওমের ঘর-বাড়িতে প্রবেশ করো না ক্রন্দনরত অবস্থায় ব্যতীত। যাতে তাদের যে বিপদ হয়েছে, তোমাদের তেমনটি না হয়। অতঃপর তিনি মাথা নীচু করলেন এবং দ্রুত উক্ত এলাকা অতিক্রম করলেন’ *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৫১২৫)*। অর্থাৎ কেউ প্রবেশ করতে চাইলে কাঁদতে কাঁদতে প্রবেশ করবে। অথবা মাথা নীচু করে দ্রুত এলাকা ত্যাগ করবে। তিনি তাদের নির্দেশ দিলেন যে, ‘তোমরা যে পানি সংগ্রহ করেছ তা ফেলে দাও। উক্ত পানি দিয়ে যদি আটার খামীর করে থাক, তবে তা উটকে খাইয়ে দাও’। আরও নির্দেশ দিলেন যে, ‘ছালেহ (আঃ)-এর উষ্ট্রী যে কুয়া থেকে পানি পান করত, তোমরা সেই কুয়া থেকে পানি সংগ্রহ করো’ *(মুসলিম হা/২৯৮১)*।

অতএব মৃতসাগর বা অনুরূপ অভিশপ্ত স্থানে ভ্রমণ করা থেকে বিরত থাকাই কর্তব্য।

প্রশ্ন (৩১/২৩১) : জুম‘আর দিন মসজিদে প্রবেশ করার পর আযান শুরু হয়ে গেলে আযান শোনা ও তার জবাব দেওয়া যরূরী, নাকি আযান চলাকালীন অবস্থায় সুন্নাত ছালাত আদায় করা যরূরী?

-মাযহারুল ইসলাম, নওগাঁ সদর।

উত্তর : আযানের জবাব দেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে সংক্ষেপে দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করার পর বসে খুৎবা শ্রবণ করবে *(মুগনী ১/৩১১; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন ‘আলাদ-দারব ১৩/৩০৫)*। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘তোমরা যখন আযান শুনবে, তখন মুওয়াযযিন যা বলে তোমরাও তা বল’ *(বুখারী হা/৬১১; মুসলিম হা/৩৮৩)*। তবে চাইলে পূর্ণভাবে খুৎবা শোনার জন্য আযান চলাকালীনও তাহইয়াতুল মাসজিদ আদায় করতে পারে *(ওছায়মীন, মাজমূ‘ ফাতাওয়া ১৪/২৯৫; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১৩/৩০৫)*।

প্রশ্ন (৩২/২৩২) : মসজিদে যে ছাত্র জামা‘আতে ছালাত আদায়ের ক্ষেত্রে রাক‘আত মিস করছে তাকে ১০ মিনিট কুরআন মাজীদ পড়তে বাধ্য করা হচ্ছে। কুরআন মাজীদ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য পড়তে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে শিক্ষকের ভয়ে পড়া হচ্ছে। এভাবে নিয়ম করা যাবে কি?

-মীযানুর রহমান, মুজিবনগর, চুয়াডাঙ্গা।

উত্তর : আদব শিক্ষার জন্য এমন নিয়ম করা প্রশংসনীয় কাজ। কারণ কুরআন তেলাওয়াত করাতে শিক্ষার্থীরা এক সময়ে কুরআন পাঠে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে এবং ছালাতের রাক‘আত ছুটে যাওয়া থেকেও বিরত থাকবে। আর এজন্য সাত বছরের শিশুদের ছালাত আদায়ের প্রশিক্ষণ দিতে বলা হয়েছে। দশ বছরে অভ্যস্ত না হ’লে তাকে শারীরিক শাস্তি দিতে বলা হয়েছে। যদিও ছালাত কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পড়তে হয় (ইবনুল ক্বাইয়িম, তুহফাতুল মাওদূদ ১/২২৪; ওছায়মীন, আল লিকাউশ শাহরী ৪/১১)।

প্রশ্ন (৩৩/২৩৩) : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করবে না। যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় বা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। এক্ষণে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনারে ফুল দিতে না গেলে সরকারী চাকুরী চলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এক্ষেত্রে আমার করণীয় কি?

-গোলাম আযম, কুষ্টিয়া।

উত্তর : শহীদ মিনারে ফুল দেওয়া হারাম, যা অমুসলিমদের সংস্কৃতি। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে ব্যক্তি সেই জাতিরই অন্তর্ভুক্ত *(আবুদাঊদ হা/৪০৩১; মিশকাত হা/৪৩৪৭)*। অতএব এথেকে মুসলিমদের বিরত থাকা আবশ্যক। তবে কাউকে বাধ্য করা হ’লে এবং সে অন্তরে কোন প্রকার সম্মান বা উদ্দেশ্য না রেখে অনিচ্ছাসহকারে সরকারী আদেশ পালন করলে গুনাহগার হবে না *ইনশাআল্লাহ*। আল্লাহ বলেন, যার উপরে (কুফরীর জন্য) যবরদস্তি করা হয়, অথচ তার হৃদয় ঈমানের উপর অটল থাকে, সে ব্যতীত *(নাহল ১৬/১০৬)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘নিশ্চয় আল্লাহ আমার উম্মতের ভুল, বিস্মৃতি এবং বাধ্য হয়ে করা বিষয় ক্ষমা করেছেন’ *(ইবনু মাজাহ হা/২০৪৩; মিশকাত হা/৬২৮৪; ইরওয়া হা/১০২৭)*। অতএব এরূপ অবস্থায় কর্তৃপক্ষকে শহীদ মিনারে ফুল দেওয়ার অসারতা সম্পর্কে বুঝাবে; এর পরিবর্তে তাদের জন্য দো‘আ করতে উৎসাহিত করবে। এভাবে যথাসাধ্য নছীহত করবে এবং এমন কাজ থেকে বিরত থাকবে। এতদসত্ত্বেও বাধ্য করা হ’লে সেজন্য কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে।

প্রশ্ন (৩৪/২৩৪) : আমরা দুই ভাই বিদেশে আছি। এখানে কাজের অভাব। আমার ভাই একটি নাইট ক্লাব ভবনে কাজ করে। যেহেতু নির্মাণের পর ঘরগুলো হারাম কাজে ব্যবহার হবে, তাই এর নির্মাণ কাজ করা আমার কাছে হারাম মনে হয়। অন্যদিকে অন্য কাজ না পাওয়ায় বসে থেকে ভাইয়ের

হারাম ইনকামে চলতে হচ্ছে। আবার বাড়িতেও দরিদ্র পরিবারে সহযোগিতা করতে পারছি না। আবার অনেক অর্থ ব্যয় করে বিদেশে এসে দেশেও ফিরতে পারছি না। এক্ষণে আমার করণীয় কি? উক্ত কাজটি হারাম হবে কি?

-রিফাত হাসান, ঢাকা।

উত্তর : জেনে শুনে হারাম কাজ বা হারাম কাজে সহযোগিতা করা যাবে না; নতুবা উপার্জন হারাম হবে *(ছালেহ ফাওযান, মাজমূ‘ ফাতাওয়া ২/৭২০)*। বরং তাক্বওয়ার নীতি অবলম্বন করে আল্লাহ্র প্রতি ভরসা করবে। সাথে সাথে অন্য কোথাও হালাল আয়ের উৎস খোঁজ করবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, বস্তুত যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য উপায় বের করে দেন। আর তিনি তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে রিযিক প্রদান করে থাকেন। বস্তুত যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে, তিনি তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান *(তালাক ৬৫/২-৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘যদি তোমরা আল্লাহ্র প্রতি যথাযথভাবে ভরসা কর, তাহ’লে তিনি তোমাদেরকে অনুরূপ রিযিক দান করবেন, যেরূপ পাখিদের দিয়ে থাকেন। তারা ভোরে খালি পেটে বের হয়ে যায় এবং দিনের শেষে ভরা পেটে ফিরে আসে’ *(তিরমিযী হা/২৩৪৪; ইবনু মাজাহ হা/৪১৬৪; মিশকাত হা/৫২৯৯; ছহীহাহ হা/৩১০)*। এছাড়া ছালাত আদায় করবে ও ‘*হাসবুনাল্লাহু ওয়া নে‘মাল ওয়াকীল*’ পাঠ করবে এবং অধিকহারে ‘আস্তাগফিরুল্লাহ’ পাঠ করবে। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বিকল্প কোন উপায় বের করে দিবেন।

প্রশ্ন (৩৫/২৩৫) : মহিলারা জুম‘আর ছালাতে মসজিদে গেলে বা বাড়িতে যোহর আদায় করলে তাদের জন্য গোসল করা সুন্নাত হবে কি?

-সুমাইয়া ইসমাত, রাজশাহী।

উত্তর : নারী বা পুরুষ যারাই জুম‘আর ছালাতের উদ্দেশ্যে মসজিদে আসবে তাদের জন্যই গোসল করা সুন্নাত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘পুরুষ ও নারীর মধ্য হ’তে যেই জুম‘আর ছালাতের জন্য মসজিদে আসবে, সে যেন গোসল করে। আর যে আসবে না তার জন্য গোসল নেই’ *(ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/১৭৫২; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/১২২৬)*। ইবনু ওমর (রাঃ) নারীদের লক্ষ্য করে বলতেন, তোমাদের যারা জুম‘আয় আসবে তারা যেন গোসল করে আসে *(ইবনু আবী শায়বাহ হা/৫০৫১)*। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ যারাই জুম‘আয় আসবে, তাদের জন্য গোসল করা মুস্তাহাব *(আল-মাজমূ‘ ৪/৪০৫)*।

প্রশ্ন (৩৬/২৩৬) : ফেসবুক, হোয়াটসএ্যাপের মত সামাজিক মাধ্যমে লাইক, লাভ সহ বিভিন্ন ইমোজি ব্যবহার করা শরী‘আতসম্মত হবে কি? অনেকে বলে থাকেন এটা খৃষ্টানদের ব্যবহৃত চিহ্ন।

-আল-আমীন, রাজশাহী।

উত্তর : ইন্টারনেটে প্রচলিত ইমোজিগুলো খৃষ্টানদের ধর্মীয় কোন চিহ্ন বলে প্রমাণিত নয়। সে দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলো ব্যবহারে দোষ নেই। আবার এটি সরাসরি শারীরিক কাঠামোযুক্ত জীবন্ত কোন ছবি নয় যা হারামের পর্যায়ে পড়ে। বরং এটি মানবমনের অবস্থার ইঙ্গিতবাহক। সুতরাং সাধারণভাবে ইমোজি ব্যবহার শরী‘আত বিরোধী নয় *(বিন বায, মাজমূ‘ ফাতাওয়া ৪/২১২)*।

প্রশ্ন (৩৭/২৩৭) : অলীর অনুমতি বা উপস্থিতি ছাড়াই ছেলে মেয়ে কোর্ট ম্যারেজ করে। কিন্তু পরে তাদের মধ্যে কোন যোগাযোগ ছিল না। কোন শারীরিক সম্পর্কও হয়নি। ৪-৫ বছর পর মেয়ের পিতা শারঈ বিধান মেনে উক্ত মেয়েকে বিবাহ দিয়েছে। পরবর্তী বিবাহ বৈধ হয়েছে কি?

-লামিয়া হাসান, রাজবাড়ী।

উত্তর : প্রথম বিবাহ শারঈ পদ্ধতিতে হয়নি। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘কোন মহিলা যদি অলীর বিনা অনুমতিতে বিবাহ করে, তাহ’লে তার ঐ বিবাহ বাতিল, বাতিল, বাতিল’ *(তিরমিযী হা/১১০২; আবুদাঊদ হা/২০৮৩ প্রভৃতি; মিশকাত হা/৩১৩১)*। নবী করীম (ছাঃ) আরো বলেন, ‘কোন মহিলা কোন মহিলাকে বিয়ে দিতে পারবে না এবং কোন মহিলা নিজেকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারবে না’ *(ইবনু মাজাহ হা/১৮৮২; মিশকাত হা/৩১৩৭)*। অতএব প্রথম বিবাহের কার্যকারিতা নেই। তবে দ্বিতীয় বিবাহ শরী‘আত-সম্মত হয়েছে।

প্রশ্ন (৩৮/২৩৮) : পিতা-মাতা আমাকে সব সম্পদ থেকে বঞ্চিত করে ১৮ বছর আগে আলাদা করে দিয়েছেন। তিন মেয়েকে সব সম্পদ দিয়েছেন। এখন শেষ বয়সে তারা অসহায়। আমার অবস্থার দিকে না দেখে তারা আমার কাছে অনেক সহযোগিতা চান। চাহিদামত দিতে না পারলে কথা বলেন না, রাগ করেন। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-আনোয়ার হোসাইন, বাড্ডা, ঢাকা।

উত্তর : সন্তানকে সম্পদ থেকে বঞ্চিত করার জন্য পিতা-মাতা পাপী হবেন। এতদসত্ত্বেও সন্তান হিসাবে সাধ্যমত পিতা-মাতার মানসিক, শারীরিক ও আর্থিক সহায়তা দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘নিশ্চয়ই তোমাদের সন্তানগণ তোমাদের পবিত্রতম উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত। অতএব তোমরা তোমাদের সন্তানদের উপার্জন থেকে ভক্ষণ কর’ *(আবুদাঊদ হা/৩৫৩০; নাসাঈ হা/৪৪৫০; মিশকাত হা/৩৩৫৪)*। এতে বুঝা যায় যে, পিতা-মাতার দায়িত্ব পুত্র বা কন্যা সবার উপরে সমভাবে প্রযোজ্য। তবে পুত্র সন্তান যেহেতু উপার্জনের মূল দায়িত্ব পালন করে এবং পিতা-মাতার সম্পদে দ্বিগুণ ওয়ারিছ হয়, সেকারণ তারাই এক্ষেত্রে মূল দায়িত্বশীল *(ইবনুল মুনযির, মুগনিল মুহতাজ ১৫/৬১)*। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, পুত্র সন্তান আছাবা হওয়ায় তাদের উপর পিতা-মাতার জন্য খরচ করা আবশ্যক *(কিতাবুল উম্ম, ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৮/২১৯)*। এক্ষণে পিতা-মাতার জন্য কর্তব্য হ’ল সম্পত্তিগুলো শারঈ পদ্ধতিতে যথাযথভাবে বণ্টন করা এবং পূর্বের অপরাধের জন্য তওবা করা। অপরদিকে বোনদেরও উচিৎ ভাইয়ের সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়া। অন্যথায় তারাও সমান পাপী হবে।

প্রশ্ন (৩৯/২৩৯) : ঋতু অবস্থায় মহিলারা মসজিদে খুৎবা শুনতে যেতে পারবে কি?

-মরিয়ম, ঢাকা।

সূচীপত্র

উত্তর : ঋতুবতী মহিলারা মসজিদে অবস্থান করে খুৎবা শ্রবণ করতে পারবে না *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৫/৩৯৮, ৬/২৭২)*। কারণ উম্মে আতিয়া (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ঋতুবতী নারীদেরকে আদেশ করেছেন তারা যেন মুসলিমদের ছালাতের স্থান থেকে কিছুটা পৃথক থাকে *(মুসলিম হা/৮৯০)*। তবে মসজিদের আশে-পাশে বসে খুৎবা শ্রবণে কোন বাধা নেই *(বিন বায, মাজমূ‘ ফাতাওয়া ১০/২২১)*। তাছাড়া বর্তমানে খুৎবা সরাসরি সামাজিক মাধ্যম সমূহে শোনা যায়।

প্রশ্ন (৪০/২৪০) : ‘মসজিদে নববী’ নামে কোন মসজিদের নাম রাখা যাবে কি?

আব্দুল্লাহ, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর: উক্ত নামে মসজিদের নামকরণ করা যাবে না। কারণ এটা রাসূল (ছাঃ) এবং তাঁর মসজিদের সাথে খাছ। সুতরাং সাধারণভাবে অন্য মসজিদের এরূপ নামকরণ জায়েয নয়। কারণ এতে বহু বিধি-নিষেধের সমাবেশ ঘটে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৫/২৮৪)*। আব্দুর রহমান বিন নাছের আল বার্রাক বলেন, পৃথিবীর কোন ভুখণ্ডে প্রতিষ্ঠিত মসজিদের নাম মসজিদুর রাসূল বা মসজিদুন নববী রাখা জায়েয হবে না। মসজিদুর রাসূল একটিই, যা মদীনায় অবস্থিত। যাতে ছালাত আদায়ে হাযার গুণ ছওয়াব রয়েছে। সেখানে ছালাতের নেকী অর্জনের জন্য সফর করার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং এর সাথে অন্য কোন মসজিদকে সাদৃশ্যপূর্ণ করা যাবে না, যেমন অন্য কোন মসজিদের নাম আল-মসজিদুল হারাম রাখা যাবে না, যা মক্কায় অবস্থিত *(http://iswy.co/e3knl)*। অতএব পৃথিবীর কোন মসজিদের নাম মসজিদে নববী, মসজিদে আকছা, মসজিদুল হারাম, মসজিদে কুবা রাখা যাবে না।

পুষ্টিকর খাদ্য মনের আনন্দ
ফোন : ৭৭৩০৬৬

বেলীফুল

অভিজাত মিষ্টি বিপনী

আল-হাসিব প্লাজা, গণকপাড়া, রাজশাহী-৬৩০০।

শাখা-১
গ্রেটার রোড, গৌরহাঙ্গা
রাজশাহী-৬১০০
ফোন-৮১২১৬৫।

শাখা-২
ব্লক-এ, ৩নং রেলওয়ে মার্কেট
জাহাঙ্গীর স্মরণী রোড,
গৌরহাঙ্গা, রাজশাহী।

ডা. তামান্না তাসনীম
এমবিবিএস; এম.এস (কলোরেক্টাল সার্জারী)
বৃহদান্ত্র ও পায়ুপথ রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

বিশেষ সেবাসমূহ :

- জটিল ফিস্টুলার আধুনিক চিকিৎসা
- রাবার ব্যান্ড লাইগেশন ও লংগো পদ্ধতিতে ব্যথামুক্তভাবে পাইলসের চিকিৎসা
- স্টাপলিং পদ্ধতিতে কোলন (বৃহদান্ত্র) ও মলদ্বার ক্যান্সারের অপারেশন
- রেক্টাল প্রলাপস (মলদ্বার বের হয়ে আসা)-এর আধুনিক অপারেশন
- কলোনোস্কপির মাধ্যমে বৃহদান্ত্রের রোগ নির্ণয় ও পলিপের চিকিৎসা

ব্রেস্ট টিউমার এবং ক্যান্সারসহ মহিলাদের সব ধরণের সার্জিক্যাল সমস্যার অপারেশন মহিলা টীমের মাধ্যমে করা হয়।

চেম্বার :
ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
নওদাপাড়া, বিমানবন্দর রোড, সপুরা, রাজশাহী।
ফোন : (০২৪৭) ৮৬১৩২৩-৬, ০১৮১০-০০০১২০।
সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ১.০০ টা পর্যন্ত।

চেম্বার :
ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল
লক্ষীপুর, রাজশাহী।
মোবা : ০১৭৭৭-২৪২৫৩৬, ০১৭০৯-৫১৫৫২৮।
দুপুর ৩.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত।
(শনিবার, সোমবার ও বুধবার)

চেম্বার :
রাজশাহী রয়্যাল হসপিটাল (প্রাঃ) লিঃ
শেরশাহ রোড, লক্ষীপুর, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৭১২৭৭, ০১৮৬৭-৫৫২৪৮৬
বিকাল ৫.০০ টা থেকে রাত্রি ৮.০০ টা পর্যন্ত।

সদ্য প্রকাশিত বই সমূহ

বিবাহ পরিবার
গীবত

অর্ডার করুন
☎ ০১৭৭০-৮০০৯০০
www.hadeethfoundationbd.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০

সূচীপত্র

মারকাযী জামে মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতার আহ্বান

আস্‌সালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত দ্বীনী ভাই ও বোন! নওদাপাড়া রাজশাহীতে অবস্থিত মারকাযী জামে মসজিদটি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সাড়ে ছয় হাযার বর্গফুটের ছয়তলা বিশিষ্ট মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। ফালিল্লাহিল হাম্‌দ। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। এই খরচ নির্বাহের জন্য দানশীল মুমিন ভাই-বোনদের প্রতি আমরা বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন, মসজিদটি পাখির বাসার ন্যায় ছোট্ট হলেও' *(বুখারী হা/৪৫০; ছহীহুল জামে' হা/৬১২৮)*। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর গৃহ নির্মাণে সাধ্যমত সহযোগিতা করার তাওফীক দান করুন-আমীন!!

অর্থ প্রেরণের হিসাব নম্বর

ইসলামিক কমপ্লেক্স মসজিদ ফাণ্ড, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৫৮২, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক রাজশাহী শাখা। বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৭৯৭-৫০৫১৮২, রকেট (মার্চেন্ট) ০১৭৯৭-৫০৫১৮২৫
সার্বিক যোগাযোগ : ০১৭৫১-৫১৯৫৬২, ০১৭১৫-০০২৩৮০।

মেসার্স তাক্বওয়া ট্রেডার্স

ব্যবস্থাপনা পরিচালক : মুহাম্মাদ মফীজুল ইসলাম

- কেমিক্যাল ট্রিটমেন্ট ও সিজনিং করা কাঠের দরজা ও ফার্নিচার প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান।
- কুরিয়ারের মাধ্যমে সারা দেশে ডেলিভারী করা হয়, ৪০ বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি।
- দেশী-বিদেশী সবরকম কাঠের দরজা ও ফার্নিচার সরবরাহ করা হয়।
- মজবূত, টেকসই ও নান্দনিক ডিজাইন।
- বেস্ট ফিনিশিং, ঘুনে ধরবে না, বাকা হবে না।
- যশোর মেহেগুনী ১০০% কেমিক্যাল সিজনিং এন্ড ট্রিটমেন্ট কৃত।

যোগাযোগ : মাস্টার পাড়া, শালবন মিস্ত্রীপাড়া, রংপুর।
মোবাইল : ০১৭০৭-৬০৬০৮১, ০১৮৮৮-১১৩৩০৩ (হোয়াটসঅ্যাপ)।

হোটেল স্টার ইন্টারন্যাশনাল

আমাদের সেবা সমূহ
○ আবাসিক
○ মিটিং রুম
○ রেষ্টুরেন্ট
○ কনফারেন্স হল
○ কমিউনিটি সেন্টার
○ ট্রেনিং সেন্টার

তাবলীগী ইজতেমা ২০২৪ উপলক্ষ্যে রাজশাহীতে আগত সকল অতিথিদের হোটেল স্টার ইন্টারন্যাশনাল-এর পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। আপনারা স্ববান্ধব আমন্ত্রিত।

আসুন! আমরা যার যার অবস্থান থেকে দেশ ও মানুষের জন্য কিছু করি, আমরা সবাই মিলে স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ি।

Hotel Star Int.

যোগাযোগ : আম চত্বর, বাইপাস রোড, নতুন বাস টার্মিনাল, নওদাপাড়া, রাজশাহী।
☎ 01784-400700 www.hotelstarint.com hotelstarint

সূচীপত্র

Reg. No. Raj-164, Monthly At-Tahreek, Vol. 27, Issue 6, March 2024

بسم الله الرحمن الرحيم

তুহফায়ে রামাযান

সাহারী ও ইফতারের সময়সূচী

‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হ’ল যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর তা ফরয করা হয়েছিল; যাতে তোমরা মুত্তাক্বী বা আল্লাহভীরু হ’তে পার’ *(বাক্বারাহ ১৮৩)*।

‘সূর্যাস্তের সাথে সাথে ছায়েম ইফতার করবে’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৮৫)*।

(ঢাকার জন্য)

হিজরী : ১৪৪৫ খৃষ্টাব্দ : ২০২৪

তারিখ		বার	সাহারীর শেষ সময় ঘণ্টা-মিনিট	ইফতারের সময় ঘণ্টা-মিনিট
হিজরী	খৃষ্টাব্দ			
০১ রামাযান	১২ মার্চ	মঙ্গলবার	০৪:৫৪	০৬:০৭
০২ রামাযান	১৩ মার্চ	বুধবার	০৪:৫৪	০৬:০৭
০৩ রামাযান	১৪ মার্চ	বৃহস্পতি	০৪:৫৩	০৬:০৮
০৪ রামাযান	১৫ মার্চ	শুক্রবার	০৪:৫২	০৬:০৮
০৫ রামাযান	১৬ মার্চ	শনিবার	০৪:৫১	০৬:০৯
০৬ রামাযান	১৭ মার্চ	রবিবার	০৪:৫০	০৬:০৯
০৭ রামাযান	১৮ মার্চ	সোমবার	০৪:৪৮	০৬:০৯
০৮ রামাযান	১৯ মার্চ	মঙ্গলবার	০৪:৪৭	০৬:১০
০৯ রামাযান	২০ মার্চ	বুধবার	০৪:৪৬	০৬:১০
১০ রামাযান	২১ মার্চ	বৃহস্পতি	০৪:৪৫	০৬:১১
১১ রামাযান	২২ মার্চ	শুক্রবার	০৪:৪৪	০৬:১১
১২ রামাযান	২৩ মার্চ	শনিবার	০৪:৪৩	০৬:১১
১৩ রামাযান	২৪ মার্চ	রবিবার	০৪:৪২	০৬:১২
১৪ রামাযান	২৫ মার্চ	সোমবার	০৪:৪১	০৬:১২
১৫ রামাযান	২৬ মার্চ	মঙ্গলবার	০৪:৪০	০৬:১২
১৬ রামাযান	২৭ মার্চ	বুধবার	০৪:৩৯	০৬:১৩
১৭ রামাযান	২৮ মার্চ	বৃহস্পতি	০৪:৩৮	০৬:১৩
১৮ রামাযান	২৯ মার্চ	শুক্রবার	০৪:৩৭	০৬:১৪
১৯ রামাযান	৩০ মার্চ	শনিবার	০৪:৩৬	০৬:১৪
২০ রামাযান	৩১ মার্চ	রবিবার	০৪:৩৫	০৬:১৪
২১ রামাযান	০১ এপ্রিল	সোমবার	০৪:৩৪	০৬:১৫
২২ রামাযান	০২ এপ্রিল	মঙ্গলবার	০৪:৩৩	০৬:১৫
২৩ রামাযান	০৩ এপ্রিল	বুধবার	০৪:৩১	০৬:১৫
২৪ রামাযান	০৪ এপ্রিল	বৃহস্পতি	০৪:৩০	০৬:১৬
২৫ রামাযান	০৫ এপ্রিল	শুক্রবার	০৪:২৯	০৬:১৬
২৬ রামাযান	০৬ এপ্রিল	শনিবার	০৪:২৮	০৬:১৭
২৭ রামাযান	০৭ এপ্রিল	রবিবার	০৪:২৭	০৬:১৭
২৮ রামাযান	০৮ এপ্রিল	সোমবার	০৪:২৬	০৬:১৮
২৯ রামাযান	০৯ এপ্রিল	মঙ্গলবার	০৪:২৫	০৬:১৯
৩০ রামাযান	১০ এপ্রিল	বুধবার	০৪:২৪	০৬:১৯

বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগের নির্ঘণ্ট অনুযায়ী ঢাকার সময়ের সাথে অন্যান্য যেলা সমূহের পার্থক্য মাসে একাধিকবার পরিবর্তন হয়। সেকারণ অধিকতর সঠিক সময় নির্ধারণের লক্ষ্যে রামাযান মাসকে তিন ভাগে ভাগ করে ইফতারের সময়সূচী দেখানো হয়েছে।

[যেলা ভিত্তিক সময়সূচী [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)]

ঢাকা বিভাগ

যেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
নরসিংদী	-১	-১	-১	-১
গাযীপুর	০	০	০	০
শরীয়তপুর	+১	০	০	০
নারায়ণগঞ্জ	০	০	০	০
টাঙ্গাইল	+২	+২	+২	+২
কিশোরগঞ্জ	-২	-১	-১	-১
মানিকগঞ্জ	+২	+২	+২	+২
মুন্সিগঞ্জ	০	০	০	-১
রাজবাড়ী	+৩	+৪	+৫	+৪
মাদারীপুর	+২	+১	+১	+১
গোপালগঞ্জ	+৩	+২	+২	+২
ফরিদপুর	+৩	+২	+২	+২

রাজশাহী বিভাগ

যেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
সিরাজগঞ্জ	+২	+৩	+৩	+৩
পাবনা	+৫	+৫	+৫	+৫
বগুড়া	+৩	+৪	+৫	+৫
রাজশাহী	+৭	+৭	+৭	+৭
নাটোর	+৫	+৬	+৬	+৬
জয়পুরহাট	+৫	+৫	+৬	+৭
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৮	+৯	+৯	+৯
নওগাঁ	+৫	+৬	+৬	+৭

রংপুর বিভাগ

যেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
পঞ্চগড়	+৫	+৭	+৮	+৯
দিনাজপুর	+৬	+৭	+৭	+৮
লালমণিরহাট	+২	+৪	+৫	+৫
নীলফামারী	+৪	+৬	+৭	+৮
গাইবান্ধা	+২	+৩	+৪	+৫
ঠাকুরগাঁও	+৬	+৮	+৮	+৯
রংপুর	+৩	+৫	+৫	+৬
কুড়িগ্রাম	+১	+৩	+৪	+৫

ময়মনসিংহ বিভাগ

যেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
শেরপুর	+১	+১	+২	+২
ময়মনসিংহ	-১	০	০	+১
জামালপুর	+১	+২	+২	+৩
নেত্রকোণা	-২	-১	-১	০

খুলনা বিভাগ

যেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
যশোর	+৫	+৫	+৫	+৫
সাতক্ষীরা	+৬	+৬	+৫	+৫
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৭	+৭
নড়াইল	+৪	+৪	+৪	+৩
চুয়াডাঙ্গা	+৭	+৬	+৬	+৬
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৫	+৫
মাগুরা	+৪	+৪	+৪	+৪
খুলনা	+৪	+৪	+৩	+৩
বাগেরহাট	+৪	+৩	+২	+২
ঝিনাইদহ	+৫	+৫	+৫	+৫

চট্টগ্রাম বিভাগ

যেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
কুমিল্লা	-৩	-৩	-৩	-৩
ফেনী	-৩	-৪	-৪	-৪
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৩	-৩	-৩	-৩
রাঙ্গামাটি	-৬	-৭	-৭	-৮
নোয়াখালী	-২	-৩	-৩	-৩
চাঁদপুর	০	-১	-১	-১
লক্ষ্মীপুর	-১	-২	-২	-২
চট্টগ্রাম	-৪	-৬	-৬	-৬
কক্সবাজার	-৪	-৬	-৭	-৭
খাগড়াছড়ি	-৬	-৬	-৭	-৭
বান্দরবান	-৬	-৭	-৮	-৮

বরিশাল বিভাগ

যেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
ঝালকাঠি	+২	+১	+১	০
পটুয়াখালী	+২	+১	০	০
পিরোজপুর	+৩	+২	+২	+১
বরিশাল	+১	০	০	০
ভোলা	০	-১	-১	-১
বরগুনা	+৩	+১	+১	০

সিলেট বিভাগ

যেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
সিলেট	-৭	-৬	-৫	-৫
মৌলভীবাযার	-৬	-৫	-৫	-৫
হবিগঞ্জ	-৪	-৪	-৪	-৩
সুনামগঞ্জ	-৫	-৪	-৩	-৩

সূত্র: বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi.

বি. দ্র. রামাযানের শুরু এবং শেষ চন্দ্রোদয়ের উপর নির্ভরশীল